প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাষন উন্নয়ন (২ য় সংশোধিত) প্রকল্প

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ জুন ২০২২

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

"হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)"

শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন

ডিএমওয়াচ এর পরামর্শকবৃন্দ

জনাব এ. কে. এম সাঈদ উদ্দিন
টিম লিডার

জনাব মোঃ কামরুজ্জামান
মিড লেভেল ইঞ্জিনিয়ার

জনাব ফাহিম সুবহান চৌধুরী
আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ

জনাব মোঃ আব্দুস সালাম মিয়া
পরিসংখ্যানবিদ

জনাব আরিফ হাসনাত
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা সমন্বয়কারী

আইএমইডি এর পরামর্শকবৃন্দ

জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম
মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব)
সেক্টর-৪, আইএমইডি

জনাব খলিল আহমেদ
পরিচালক (উপসচিব)
সেক্টর-৪, আইএমইডি

জনাব মোহাম্মদ সাইফুর রহমান
উপপরিচালক
সেক্টর-৪, আইএমইডি

জুন - ২০২২

সূচিপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
সারণীর তালিকা			iii
চিত্রের তালিকা			iii
ছবির তালিকা			iv
Acronyms			১
Glossary			২
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ			৩-৪
প্রথম অধ্যায়	**প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ**		
	১.১	ভূমিকা	৫
	১.২	প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ	৫
	১.৩	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৭
	১.৪	প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি	৭
	১.৫	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম	৮
	১.৬	অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা	৯
	১.৭	ক্রয় কার্যক্রম	১১
	১.৮	লফফ্রেম, আউটপুট, আউটকাম	১১
	১.৯	টেকসইকরণ পরিকল্পনা	১২
দ্বিতীয় অধ্যায়	**প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি (Methodology)**		
	২.১	পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR)	১৩
	২.২	প্রভাব মূল্যায়ন কার্যপদ্ধতি	১৪
		২.২.১ প্রভাব মূল্যায়ন কাঠামো	১৪
		২.২.২ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উপকরণ (Tools)	১৪
		২.২.৩ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ডিজাইন ম্যাট্রিক্স	১৫
		২.২.৪ তথ্য সংগ্রহের কার্যপদ্ধতি	২০
		২.২.৫ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	২৬
		২.২.৬ তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া	২৮
		২.২.৭ ঝুঁকি প্রশমন ব্যবস্থা	২৯
		২.২.৮ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ	২৯
		২.২.৯ তথ্য সন্নিবেশন	২৯
		২.২.১০ তথ্য বিশ্লেষণ	৩০
		২.২.১১ প্রতিবেদন সংশোধন প্রক্রিয়া	৩০
		২.২.১২ প্রতিবেদন প্রণয়নের কর্ম পরিকল্পনা	৩০
	২.৩	সমীক্ষা কাজে ব্যবহৃত নির্দেশক/সূচক সমূহ	৩৩
	২.৪	প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ পদ্ধতি	৩৪
	২.৫	প্রভাব মূল্যায়ন কাজের সীমাবদ্ধতা	৩৪
	২.৬	তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে চ্যালেঞ্জ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন	৩৪
তৃতীয় অধ্যায়	**সমীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা**		
	৩.১	প্রকল্পের অগ্রগতি	৩৬
		৩.১.১ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়	৩৬
		৩.১.২ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন	৩৮
		৩.১.৩ প্রকল্পের লগফ্রেম অনুযায়ী অর্জন পর্যালোচনা	৪৩
	৩.২	ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত বাস্তব অগ্রগতি	৪৬

		৩.২.১	ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা	৪৬
		৩.২.২	ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা	৫৬
		৩.২.৩	বাস্তবায়ন জটিলতা	৫৮
		৩.২.৪	প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম পর্যালোচনা	৫৯
	৩.৩	প্রকল্প অঙ্গসমূহের কার্যকারিতা ও উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা		৬০
		৩.৩.১	প্রকল্প অঙ্গসমূহের বর্তমান অবস্থা ও কার্যকারিতা পর্যালোচনা	৬০
	৩.৪	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা		৬৯
		৩.৪.১	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ	৬৯
		৩.৪.২	স্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইসি কমিটির সভা থেকে প্রাপ্ত মন্তব্য বাস্তবায়ন পর্যালোচনা	৭০
		৩.৪.৩	আইএমইডি থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রদানকৃত মন্তব্য বাস্তবায়ন পর্যালোচনা	৭০
		৩.৪.৪	জনবল নিয়োগ	৭১
	৩.৫	প্রভাব মূল্যায়নঃ প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল		৭১
		৩.৫.১	প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ	৭১
		৩.৫.২	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বোরো ফসল চাষাবাদে পরিবর্তন	৭৪
		৩.৫.৩	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন	৭৭
		৩.৫.৪	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আগাম বন্যায় ক্ষয়-ক্ষতিতে পরিবর্তন	৭৯
		৩.৫.৫	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় পরিবর্তন	৮০
		৩.৫.৬	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আর্থ-সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তন	৮১
		৩.৫.৭	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশগত পরিবর্তন	৮২
	৩.৬	প্রকল্প টেকসইকরণ পর্যালোচনা		৮৩
	৩.৭	কেস স্টাডি		৮৪
	৩.৮	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা		৮৫
চতুর্থ অধ্যায়		**প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) পর্যালোচনা**		
	৪.১	প্রকল্পের সবলতা-দুর্বলতা-সুযোগ-ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ		৮৭
		৪.১.১	প্রকল্পের সবল দিকসমূহ	৮৭
		৪.১.২	প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ	৮৭
		৪.১.৩	প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুযোগসমূহ	৮৮
		৪.১.৪	প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ	৮৮
পঞ্চম অধ্যায়		**পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ**		৮৯
	৫.১	প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতা ও কার্যকারিতা		৯২
	৫.২	অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ		৯৩
ষষ্ঠ অধ্যায়		**সুপারিশমালা ও উপসংহার**		
	৬.১	ভবিষ্যৎ প্রকল্প গ্রহণে সুপারিশ		৯৫
	৬.২	দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ		৯৫
	৬.৩	সামগ্রিক সুপারিশ		৯৬
	৬.৪	উপসংহার		৯৬
তথ্যসূত্র				৯৭
সংযোজনী/পরিশিষ্টঃ প্রশ্নমালা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি				
	ক.	বছরভিত্তিক আর্থিক এবং বাস্তব লক্ষ্যের পরিকল্পনা		৯৮
	খ.	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা		১০৪
	গ.	ToR		১০৭
	ঘ.	প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় ব্যবহৃত টুলস		১১২

সারণীর তালিকা

সারণী ১: প্রকল্পের বাস্তবায়নের এলাকাসমূহ ৫
সারণী ২: প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি (লক্ষ টাকায়) ৮
সারণী ৩: প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহ ৮
সারণী ৪: প্রকল্পের এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন ৯
সারণী ৫: প্রকল্পের লগফ্রেম ১১
সারণী ৬: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ডিজাইন ম্যাট্রিক্স ১৬
সারণী ৭: প্রকল্পের এলাকা ভিত্তিক অঙ্গ বাস্তবায়ন ২২
সারণী ৮: খানা জরিপের জন্য প্রকল্পের অঙ্গ ও এলাকাভিত্তিক পরিমাণগত নমুনা বিতরণ ২৩
সারণী ৯: তথ্য সংগ্রহের জন্য গুণগত নমুনা বিতরণ ২৪
সারণী ১০: সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য এলাকাভিত্তিক নমুনা বিতরণ ২৫
সারণী ১১: বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনা ৩১
সারণী ১২: প্রকল্পের অর্থ বছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ৩৬
সারণী ১৩: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি ৪০
সারণী ১৪: প্রকল্পের লগফ্রেম অনুযায়ী অর্জন পর্যালোচনা ৪৪
সারণী ১৫: ক্রয় পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ (ডিপিপি/আরডিপিপি/প্রকৃত) ৪৭
সারণী ১৬: সরেজমিনে পর্যবেক্ষণকৃত প্রকল্প অঙ্গের অবস্থা পর্যালোচনা ৬১
সারণী ১৭: বিভিন্ন সময়ে দায়িত্বরত প্রকল্প পরিচালকগণ ৬৯
সারণী ১৮: বিভিন্ন স্থানে আগাম বন্যা সংঘটনের বছরসমূহ ৭৪
সারণী ১৯: প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন বছরে ধান উৎপাদনের তথ্য ৭৫
সারণী ২০: বোরো ফসল ব্যতীত অন্যান্য ফসলাদি চাষাবাদের অবস্থা ৭৬
সারণী ২১: প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের সাথে এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক ৭৮
সারণী ২২: প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে আগাম বন্যায় যেসব এলাকায় যেসব খাত ক্ষতিগ্রস্ত হত ৭৯
সারণী ২৩: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার হারে পরিবর্তন ৭৯
সারণী ২৪: বোরো চাষাবাদ বাদে দ্বিতীয় পেশায় মানুষের সংশ্লিষ্টতা ৮২

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১: প্রকল্প এলাকা ৬
চিত্র ২: প্রভাব মূল্যায়ণের OECD-DAC কাঠামোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৪
চিত্র ৩: সমীক্ষার জন্য ডেটা বিশ্লেষণ পরিকল্পনা ৩০
চিত্র ৪: ডিপিপি অনুযায়ী কজওয়ের নকশা ৬৬
চিত্র ৫: উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ৭২
চিত্র ৬: উত্তরদাতাদের বয়সের শ্রেণিবিভাগ ৭২
চিত্র ৭: প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে ও পরে বোরো ফসল রক্ষার চিত্র ৭৬
চিত্র ৮: প্রকল্প বাস্তবায়নের কোন কোন বছরে সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়া গিয়েছে তার চিত্র ৭৭
চিত্র ৯: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মূল নদীগুলোর পরিবহন ক্ষমতায় পরিবর্তন ৮১

ছবির তালিকা

ছবি ১: ডুবন্ত বাঁধ (বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ) ৬৩
ছবি ২: ডুবন্ত বাঁধ (খালিয়াজুরি, নেত্রকোনা) ৬৪
ছবি ৩: রেগুলেটর (নাজিরাবাদ, মৌলভীবাজার) ৬৫
ছবি ৪: ড্রেনেজ আউটলেট (কোম্পানিগঞ্জ, সিলেট) ৬৬
ছবি ৫: ডিপিপি অনুযায়ী কজওয়ের নকশা ৬৬
ছবি ৬: কজওয়ে (কোম্পানিগঞ্জ, সিলেট) ৬৭
ছবি ৭: কজওয়ে (বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ) ৬৭
ছবি ৮: অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন (নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ) ৬৮
ছবি ৯: দলীয় আলোচনা (বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ) ৭৩
ছবি ১০: উপজেলা চেয়ারম্যানের সাথে মুখ্য সাক্ষাৎকার ৭৩
ছবি ১১: দলীয় আলোচনা (কোম্পানিগঞ্জ, সিলেট) ৭৪
ছবি ১২: বোরো ক্ষেত (হবিগঞ্জ, নবীগঞ্জ) ৭৫

Acronyms

ADP	Annual Development Plan
BCR	Benefit Cost Ratio
BIWTA	Bangladesh Inland Water Transport Authority
BOQ	Bill of Quantities
BWDB	Bangladesh Water Development Board
CS	Contract Signing
DIP	Detailed Implementation Plan
DPP	Development Project Proforma/Proposal
ECNEC	Executive Committee of the National Economic Council
EMP	Environmental Management Plan
FGD	Focus Group Discussion
FIRR	Financial Internal Rate of Return
GPS	Global Positioning System
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
IRR	Internal Rate of Return
KII	Key Informant Interview
LCS	Local Contracting Societies
LGD	Local Government Division
LGED	Local Government Engineering Department
MWR	Ministry of Water Resources
NVivo	NVivo is a qualitative data analysis computer software
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development
PPA	Public Procurement Act
PPR	Public Procurement Rules
PWD	Public Works Department
RDPP	Revised Development Project Proforma/Proposal
RFP	Request for Proposal
SDG	Sustainable Development Goal
SPSS	Statistical Package for Social Science
STATA	Statistics and Data
SWOT	Strength, Weakness, Opportunities, and Threats
TOR	Terms of Reference

শব্দকোষ (Glossary)

কজওয়েঃ কজওয়ে হল কালভার্টের মত দেখতে একটি আরসিসি কাঠামো যা একটি বাঁধের মাঝে নির্মাণ করা হয়, যাতে বাঁধের দুই পাশের পানি সহজে যাতায়াত করতে পারে। কালভার্ট ও কজওয়ের মধ্যে পার্থক্য হল, কালভার্টের উপরে আরসিসি স্ল্যাব থাকে, কিন্তু কজওয়ের উপরে কোন স্ল্যাব থাকেনা, উন্মুক্ত থাকে।

কম্পার্টমেন্টাল ডাইকঃ কম্পার্টমেন্টাল ডাইক হল একটি বন্যা ভূমি এবং পানি প্রবেশে বাধা প্রদানকারী অঞ্জা, যা একটি নদী, হ্রদ বা এমনকি সমুদ্র থেকে পানি নিয়ন্ত্রণ করতে বা আটকে রাখতে ব্যবহৃত হয়। এই ডাইকের প্রধান উদ্দেশ্য হল জলমগ্ন ভূ-পৃষ্ঠের এলাকায় প্লাবনের পরিণতি কমিয়ে বন্যার ঝুঁকি কমানো।

ডুবন্ত বাঁধঃ ডুবন্ত বাঁধকে অনেক সময় ফসল রক্ষা বাঁধও বলা হয়ে থাকে। এই বাঁধগুলো অস্থায়ী, মাটির তৈরী কাঠামো, যা সাধারণত স্বল্প উচ্চতার হয়ে থাকে (৪-৬ মিটার) । হাওড় এলাকায় বন্যার পানি প্রবেশ করলে ১০-১৫ দিন পানিকে বাধা প্রদানের মাধ্যমে এই বাঁধগুলো ফসল রক্ষা করে থাকে। এরপর বাঁধের উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়, এবং মৌসুম শেষে আবার বাঁধের ওপর থেকে পানি নেমে যায়।

ড্রেনেজ আউটলেটঃ ড্রেনেজ আউটলেট হল আরসিসি দিয়ে তৈরী একটি ড্রেনেজ কাঠামো যা পানি নিষ্কাশন কাজে ব্যবহৃত হয়। এটি মুখ্য ও গৌণ ড্রেনের সর্বশেষ প্রান্তে স্থাপন করা হয় যার মাধ্যমে মুখ্য/গৌণ ড্রেনকে নর্দমার সাথে সংযোগ করা হয়।

ইরিগেশন ইনলেটঃ ইরিগেশন ইনলেট হল ফসলি জমিতে সেচ কাজে ব্যবহৃত একটি মাধ্যম। ইরিগেশন ইনলেটের মাধ্যমে ফসলি জমির মধ্য দিয়ে সরাসরি সেচ কাজ পরিচালনা করা হয়।

জিও টেক্সটাইলঃ জিও টেক্সটাইল এক ধরণের পলিমার (পলিপ্রোপিলিন) ফেব্রিক্স যা বিভিন্ন ধরণের স্থাপনা যেমনঃ রাস্তা, ড্রেন, গৃহায়ন এবং বাঁধ তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। এটি মূলত অত্যাধুনিক বুনন প্রযুক্তি, যার কারণে জিও টেক্সটাইল দিয়ে তৈরী জিও ব্যাগে বালি/মাটি ঢুকিয়ে দিলে তা আর বের হয়ে আসতে পারেনা। আধুনিক সিভিল/কন্সট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে এই জিও টেক্সটাইল।

আরসিসি (RCC): আরসিসি হল Reinforced Cement Concrete. সিমেন্ট, বালি, পানি ও লোহার রড ব্যবহার করে দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্য যেসব কাঠামো গুলো তৈরী করা হয়, তাকে আরসিসি (RCC) বলে।

এক্সিট প্ল্যানঃ প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পরে প্রকল্পটিকে দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করার জন্য প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই যে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের ভূ-ভাগের এক-পঞ্চমাংশ হাওড় অধ্যুষিত। ভৌগলিকভাবে ভিন্নধর্মী, অসমতল এবং প্রাকৃতিকভাবে নিম্নভূমি হওয়ায় এ অঞ্চলের জনপদ দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন। পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় তথ্যানুযায়ী দেশে ছোট-বড় ৪১৪টি হাওড় রয়েছে। হাওড়গুলো সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলায় অবস্থিত। এই অঞ্চলসমূহ পাহাড়ের পাদদেশীয় ভূমি হওয়ায় বর্ষার আগাম বন্যা হাওড় অঞ্চলের একটি অন্যতম প্রধান সংকট। আগাম বন্যায় প্রতি বছর বোরো ফসলসহ অন্যান্য কৃষি ফসল এবং জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে। আগাম বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাসে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক "হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা করা হয় এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত করা হয়। জুলাই, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৫ মেয়াদকাল নির্ধারিত করে প্রকল্পটি ১২/০৪/২০১১ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে মেয়াদকাল জুন ২০১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে ২৫/০১/২০১৬ তারিখে প্রকল্পের প্রথম সংশোধন অনুমোদিত হয়। ২০১৭ সালের আগাম বন্যায় প্রকল্প অঙ্গসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর, ৩০/০৯/২০১৭ তারিখে প্রকল্পের দ্বিতীয় সংশোধন অনুমোদিত হয় এবং মেয়াদকাল জুন ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পের মূল বরাদ্দ ছিল ৬৮৪৯৪.১০ টাকা, প্রথম সংশোধনের পর বরাদ্দ ছিল ৭০৪০৭.৩৬ টাকা এবং দ্বিতীয় সংশোধনের পর বরাদ্দ ছিল ৫৮৭২৯.৬৩ টাকা, যা সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বরাদ্দকৃত।

আইএমইডি প্রতিবছর কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমাপ্ত প্রকল্প নির্বাচন করে, এসকল প্রকল্পের প্রভাব আউটসোর্চিং এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান দ্বারা মূল্যায়ন করে থাকে। চলতি ২০২১-২০২২ অর্থবছরে উক্ত বিভাগের রাজস্ব বাজেটের আওতায় "হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নির্বাচন করে PPR-২০০৮ অনুসরণ করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্প দলিল, প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সুবিধাভোগীদের নিকট হতে বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করে এবং প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৮০৯১.০০ টাকার মধ্যে বাস্তবে ব্যয় করা হয়েছে ৪৪৪৩৮.২৮ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৯২.৭০%। প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন এবং আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের চারটি উদ্দেশ্যের মধ্যে চারটি-ই আংশিকভাবে অর্জিত হয়েছে। প্রকল্প পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আগাম বন্যার কবল থেকে প্রকল্প এলাকার ৮০% বোরো ফসল রক্ষা পেয়েছে, প্রকল্প পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার মূল নদীগুলোর পরিবহন ক্ষমতা অন্তঃত ৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রকল্প এলাকার অভ্যন্তরীণ খালগুলোর পানি ধারণ ক্ষমতা অন্তঃত ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সর্বোপরি দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নাব্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের সবগুলো প্যাকেজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রম দেরীতে সম্পন্ন হয়নি।

প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলার প্রকল্পের আওতাধীন ৬টি জেলার ২৯ টি উপজেলা থেকে পরিসংখ্যানগত ভাবে ১৪ টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়। প্রকল্পের মূল অঙ্গসমূহ হলো- ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ (মাটির পরিমাণ ১২.৭৮ মিলিয়ন ঘনমিটার); কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণ (মাটির পরিমাণ ০.৫৫৯ মিলিয়ন ঘনমিটার); পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ (রেগুলেটর); ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ; কজওয়ে নির্মাণ; ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণ; পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাসন; অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন (৪.৪২৪ মিলিয়ন ঘনমিটার); সুরমা বৌলাই রিভার সিস্টেম ড্রেজিং (মাটির পরিমাণ ১৫.৮৫ মিলিয়ন ঘনমিটার)। প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে ৬৮% (N=৪৮০) কৃষক শুধুমাত্র বোরো ফসল চাষাবাদ করত, কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ৭৮% মানুষ বোরো ধান চাষাবাদ করতে পারছে। আবার, প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে ৩২% (N=৪৮০) কৃষক বোরো ছাড়াও অন্যান্য ফসল চাষাবাদ করত, কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ৬৬% কৃষক বোরো ছাড়াও অন্যান্য চাষাবাদ করতে পারছে। অর্থাৎ কৃষিকাজে মানুষের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। নেত্রকোনা তে প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে (২০১১) ৯৯% (N=৭৩) কৃষক বোরো ব্যতীত অন্য কোন ফসল চাষাবাদ করতে পারত না, সেখানে বর্তমানে ৯৩% কৃষক আগাম বন্যা থেকে সুরক্ষিত থাকায় বোরো ছাড়াও অন্যান্য ফসল চাষাবাদ করতে পারছে। একইভাবে সুনামগঞ্জে প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে ৮৮% (N=৮৫) কৃষক শুধুমাত্র বোরো চাষাবাদ

করতে পারত, আর প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ৮৯% কৃষক দুই বা ততোধিক ফসল চাষাবাদ করছে। খানা জরিপে অংশগ্রহণকারী ৯৮% উত্তরদাতা-ই বলেছেন যে, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে তাদের বোরো ফসল আগাম বন্যা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হত, আর প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে অবশিষ্ট যে ১৫% কৃষকের বোরো ফসলের ক্ষতি হচ্ছে তাদের গড় বাৎসরিক ক্ষতির মূল্য ৯৩,৩১৪ টাকা। অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকের গড় বাৎসরিক ক্ষতির পরিমাণও কমেছে। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে, ৮৩% (৩৯৯ জন) উত্তরদাতা মনে করেন যে, এই প্রকল্পের কারণে তাদের এলাকায় বন্যার পানির জমে থাকার স্থায়িত্ব কম হয়েছে।

প্রকল্পের সবল দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে আগাম বন্যা হতে হাওড়ের বোরো ফসল রক্ষা, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় উন্নতি, কৃষি ও মৎস উৎপাদন বৃদ্ধি, নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি ইত্যাদি এবং দুর্বল দিকগুলোর মধ্যে আছে প্রকল্প অঙ্গসমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব এবং অস্থায়ী কাঠামো। অপরদিকে প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুযোগসমূহের মধ্যে রয়েছে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, কৃষি চাষাবাদ সম্প্রসারণ, ফসল পরিবহনে সুবিধা ইত্যাদি এবং প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ হল নির্মাণ কাজ করার সময় কম পাওয়া এবং হঠাত আগাম বন্যা হলে সদ্য নির্মিত অঙ্গের ক্ষতি; সাথে রয়েছে আগাম বন্যার আঘাতে পলি জমে খালের পানি প্রবাহের দিক পরিবর্তিত হয়ে প্রকল্প অঙ্গের কার্যকারিতা কমে যাওয়া।

সার্বিক পর্যবেক্ষণের আলোকে দেখা যায়, আলোচ্য প্রকল্পের কারণে হাওড় অঞ্চলে আগাম বন্যা মোকাবেলা সহজ হওয়া, ক্ষয়-ক্ষতি কমানো, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায়, এবং ক্ষতি কমিয়ে বোরো ফসল উৎপাদন হতে বিপুল অংকের রাজস্ব আয় সম্ভব হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যায়ের তুলনায় রিটার্ণ অনেক গুণ বেশী হওয়ায় ভবিষ্যতে হাওড় অঞ্চলে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত।

প্রথম অধ্যায়

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ

১.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ, যাকে প্রায়শই জলবায়ুজনিত বিপদ এবং বিপর্যয়ের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলির মধ্যে একটি হিসাবে উল্লেখ করা হয়। জলবায়ুজনিত বিপদ এবং বিপর্যয়ের সরাসরি বিরূপ ফলাফল দেখা যায় কৃষি ও মৎস্য খাতে। উদাহরণস্বরূপ, পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের অভাবের কারণে, প্রাক-মৌসুমি আকস্মিক বন্যা উত্তর-পূর্ব হাওড় অঞ্চলে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করে (Nayeem et al., 2018) । এই অঞ্চলের বাসিন্দারা হাওরের ওপর নির্ভর করে কারণ এটি তাদের জীবিকার উৎস যেখানে তারা মাছ ধরা, ধান চাষ, নৌকা চালানো, শিকার করা, বালি ও পাথরের খনিতে মজুরি শ্রমসহ বিভিন্ন কাজ করে। বর্ষাকালে, মেঘালয় এবং বরাক অববাহিকা থেকে মৌসুমি নদীর প্রবাহের সাথে হাওরে ৩,০০০ থেকে ৪,০০০ মিমি বৃষ্টিপাত হয়। বছরের প্রায় ছয় মাস চার থেকে আট মিটার পানিতে হাওড় পুরোপুরি প্লাবিত হয়। উপরন্তু, নিষ্কাশন কাঠামোর গুরুতর অভাব প্রতিকূল পরিস্থিতিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

উপরোক্ত সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী “হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)” প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটি বাংলাদেশের ৬টি জেলায় (২৯টি উপজেলা) জুলাই ২০১১ সাল থেকে জুন ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান ৩৭টি হাওড় প্রকল্প পুনর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়া ২০১০ সালের বন্যার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১৫টি নতুন হাওড়ও প্রয়োজনীয় প্রশমনের কাজ সম্পাদনের জন্য নেওয়া হয়েছে। বর্তমান প্রকল্পটি জাতীয় জল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা" উপাদানের অধীনে "চর ল্যান্ড এবং হাওড় অববাহিকা প্রোগ্রামে DM ০০৩ বন্যা নিরোধক" এর সাথে প্রাসঙ্গিক।

“হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) পরিচালিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। প্রকল্পটি হাওড় এলাকার বিশাল জনগোষ্ঠীর সামষ্টিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ত্বরান্বিতকরণে ও পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

১.২ প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ

ক.	**প্রকল্পের নাম**	:	হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)
খ.	**উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ**	:	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গ.	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

সারণী ১: প্রকল্পের বাস্তবায়নের এলাকাসমূহ

বিভাগ	জেলা্র নাম	উপজেলার সংখ্যা	উপজেলার নাম
১	২	৩	৪
সিলেট	সিলেট	৬	সিলেট সদর, কোম্পানীগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, কানাইঘাট, এবং জকিগঞ্জ

বিভাগ	জেলা্র নাম	উপজেলার সংখ্যা	উপজেলার নাম
১	২	৩	৪
	সুনামগঞ্জ	১১	সুনামগঞ্জ সদর, বিশ্বম্বরপুর, দোয়ারাবাজার, জামালগঞ্জ, তাহিরপুর, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, ধর্মপাশা, দিরাই, সালসা, জগন্নাথপুর, ছাতক
	মৌলভীবাজার	২	মৌলভীবাজার সদর, শ্রীমঙ্গল
	হবিগঞ্জ	৩	হবিগঞ্জ সদর, বানিয়াচং নবীগঞ্জ
ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	২	অষ্টগ্রাম, বাজিতপুর
ময়মনসিংহ	নেত্রকোনা	৫	মোহনগঞ্জ, খালিয়াজুরী, মদন, কলমাকান্দা এবং ইটনা
মোট	**৬**	**২৯**	

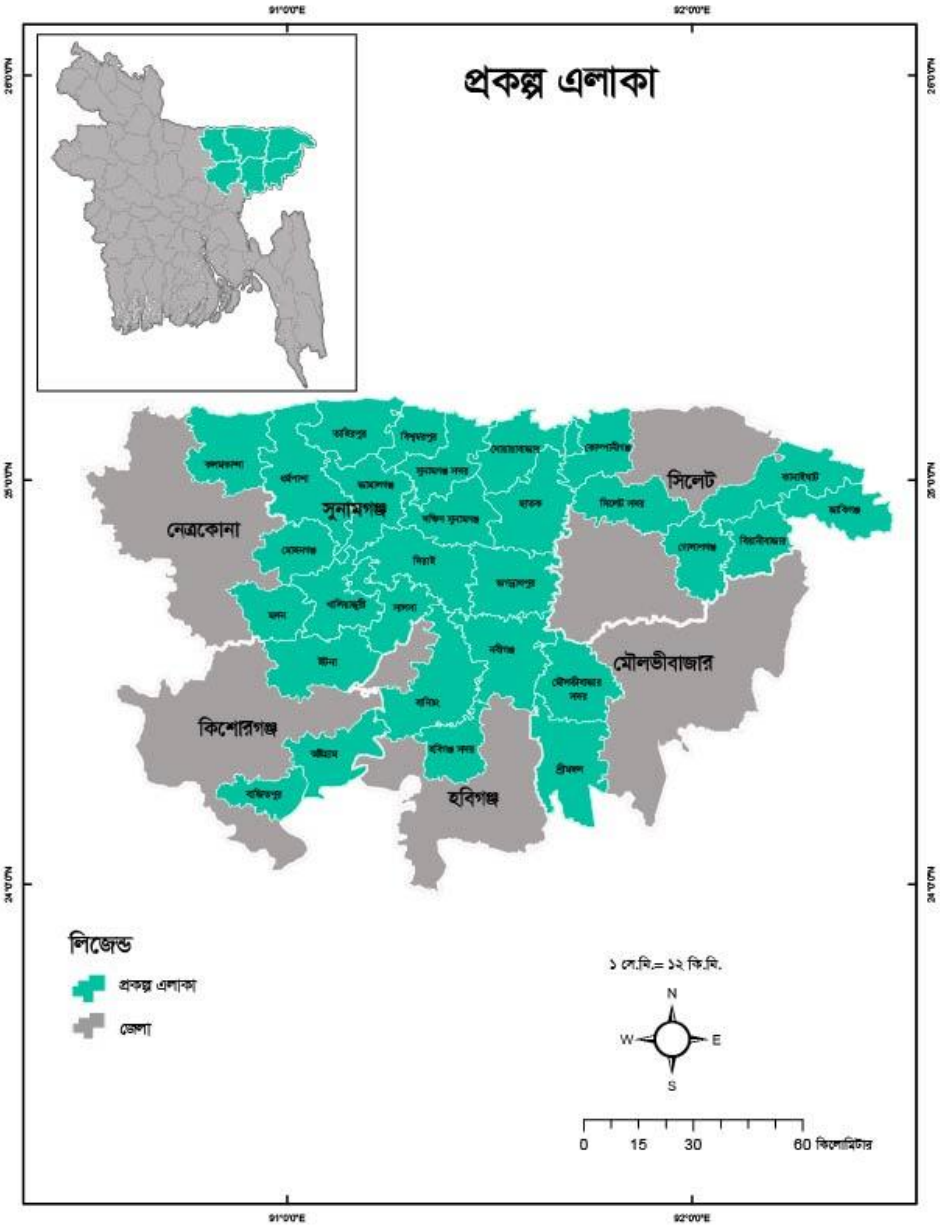

চিত্র ১: প্রকল্প এলাকা

১.৩ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গুলো হল:

১. আগাম বন্যার কবল থেকে হাওড় এলাকার বোরো ফসল কে রক্ষা করা
২. হাওড় এলাকার মূল নদীগুলোর পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা
৩. অভ্যন্তরীণ খালগুলোর পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা
৪. দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নদীর নাব্যতা উন্নত করা

১.৪ প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি

ক. প্রকল্প অনুমোদন

১২-০৪-২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদন করা হয় এবং সরকারি আদেশটি প্রচার করা হয়। ২৯-১০-২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২য় সংশোধনী অনুমোদন করা হয় এবং সরকারি আদেশটি প্রচার করা হয়। সর্বশেষ সংশোধনটি (আন্তঃ-আইটেম খরচ সামঞ্জস্য) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল এবং প্রশাসনিক আদেশটি প্রচারিত হয়েছিল ২৬ জুন, ২০১৮।

খ. প্রকল্প সংশোধনের যৌক্তিকতা

১ম সংশোধন: মূল অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী, প্রকল্পের সমাপ্তির সময়কাল ছিল জুলাই, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৫। অনুমোদিত ডিপিপির বিধানের তুলনায়, এডিপি-র বছরভিত্তিক অপর্যাপ্ত বাজেটের কারণে মূল প্রকল্পের সময়কালে ডিপিপির প্রধান ভৌত অঙ্গগুলো বাস্তবায়িত হয়নি। হাওড় এলাকায় বার্ষিক সীমিত নির্মাণ সময়কাল বিবেচনা করে (ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল), রেগুলেটর, কজওয়ে, ড্রেনেজ আউট-লেট, সেচ খাঁড়ি ইত্যাদির মত বিপুল সংখ্যক হাইড্রলিক কাঠামো কার্যকর করতে আরও সময়ের প্রয়োজন ছিল। এমতাবস্থায়, পানি সম্পদ মন্ত্রনালয় ব্যয় বৃদ্ধি ছাড়াই প্রকল্প সমাপ্তির মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত করেছিল। ২৫-০১-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পিএসসি সভার সুপারিশ এবং ১৪-০৩-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি-র প্রথম সংশোধনী অনুমোদিত হয়। সংশোধিত বাজেট ছিল ৭০৪০৭.৩৬ লাখ টাকা এবং নবায়নকৃত বাস্তবায়নের মেয়াদ ছিল জুন, ২০১৬ পর্যন্ত।

২য় সংশোধন: ১ম সংশোধন অনুসারে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এডিপি বিধান ছিল ৬১৯৭৮.৩১ লক্ষ টাকা, কিন্তু বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল ৪১৭১.১৫ লক্ষ টাকা। এছাড়া, হাওড় এলাকায় বার্ষিক সীমিত নির্মাণ সময়কাল বিবেচনা করে (ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল), রেগুলেটর, কজওয়ে, ড্রেনেজ আউট-লেট, সেচ খাঁড়ি ইত্যাদির মত বিপুল সংখ্যক হাইড্রলিক কাঠামো কার্যকর করতে আরও সময়ের প্রয়োজন ছিল। এই পরিস্থিতিতে, ৩০-০৯-২০১৭ তারিখে পরিবর্তিত ২য় সংশোধিত ডিপিপির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার নির্দেশনা এবং সুপারিশ অনুসারে, ডিপিপির ২য় সংশোধনী প্রস্তুত করা হয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সংশোধিত বাজেট ছিল ৫৮৭২৯.৬৩ লাখ টাকা এবং নবায়নকৃত বাস্তবায়নের মেয়াদ ছিল জুন, ২০১৯ পর্যন্ত।

গ. প্রকল্প ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি

সম্পূর্ণ সরকারী অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির মূল প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৬৮৪৯৪.১০ লক্ষ টাকা, যা প্রথম সংশোধনের পর ৭০৪০৭.৩৬ লক্ষ টাকায় অনুমোদিত হয়। এরপর ২০১৭ সালের আগাম বন্যায় সুনামগঞ্জে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার পর সেখানকার কিছু প্রকল্প অঙ্গের বাস্তবায়ন কমিয়ে ২৫/১০/২০১৭ তারিখে ২য় সংশোধন অনুমোদন দেওয়া হয়। এই ২য় সংশোধনে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় দাঁড়ায় ৫৮৭২৯.৬৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের সময়কালে সংশোধন ও অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্যাবলী নিম্নের ছকে দেওয়া হল।

সারণী ২: প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি (লক্ষ টাকায়)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়				বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ	পরিবর্তন	
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	অন্যান্য			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
মূল	৬৮৪৯৪.১০	৬৮৪৯৪.১০	০.০০	০.০০	১ জুলাই, ২০১১ থেকে ৩০ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত	১২/০৪/২০১১	-	-
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	৬৮৪৯৪.১০	৬৮৪৯৪.১০	০.০০	০.০০	১ জুলাই, ২০১১ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত	২২/০৯/২০১৫	-	১ বছর বৃদ্ধি
সংশোধিত (১ম)	৭০৪০৭.৩৬	৭০৪০৭.৩৬	০.০০	০.০০	১ জুলাই, ২০১১ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত	০৯/০৫/২০১৬	১৯১৩.২৬ (২.৭২+%)	-
২য় বার ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	৭০৪০৭.৩৬	৭০৪০৭.৩৬	০.০০	০.০০	১ জুলাই, ২০১১ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত	২৮/০৯/২০১৬	-	১ বছর বৃদ্ধি
সংশোধিত (২য়)	৫৮৭২৯.৬৩	৫৮৭২৯.৬৩	০.০০	০.০০	১ জুলাই, ২০১১ থেকে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত	২৫/১০/২০১৭	-১১৬৭৭.৩৭ (-১৬.৫৮%)	২ বছর বৃদ্ধি
চূড়ান্ত সংশোধন (আন্তঃঅঙ্গ খরচ সমন্বয়)	৫৮৭২৯.৬৩	৫৮৭২৯.৬৩	০.০০	০.০০	১ জুলাই, ২০১১ থেকে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত	২৬/০৬/২০১৮	-	-

*তথ্যসূত্রঃ টিওআর

১.৫ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

হাওড় এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধে প্রকল্পের আওতায় পণ্য, কাজ ও সেবা ক্রয়ের বিষয়াবলী রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় রয়েছে বন্যা প্রতিরোধক বিভিন্ন অঙ্গের নির্মাণকাজ, যা নির্মিত হয়েছে এলাকাভেদে। বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রকমের নির্মাণ কাজ করা হয়েছে। সারণী-৩ এ প্রকল্পের আওতায় মূল কার্যক্রম সমূহ দেখানো হয়েছে।

সারণী ৩: প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহ

ক্রমিক	প্রকল্পের আওতায় মূল কার্যক্রম	পরিমাণ/সংখ্যা
১	২	৩
১	ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ (মাটির পরিমাণ ১২.৭৮ মিলিয়ন ঘনমিটার)	১৬৭৩.৯৭১ কি মি
২	কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণ (মাটির পরিমাণ ০.৫৫৯ মিলিয়ন ঘনমিটার)	২৬.৮৫৩ কি মি
৩	পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ (রেগুলেটর)	১১ টি
৪	ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ	১৪ টি
৫	কজওয়ে নির্মাণ	১৩ টি
৬	ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণ	২২ টি
৭	পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাসন	১১১ টি
৮	অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন (৪.৪২৪ মিলিয়ন ঘনমিটার)	১৪৬.১ কি মি

ক্রমিক	প্রকল্পের আওতায় মূল কার্যক্রম	পরিমাণ/সংখ্যা
১	২	৩
৯	সুরমা বৌলাই রিভার সিস্টেম ড্রেজিং (মাটির পরিমাণ ১৫.৮৫ মিলিয়ন ঘনমিটার)	১১৬.১২৫ কি মি
১০	এক্সিবিয়ান এস্কাভেটর- ৩ টি ও লং বুম এস্কাভেটর- ৫ টি	-
১১	জমি অধিগ্রহণ	৪৮ হেক্টর

*তথ্যসূত্রঃ টিওআর

১.৬ অঙ্গ ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

প্রকল্প এলাকার (৬টি জেলা) ভৌগলিক অবস্থান এবং আগাম বন্যা দ্বারা ক্ষতির পরিমাণ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরণের প্রকল্প অঙ্গ বাস্তবায়িত হয়েছে। এলাকাভিত্তিক যেসব প্রকল্প অঙ্গের কার্যক্রম করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ও খরচ সারণী-৪ এ দেওয়া হয়েছে।

সারণী ৪: প্রকল্পের এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/থানা/সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	প্রকল্পের অঙ্গসমূহ	সংখ্যা/পরিমাণ	আনুমানিক খরচ (সংশোধিত) (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬
সিলেট	সিলেট	সিলেট সদর, কোম্পানীগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, কানাইঘাট, এবং জকিগঞ্জ	ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ	১০২.৭৫৫ কি মি	১৬০৫.১৯
			কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণ	২১.৩৫৩ কি মি	৪৫৪.৭২
			রেগুলেটর নির্মাণ	৬ টি	২২৮৯.৯৪
			ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ	১৪ টি	৬৩৩.৫৩
			কজওয়ে নির্মাণ	১০ টি	২০০৭.৫৪
			ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণ	২২ টি	২২৯.৪৬
			বিদ্যমান রেগুলেটর গুলো পুনরায় চালুকরণ	১২ টি	১৬৭.৭৯
			অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন	৭৫.৩৮ কি মি	৯৭৩.৩২
			নির্মাণ সময়ে মেরামতকরণ	১	৬৫.০০
				মোট	**৮৪২৬.৪৯**
	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর, বিশ্বম্বরপুর, দোয়ারাবাজার, জামালগঞ্জ, তাহিরপুর, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, ধর্মপাশা, দিরাই, সালসা, জগন্নাথপুর, ছাতক	ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ	১২৮৪.২৩৯ কি মি	১১৬২০.২১
			বিদ্যমান রেগুলেটর গুলো পুনরায় চালুকরণ	৪১ টি	৩৪৯.২৭
			ড্রেজিং	৯৮.১২৫ কি মি	২২৯৭৩.৯৪
				মোট	**৩৪৯৪৩.৪২**

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/থানা/সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	প্রকল্পের অঙ্গসমূহ	সংখ্যা/পরিমাণ	আনুমানিক খরচ (সংশোধিত) (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬
	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর, শ্রীমঙ্গল	ডুবন্ত বাধ পুনরাকৃতিকরণ	২৩.২৮৫ কি মি	৪৭৬.৩৬
			ড্রেনেজ রেগুলেটর	৪ টি	৩৮৫.৯৯
			বিদ্যমান রেগুলেটর গুলো পুনরায় চালুকরণ	১১ টি	১৪৭.৯৬
			অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন	২৩.২৭ কি মি	৭৯৫.৫৫
			ড্রেজিং	১৮.০০ কি মি	৪২২৮.৮৫
			নির্মাণ সময়ে মেরামতকরণ	১	৯.০৩
				মোট	**৬০৪৩.৭৪**
	হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর, বানিয়াচং, নবীগঞ্জ	ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ	৩০.০৩৩ কি মি	৩৮৯.৯৪
			ড্রেনেজ রেগুলেটর নির্মাণ	১ টি	৪৫০.০০
			কজওয়ে নির্মাণ	২ টি	৩৮৬.০০
			বিদ্যমান রেগুলেটর গুলো পুনরায় চালুকরণ	৪ টি	৩৭.০৫
			অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন	১৪.৭৫ কি মি	২৪১.৫৩
			নির্মাণ সময়ে মেরামতকরণ	১	২৫.৯৭
				মোট	**১৫৩০.৪৯**
ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম, বাজিতপুর	ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ	৩১.১৭৫ কি মি	৩৩২.৩১
			বিদ্যমান রেগুলেটর গুলো পুনরায় চালুকরণ	৭ টি	৭২.২৯
			অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন	১৭.৬৭ কি মি	১৪৪.২০
				মোট	**৫৪৮.৮০**
ময়মনসিংহ	নেত্রকোনা	মোহনগঞ্জ, খালিয়াজুরী, মদন, কলমকান্দা এবং ইটনা	ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ	২০২.৪৮৪ কি মি	২০৫৪.০২
			কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণ	৫.৫০ কি মি	২২০.০০
			কজওয়ে নির্মাণ	১ টি	২২৫.০০
			বিদ্যমান রেগুলেটর গুলো পুনরায় চালুকরণ	৩৬ টি	৩২০.৬৭
			অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন	১৫.০২৬ কি মি	২৪৯.৫৫
				মোট	**৩০৬৯.২৪**
				সর্বমোট	**৫৪৫৬২.১৮**

*তথ্যসূত্রঃ প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি

১.৭ ক্রয় কার্যক্রম

পিসিআর প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে পণ্য, কাজ এবং সেবা ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম রয়েছে, যেখানে প্রদত্ত পিপিআর অনুসারে পণ্য ক্রয় কার্যক্রম ৩ টি প্যাকেজে করা হয়েছে, G-১/২০১১-১২, G-২/২০১১-১২, এবং G-৫/২০১৫/১৬ এবং কনসালটেন্সি সেবা ক্রয় করা হয়েছে আরো ৩ টি প্যাকেজ হাওড়-S-১, হাওড়-S-২, হাওড়-S-৩ এর মাধ্যমে। অনুচ্ছেদ ৩.২-এ ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১.৮ লগফ্রেমঃ আউটপুট, আউটকাম

সারণী ৫: প্রকল্পের লগফ্রেম

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক	যাচাইয়ের মাধ্যম	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান সমূহ
১	২	৩	৪
লক্ষ্য (Goal) • আগাম বন্যার কবল থেকে হাওড় এলাকার বোরো ফসল কে রক্ষা করা • হাওড় এলাকার মূল নদীগুলোর পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা • অভ্যন্তরীণ খালগুলোর পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা • দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নাব্যতা উন্নত করা	• বর্ধিত হাওড় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হাওর এলাকায় আকস্মিক বন্যার পরিমাণ কমিয়ে আনা • নিরাপদ প্রাকৃতিক এবং মানব সম্পদ • ত্বরান্বিত ব্যবসায়িক কার্যক্রম	• জাতীয় পরিকল্পনার মূল্যায়ন প্রতিবেদন • জাতীয় পরিবেশগত প্রতিবেদন • আঞ্চলিক/জাতীয় ব্যবসায়িক প্রতিবেদন	
উদ্দেশ্য (Outcome) • বোরো ফসল রক্ষা • খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা • টেকসই আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং সর্বোচ্চ খাতের উন্নতি • নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি	• সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং মানুষের ঝুঁকি হ্রাস করা • এফআইআরআর ২০.২৯% • ইআইআরআর ২৫.৮১%	• বাপাউবো এর সংশ্লিষ্ট O&M বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এর রিপোর্ট • কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন এবং মান নিয়ন্ত্রণ	• হাওড় ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারী নীতি • জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
আউটপুট (Output) • কজওয়ে • ড্রেনেজ আউটলেট • ইরিগেশন ইনলেট • বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ • কম্পার্টমেন্টাল ডাইক • রেগুলেটর • অবকাঠামোগুলোর পুনর্বাসন • অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন	জুন ২০১৯ এর মধ্যে ১০০% বাস্তব অগ্রগতি • ১৩ টি • ১৪ টি • ২২ টি • ১৬৭৩.৯৭১ কি. মি. • ২৬.৮৫৩ কি. মি. • ১১ টি	• বাপাউবো -এর মনিটরিং রিপোর্ট এবং O&M বিভাগের অগ্রগতি রিপোর্ট • বাপাউবো এর সংশ্লিষ্ট O&M বিভাগের ফিল্ড রিপোর্ট	• প্রয়োজনীয় ADP বাজেট বরাদ্দকরণ এবং মাঠ পর্যায়ে সময়মত তহবিল সরবরাহকরণ • অনুমোদিত ডিজাইনের উপলব্ধতা • অবকাঠামোগুলোর স্থায়িত্ব

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক	যাচাইয়ের মাধ্যম	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান সমূহ
১	২	৩	৪
• রিভার ড্রেজিং	• ১১১ টি • ১৪৬.১০ কি. মি. • ১১৬.১২৫ কি. মি.		• কোন অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না
ইনপুট (Input) • বাঁধের জন্য মাটির কাজ • ড্রেজিংয়ের জন্য মাটির কাজ • রেগুলেটর/কজওয়ে/আউটলেট/ইনলেটের নির্মাণ সামগ্রী • দক্ষ জনবল ও শ্রমিক • প্রাক-নির্মাণ কার্যক্রম	মোট খরচ: টাকা ৫৮৭২৯.৬৩ লাখ • ১২.৭৯ মিলিয়ন ঘনমিটার • ১৫.৮৫ মিলিয়ন ঘনমিটার • ৬০ সংখ্যা	• প্রকল্পের ডিপিপি • মাঠ পর্যায়ে যাচাইকরণ • উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীর মাঠ পর্যায়ের রিপোর্ট • কাজের পরিমাপ বই	• প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন • দক্ষ জনবলের প্রাপ্যতা • প্রচলিত নিয়ম এবং নির্দেশিকা সমূহ • কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও প্রারম্ভিক বন্যা থাকবেনা

*তথ্যসূত্রঃ প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি

১.৯ টেকসইকরণ পরিকল্পনা/এক্সিট প্ল্যান

প্রকল্পের অঙ্গসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রকল্প চলাকালীন পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ (পওর) খাতে ১০০.০০ লক্ষ টাকার বাজেট বরাদ্দ ছিল। এছাড়া, মূল ডিপিপি'র তথ্য অনুযায়ী (অনুচ্ছেদ ১৩) জানা যায় যে, প্রকল্প শেষ হওয়ার পর প্রকল্পের পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ বাপাউবো'র অনুন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেট হতে প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে সমন্বয় করা হবে। সাধারণত, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাপাউবো প্রতি বছর আনুমানিক ২০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে থাকে। বাপাউবো এভাবেই প্রকল্পের টেকসইকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এটি ব্যতীত আলোচ্য প্রকল্পের কোন এক্সিট প্ল্যান নেই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি (Methodology)

২.১ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR)

প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও পরামর্শক সংস্থার কার্যপরিধি নিচে উল্লেখ করা হল:

১. প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয়, প্রকল্পের নাম, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল, অনুমোদিত ব্যয়, বছরভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলন, প্রকল্প এলাকা নির্বাচনে যৌক্তিকতাসহ সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা;

২. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও লগফ্রেমের আলোকে Output, Outcome ও Impact পর্যায়ে অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৪. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইনস্ ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা (এক্ষেত্রে পত্র প্রক্রিয়করণ ও মুল্যায়ন পর্যালোচনা; ডিপিপিতে বর্ণিত ক্রয় কার্যক্রমের প্যাকেজসমূহ ভাঙ্গা হয়েছে কিনা, ভাঙ্গা হলে তার কারণ যাচাই এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন);

৫. প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি (পণ্য, অবকাঠামো ও সেবা) পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষাঙ্গিক বিষয়দি বিশ্লেষণ;

৬. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেশিফিকেশন BoQ/ToR, গুণগতমান পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

৭. প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎবাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ;

৮. প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুফল সৃষ্টি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে মাঠ পর্যায় হতে প্রাইমারী ডাটা সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রদান করতে হবে। এছাড়া মাঠ পর্যায় হতে সরেজমিন পরিদর্শন, Individual Interview, KII (Key Informant Information) & FGD (Focus Group Discussion) এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা;

৯. প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা; এছাড়া ডিপিপি-তে বছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও অর্থ চাহিদার প্রাক্কলন যৌক্তিকতা এবং প্রকল্পের শুরু হতে কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা। পরিকল্পনার সাথে ব্যত্যয় ঘটলে তা চিহ্নিত করে প্রতিকারে পরামর্শ এবং ভবিষ্যতের জন্য সুপারিশ প্রদান;

১০. প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় তথ্যে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বেইজলাইন সার্ভের (যদি থাকে) আলোকে তুলনামুলক পর্যালোচনা করা;

১১. প্রকল্পের BCR ও IRR অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২. প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

১৩. প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই ও পরিচালনা ইত্যাদির SWOT Analysis

১৪. প্রকল্প গ্রহণের প্রাসঙ্গিকতা/যৌক্তিকতা (Relevance), প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতা (Efficiency), প্রকল্পের কার্যকারিতা (Effectiveness) এবং টেকসই (Sustainability) সম্পর্কে পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও মতামত প্রদান;

১৫. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ;

২.২ প্রভাব মূল্যায়ন কার্যপদ্ধতি

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ধারা অনুসরণ করা হয়েছে। পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য অনুসারে প্রথমেই অংশীদার ও প্রয়োজনীয় সেকেন্ডারি পর্যায়ের দলিলাদি চিহ্নিত করা হয়। প্রকল্পের প্রতিটি উদ্দেশ্য পর্যবেক্ষণের জন্য যথাযথ নির্দেশক চিহ্নিত করা হয়। নির্দেশক নির্ধারণ করার পর খানা জরিপের জন্য প্রশ্নমালা, দলীয় আলোচনার চেকলিস্ট, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, কর্মশালা, সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য চেকলিস্ট যথাযথভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে, উত্তরদাতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ও এরপর তথ্য নিখুঁতকরণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের সুবিধাভোগী এবং মূল স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার পর তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মাঠ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফল বের করা হয়েছে এবং ১ম খসড়া প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

২.২.১ প্রভাব মূল্যায়ন কাঠামো

এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্প কর্মীদের ও সকল সম্ভাব্য অংশীজনের সহযোগিতায় প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নের সমীক্ষা পরিচালনা করা। সমীক্ষার ফলাফল প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতাসহ প্রকল্পটির প্রভাব, কার্যকারিতা ও প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের জীবিকা ও কি পরিমাণ পরিবর্তন সাধিত হবে তা প্রদর্শন করা হয়েছে। বেজলাইন তথ্য না থাকায় তুলনামূলক বিশ্লেষনের জন্য প্রকল্পের অন্যান্য দলিলাদি থেকে পূর্বের ও বর্তমানের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া এই সমীক্ষার উত্তরদাতাদের কাছে "পূর্বের অবস্থা" ও "বর্তমান অবস্থা" শীর্ষক প্রশ্ন করা হয়েছে।

সমীক্ষার জন্য OECD কাঠামো ব্যবহার করা হয়েছে। কাঠামোর পাঁচটি মানদণ্ড রয়েছে - প্রাসঙ্গিকতা, কার্যকারিতা, দক্ষতা, প্রভাব ও স্থায়ীত্ব। OECD কাঠামোর প্রতিটি মানদন্ডের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে ও প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। OECD কাঠামোর সাধারণ সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়াহল-

প্রাসঙ্গিকতা	কার্যকারিতা	দক্ষতা	প্রভাব	স্থায়ীত্ব
• স্থানীয় ও জাতীয় প্রয়োজনীয়/অগ্রাধিকার বিবেচনা করে প্রকল্পটির গুরুত্ব বা যুক্তি মূল্যায়ন	• লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে অগ্রগতি তুলনা	• প্রকল্পের পণ্য ও পরিষেবাদি ক্রয় সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যকারিতা	• প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আনা প্রধান পরিবর্তন চিহ্নিতকরণ, যা প্রকল্পের সামগ্রিক লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ	• ইতিবাচক পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে অভীষ্ট গোষ্ঠীর সক্ষমতা সনাক্তকরণ

চিত্র ২: প্রভাব মূল্যায়ণের OECD-DAC কাঠামোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

২.২.২ প্রভাব মূল্যায়ন গবেষণার উপকরণ (Tools)

প্রকল্প ও সমীক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত তথ্য সংগ্রহের উপকরণগুলো এই সমীক্ষায় ব্যবহার করা হয়েছে। এসব উপকরণ প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হয়েছে।

- খানা জরিপ প্রশ্নমালা
- সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট
- দলীয় আলোচনার চেকলিস্ট
- গুরুত্বপুর্ণ তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার চেকলিস্ট
- কেস স্টাডি
- স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আলোচ্যসূচি

২.২.৩ প্রভাব মূল্যায়ন গবেষণার ডিজাইন ম্যাট্রিক্স

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত এই সমীক্ষার সবগুলো উদ্দেশ্য পূরণে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিম্নের ডিজাইন ম্যাট্রিক্স টি ব্যবহার করেছে। ডিজাইন ম্যাট্রিক্স-এ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রতিটি উদ্দেশ্যকে OECD-DAC কাঠামোর ইস্যু অনুযায়ী পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি উদ্দেশ্যের বিপরীতে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কার্যপরিধিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরপর কার্যপরিধিগুলোকে কিছু মূল প্রশ্ন/সূচকের মাধ্যমে আরো সরলীকরণ করা হয়েছে এবং কার্যপরিধির তথ্য সংগ্রহের জন্য যা যা প্রয়োজন যেমন, টুলস, অংশীদারগণ এবং তথ্য উৎসকে ভাগ করা হয়েছে।

সারণী ৬: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ডিজাইন ম্যাট্রিক্স

কার্যপরিধি (ToR)	OECD কাঠামোর ইস্যু	সুযোগ/ক্রিয়াকলাপ (Scope of study)	মূল প্রশ্ন/সূচক (Key questions/Indicators)	টুলস (Tools)	অংশীদার (Stakeholders)	উৎস (Data source)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১. প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, , অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয়, প্রকল্পের নাম, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, বাস্তবায়নকাল, অনুমোদিত ব্যয়, বছরভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলন, প্রকল্প এলাকা নির্বাচনে যৌক্তিকতাসহ সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা; ২. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির (বাস্তব ও আর্থিক) তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা; ৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও লগফ্রেমের আলোকে Output, Outcome ও Impact পর্যায়ে অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ; ৪. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা (পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইনস্ ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে কি না তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা (এক্ষেত্রে পত্র প্রক্রিয়করণ ও মুল্যায়ন পর্যালোচনা; ডিপিপিতে বর্ণিত ক্রয় কার্যক্রমের প্যাকেজসমূহ ভাঙ্গা হয়েছে	প্রাসঙ্গিকতা	▪ প্রকল্পের পটভূমি, বর্তমান অবস্থা, কাজের পরিকল্পনা, সাইট নির্বাচনের উপযুক্ততা, কার্যক্রম ইত্যাদি। ▪ বাজেট বরাদ্দ, বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় ইত্যাদি। ▪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য	▪ প্রকল্পের কার্যক্রম কি অনুমোদিত এবং ডিপিপি/আরডিপিপির সাথে প্রাসঙ্গিক?	▪ নথি পর্যালোচনা ▪ গুরুত্বপুর্ণ তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার (কেআইআই)	▪ প্রকল্প কর্মকর্তাগণ ▪ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ▪ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ▪ উপজেলা প্রকৌশলী ▪ ভূমি সহকারী কমিশনার (এসি ল্যান্ড) ▪ BWDB এর কর্মকর্তা ▪ MWR এর কর্মকর্তা ▪ উপ-পরিচালক, আইএমইডি ▪ পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি	▪ ডিপিপি (DPP) ▪ আরডিপিপি (RDPP) ▪ প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন
	কার্যকারিতা	▪ ToR/work plan/BOQ অনুযায়ী বাস্তবায়ন	▪ কম্পোনেন্ট অনুযায়ী প্রকল্পের অগ্রগতি ▪ ক্রয়কৃত পণ্য/পরিষেবা, সংগ্রহের সময়, সংগ্রহের প্রক্রিয়া	▪ মাধ্যমিক পর্যালোচনা ▪ শারীরিক পর্যবেক্ষণ	▪ প্রকল্প কর্মকর্তারা ▪ ইউএনও	▪ বিদ্যমান প্রকল্প নথি ▪ ডিপিপি (DPP)

কার্যপরিধি (ToR)	OECD কাঠামোর ইস্যু	সুযোগ/ক্রিয়াকলাপ (Scope of study)	মূল প্রশ্ন/সূচক (Key questions/Indicators)	টুলস (Tools)	অংশীদার (Stakeholders)	উৎস (Data source)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কিনা, ভাঙ্গা হলে তার কারণ যাচাই এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন); ৫. প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি (পণ্য, অবকাঠামো ও সেবা) পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষাঙ্গিক বিষয়দি বিশ্লেষণ; ৬. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেশিফিকেশন BoQ/ToR, গুণগতমান পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ ৭. প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎবাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ; ৮. প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুফল সৃষ্টি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে মাঠ পর্যায় হতে প্রাইমারী ডাটা সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ প্রদান করতে হবে। এছাড়া		▪ প্রকল্পের উপাদান অনুসারে অগ্রগতি ▪ প্রকিউরমেন্ট ডকুমেন্টস (পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮) এবং ক্রয় বিধি, জনশক্তি, কাজ এবং পরিষেবা ইত্যাদির সঙ্গে সংসক্তি	▪ প্রকল্প পরিকল্পনা এবং মান রক্ষায় বিলম্ব এবং অকার্যকরতা ▪ বন্যা হতে রক্ষার জন্য নির্মিত অবকাঠামোর সম্ভাব্যতা ▪ কমিউনিটি অ্যাপ্রোচ এবং এই কাঠামোর অ্যাক্সেস ▪ এই কাঠামোর ব্যবহারের ধরণ এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতা ▪ স্পেসিফিকেশন সঙ্গে সম্মতি ▪ প্রকল্পের কার্যক্রমের কভারেজ এবং অগ্রগতি	▪ মাধ্যমিক নথি পর্যালোচনা ▪ গুরুত্বপুর্ণ তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার (KII) ▪ দলীয় আলোচনা (FGD) ▪ খানা জরিপ ▪ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ▪ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা	▪ উপজেলা চেয়ারম্যান ▪ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ▪ উপজেলা প্রকৌশলী ▪ ভূমি সহকারী কমিশনার (এসি ল্যান্ড) ▪ BWDB এর কর্মকর্তারা ▪ MWR এর কর্মকর্তারা[১] ▪ উপ-পরিচালক, আইএমইডি ▪ পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি ▪ স্থানীয় নির্মাণ সমিতি ▪ পরিবারের সদস্যগন ▪ সম্প্রদায় সদস্য (FGD)	▪ আরডিপিপি (RDPP) ▪ প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন ▪ প্রাথমিক তথ্য
	দক্ষতা	▪ প্রকল্পের অধীনে পণ্য, অবকাঠামো এবং পরিষেবাগুলির ব্যবস্থাপনা এবং যথাযথ সংরক্ষণের জন্য জনবল সহ প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা ▪ পণ্য, কাজ এবং পরিষেবার পরিমাণ এবং গুণমান স্পেসিফিকেশন/ বিওকিউ (BoQ) / টিওআর (ToR) অনুযায়ী এবং উপযুক্ত	▪ প্রকল্পের কার্যক্রম কি প্রস্তাবিত সময়সীমা অনুসরণ করে? ▪ প্রকল্পটি কি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যাবহার অনুসরণ করছে?			

[১]পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

কার্যপরিধি (ToR)	OECD কাঠামোর ইস্যু	সুযোগ/ক্রিয়াকলাপ (Scope of study)	মূল প্রশ্ন/সূচক (Key questions/Indicators)	টুলস (Tools)	অংশীদার (Stakeholders)	উৎস (Data source)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মাঠ পর্যায় হতে সরেজমিন পরিদর্শন, Individual Interview, KII (Key Informant Information) & FGD (Focus Group Discussion) এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা; ৯. প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা; এছাড়া ডিপিপি-তে বছর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ও অর্থ চাহিদার প্রাক্কলন যৌক্তিকতা এবং প্রকল্পের শুরু হতে কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা। পরিকল্পনার সাথে ব্যত্যয় ঘটলে তা চিহ্নিত করে প্রতিকারে পরামর্শ এবং ভবিষ্যতের জন্য সুপারিশ প্রদান; ১০. প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় তথ্যে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বেইজলাইন সার্ভের (যদি থাকে) আলোকে তুলনামুলক পর্যালোচনা করা; ১১. প্রকল্পের BCR ও IRR অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;		মূল্যায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা তা বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করা				
	প্রভাব	▪ প্রারম্ভ হতে বর্তমান পর্যন্ত প্রকল্পের মাইলফলক সাপেক্ষে প্রকল্পের উদ্দেশ্যের অর্জন বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করুন। ▪ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কী পরিবর্তন হয়েছে তার উপর বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় তথ্য (যদি পাওয়া যায়) এবং বেসলাইন জরিপ (যদি থাকে) এর আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং পর্যবেক্ষণ	▪ কীভাবে অবকাঠামোগুলি সম্প্রদায়ের মানুষের অ্যাক্সেসযোগ্যতার উপর প্রভাব ফেলেছে? ▪ কীভাবে অবকাঠামো সম্প্রদায়ের মানুষের জীবিকাকে প্রভাবিত করছ ▪ প্রকল্পের কার্যক্রমের থেকে সম্প্রদায়ের লোকেরা কতটা উপকৃত হচ্ছে?			
	স্থায়িত্ব	▪ প্রকল্পের ফলাফলের স্থায়িত্ব পর্যালোচনা এবং পর্যবেক্ষণ করা ▪ প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের	▪ প্রকল্পটি শেষ হলে কি এর ফলাফলগুলো টেকসই হবে?			

কার্যপরিধি (ToR)	OECD কাঠামোর ইস্যু	সুযোগ/ক্রিয়াকলাপ (Scope of study)	মূল প্রশ্ন/সূচক (Key questions/Indicators)	টুলস (Tools)	অংশীদার (Stakeholders)	উৎস (Data source)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২. প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান; ১৩. প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই ও পরিচালনা ইত্যাদির SWOT Analysis ১৪. প্রকল্প গ্রহণের প্রাসঙ্গিকতা/যৌক্তিকতা (Relevance), প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতা (Efficiency), প্রকল্পের কার্যকারিতা (Effectiveness) এবং টেকসই (Sustainability) সম্পর্কে পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও মতামত প্রদান; ১৫. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ;		SWOT বিশ্লেষণ, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, প্রকল্পের ফলাফলের স্থায়িত্ব এবং প্রকল্পের ফলাফলের ব্যবস্থাপনা				
	SWOT বিশ্লেষণ	▪ প্রকল্পের লক্ষ্য, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রকল্প কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, সময়কাল, ব্যয়, অর্জন বিবেচনা করে SWOT বিশ্লেষণ ▪ প্রকল্পের উপাদান অনুযায়ী অগ্রগতি ▪ পণ্য, কাজ এবং পরিষেবাগুলির ব্যবস্থাপনা এবং যথাযথ সংরক্ষণের জন্য জনবল সহ প্রাসঙ্গিক বিষয়	▪ দুর্বলতা, সুযোগ এবং হুমকি কি? ▪ নিয়োগের প্রক্রিয়া, পরিষেবাগুলির ব্যবস্থাপনা এবং যথাযথ সংরক্ষন প্রক্রিয়াকি ছিল? এবং পরামর্শ পরিষেবা সময়োপযোগী হয়েছিল?			
		প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশ	▪ কোন মূল অনুসন্ধান আছে? ▪ কোন চ্যালেঞ্জ সম্মুখীন হয়েছে? ▪ কোন সুপারিশ আছে?	▪ মাধ্যমিক নথি পর্যালোচনা ▪ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ		▪ প্রাথমিক তথ্য ▪ সেকেন্ডারি তথ্য

২.২.৪ তথ্য সংগ্রহ কার্যপদ্ধতি

ক. নমুনার আকার নির্ধারণ পদ্ধতি (Sampling Technique)

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য গুণগত (Qualitative) ও পরিমাণগত (Quantitative) উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে সম্ভাব্য নমুনা (Probability sampling) সংগ্রহের কৌশলটি পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং অ-সম্ভাব্য (Non- probability sampling) নমুনা কৌশল দ্বারা গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে "মাল্টি-স্টেজ স্যামপ্লিং" (Multi-stage sampling) পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে। যেহেতু এই প্রকল্পটি প্রথমে দেশের ৬টি জেলার ২৯টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। ২৯টি উপজেলা থেকে ১৪টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত উপজেলা হতে প্রকল্পের উপাদানের (component) ভিত্তিতে নির্দিষ্ট এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে। এরপর দৈব চয়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত উপাদানের সুবিধাভোগী হতে উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে। জরিপের জন্য ক্লাস্টার-এর অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতাদের দৈব চয়নের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতিটি জরিপকৃত ক্লাস্টার থেকে একটি করে প্রকল্পের বাস্তব উপাদান সরেজমিনে পর্যালোচনা করা হয়েছে। সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট চেকলিস্ট অনুসরণ করা হয়েছে।

খ. পরিমাণগত নমুনার আকার নির্ধারন (Quantitative Sample Size Determination)

পরিমাণগত জরিপের জন্য, সমীক্ষাটি প্রয়োজনীয় নমুনার আকার গণনার জন্য বহুল ব্যবহৃত পরিসংখ্যান সূত্র অনুসরণ করেছে। প্রয়োজনীয় নমুনা আকার নির্ধারণের জন্য আত্মবিশ্বাসের স্তর এবং যথার্থ হারের উপর ভিত্তি করে একটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। জনসংখ্যার সংখ্যা ছাড়াও এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তাগুলি হল সম্ভাবনার প্রয়োজনীয় স্তর (আত্মবিশ্বাসের স্তর), প্রয়োজনীয় ডিগ্রির যথার্থতা যাচাই। প্রকল্পের উপকারভোগীদের কোনো তালিকা না থাকায় সমীক্ষার জন্য নমুনা নির্বাচন করতে স্ট্রাটিফাইড র‍্যান্ডম স্যামপ্লিং অনুসরণ করা হয়েছে। দৈব নমুনার জন্য জনসংখ্যার পরিবর্তনশীলতার সূত্র অনুসরণ করে পরিমাণগত সমীক্ষার জন্য নিম্নের সূত্র ব্যবহার করে নমুনা আকার নির্ধারণ করা হয়েছে (ড্যানিয়েল এবং ক্রস, ২০১৩)[২]।

প্রতিটি স্বতন্ত্র জরিপের জন্য, স্যাম্পলের আকৃতি নির্ধারিত হয়েছে এই শর্তের উপর যে নমুনাটির যথাযথভাবে প্রদত্ত স্তর (৫%) দিয়ে অনুমান দেওয়ার সম্ভাবনা ৯৫%।

$$n = \frac{Z^2 \times p \times q}{d^2} \times \text{Design Effect}$$

যেখানে,

p = প্রিভ্যালেন্স রেইট বা টার্গেট জনসংখ্যার অনুপাত, এখানে p= ৬০% বিবেচনা করা হয়েছে (হাওড় এলাকার জনসংখ্যার ভিত্তিতে)

q =1- p = ০.৪০

Z = স্ট্যান্ডার্ডাইজড নরমাল ভ্যারিয়েট। এই প্রভাব মূল্যায়ন গবেষণায় নমুনার পরিমাণ ৯৫% কনফিডেন্স লেভেল ও ৫% সিগনিফিকেন্স লেভেলে (এই গবেষনার সময় ও সম্পদ বিবেচনা করে) ক্রিটিক্যাল ভ্যালু ১.৯৬ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে;

n = নমুনা আকার

d= ত্রুটি/ভুলের সীমারেখা (মার্জিন অভ এরর) যা এই সমীক্ষার জন্য এরর ধরা হয়েছে ৫%। অর্থাৎ যতবারই এই সমীক্ষা চালানো হোক না কেন তার ফলাফল ৫ শতাংশের (+/-) ভুলের সীমারেখার বাইরে যাবেনা।

ডিজাইন এফেক্ট=একটি সংশোধন ফ্যাক্টর যা প্রয়োজনীয় নমুনার আকার সমন্বয় করতে ব্যবহৃত হয়, যা এই গবেষণায় ১.২, কারণ বিভিন্ন পর্যায়ের নমুনা সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের অঞ্চাভিত্তিক ও বিভিন্ন ইউনিয়নের/গ্রামের জনসংখ্যার অনুপাতে বিভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক। এছাড়া প্রকল্প অঞ্চাসমূহের পাশে বসবাসরত সুবিধাভোগীদের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় নমুনা আকারটি সিম্পল র‍্যান্ডম স্যামপ্লিং অনুযায়ী নির্ধারিত করা হয়েছে এবং নির্ধারিত নমুনা আকারটি ডিজাইন ফ্যাক্টর দ্বারা গুণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের প্রত্যাশিত মোট জনসংখ্যার আলোকে, এই প্রকল্পে ডিজাইন ইফেক্ট ১.২০ ধরা হয়েছে, যা প্রাপ্ত নমুনাগুলোর জন্য প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার লক্ষ পূরণ করে।

সুতরাং, উপর্যুক্ত তথ্য ব্যবহার করে নমুনার আকার নিম্নোক্ত ভাবে নির্ধারণ করা যায়-

[2] Wayne W. Daniel, Chad L. Cross (2013), Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences. 10th edition. Wiley

$$n = \frac{১.৯৬^{২} \times ০.৪ \times ০.৬}{.০৫^{২}} \times ১.২০$$

$$= ৩৬৮.৭৯ \times ১.২$$

$$= ৪৪২.৫৫ \text{ সমতুল্য } ৪৮০$$

প্রকল্পটি বাংলাদেশের ছয়টি জেলার ২৯টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। এই সমীক্ষায় প্রকল্পের প্রতিটি অঙ্গ গুলোকে কেন্দ্র করে তার চতুর্পাশের এলাকার সুবিধাভোগীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে। আমরা দেখেছি যে, ২৯টি উপজেলার মধ্যে ১৪টি উপজেলা সব ধরনের প্রকল্পের পদক্ষেপ/অঙ্গ সম্পন্ন করে। অতএব, পরিমাণগত সমীক্ষার জন্য, উদ্দেশ্যমূলকভাবে ছয়টি জেলায় প্রকল্প অঙ্গ গুলোকে মাথায় রেখে তাদের অবস্থান, বাস্তবতা এবং বাস্তবায়িত পদক্ষেপের উপর ভিত্তি করে ১৪টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত উপজেলা এবং অঙ্গ অনুযায়ী তাদের বিভাজন সারণী ৮ এ দেখানো হয়েছে। অতএব, এসআরএস পদ্ধতিতে ৪৮০ প্রত্যক্ষ সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয়েছে, যা পরিসংখ্যানগতভাবে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য উপরের সমীকরণ থেকে অধ্যয়নের জন্য ৩৮৪ জন সুবিধাভোগীর ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তাও পূরণ করে। পরামর্শদাতা এলোমেলোভাবে প্রকল্পের পদক্ষেপ এলাকার কাছাকাছি প্রতিটি উপজেলা থেকে সারণী ৭ এ নির্ধারিত নমুনা সুবিধাভোগীকে স্ট্রাটিফাইড র‍্যান্ডম স্যাম্পলিং কৌশল অনুসরণ করে নির্বাচন করেছে। ২৯টি উপজেলার যেসব উপজেলা থেকে পরিমাণগত নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নের সারণী-৭ এ দেওয়া হল।

গ. সমীক্ষার পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের এলাকা নির্ধারণ

প্রকল্পের যে এলাকায় যেসব অঙ্গভিত্তিক কাজ করা হয়েছে সেগুলোকে নিম্নের সারণী ৭-এ টিক চিহ্নের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। এরপর পরিসংখ্যানগত ভাবে ২৯ টি উপজেলা থেকে ১৪ টি উপজেলা এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে প্রত্যেক জেলায় প্রকল্পের সকল অঙ্গসমূহের আশেপাশে বসবাসরত প্রকল্পের সুবিধাভোগী মানুষের কাছ থেকে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সারণী ৮ এ অঙ্গভিত্তিক পরিমাণগত নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে। যেসব উপজেলায় খানা জরিপ এবং সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে সেগুলোকে * চিহ্ন দ্বারা দেখানো হয়েছে।

সারণী ৭: প্রকল্পের এলাকা ভিত্তিক অঙ্গ বাস্তবায়ন

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/থানা/ সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	নির্মাণ কার্যক্রম/প্রকল্পের অঙ্গসমূহ								
			নিমজ্জিত বাঁধ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ	কম্পার্টমেন্টাল ডাইক	রেগুলেটর নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ	ড্রেনেজ আউটলেট	কজওয়ে	ইরিগেশন ইনলেট	বিদ্যমান রেগুলেটরের পুনর্বাসন	অভ্যন্তরীণ খালের পুনঃখনন	সুরমা-বৌলাই নদী ড্রেজিং
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
সিলেট	সিলেট	সিলেট সদর	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		কোম্পানীগঞ্জ*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		গোলাপগঞ্জ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		বিয়ানীবাজার*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		কানাইঘাট	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		জকিগঞ্জ*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	সুনামগঞ্জ	**সুনামগঞ্জ সদর***	✓						✓		✓
		বিশ্বম্ভরপুর	✓						✓		✓
		দোয়ারা বাজার	✓						✓		✓
		জামালগঞ্জ	✓						✓		✓
		তাহিরপুর*	✓						✓		✓
		দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	✓						✓		✓
		ধর্মপাশা	✓						✓		✓
		দিরাই	✓						✓		✓
		জগন্নাথপুর*	✓						✓		✓
		ছাতক*	✓						✓		✓
		শালনা	✓						✓		✓
	মৌলভীবাজার	**মৌলভীবাজার সদর***	✓		✓				✓	✓	✓
		শ্রীমঙ্গল*	✓		✓				✓	✓	✓
	হবিগঞ্জ	**হবিগঞ্জ সদর***	✓		✓		✓		✓	✓	
		বানিয়াচং	✓		✓		✓		✓	✓	
		নবীগঞ্জ	✓		✓		✓		✓	✓	
ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	**অষ্টগ্রাম***	✓						✓	✓	

		বাজিদপুর*	✓						✓	✓	
ময়মনসিংহ	নেত্রকোনা	মোহনগঞ্জ	✓	✓			✓		✓	✓	
		খালিয়াজুরি*	✓	✓			✓		✓	✓	
		মদন	✓	✓			✓		✓	✓	
		কলমাকান্দা*	✓	✓			✓		✓	✓	
		ইটনা	✓	✓			✓		✓	✓	
এক্সিবিয়ান এস্কাভেটর- ৩ টি ও লং বুম এস্কাভেটর- ৫ টি											

তথ্যসূত্রঃ প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি

সারণী ৮: খানা জরিপের জন্য প্রকল্পের অঙ্গ ও এলাকাভিত্তিক পরিমাণগত নমুনা বিতরণ

প্রকল্পের আওতায় মূল কার্যক্রম (প্রকল্প অঙ্গসমূহ)	সিলেট										ঢাকা		ময়মনসিংহ		**সর্বমোট**
	সিলেট			সুনামগঞ্জ				মৌলভীবাজার		হবিগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ		নেত্রকোনা		
	কোম্পানীগঞ্জ	বিয়ানীবাজার	কানাইঘাট	**সুনামগঞ্জ সদর**	তাহিরপুর	জগন্নাথপুর	ছাতক	মৌলভীবাজার সদর	**শ্রীমঙ্গল**	**হবিগঞ্জ সদর**	অষ্টগ্রাম	**বাজিদপুর**	**খালিয়াজুরি**	কমলাকান্দা	
কজওয়ে নির্মাণ	১০	৪	৯							৯			৮		৪০
কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণ	১০	৩	৮										৬	১১	৩৮
ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ	১৩	১৯	৮												৪০
সুরমা বৌলাই রিভার সিস্টেম ড্রেজিং				১৭		২০									৩৭
ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণ			১৩												১৩
অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন	৮	৮	৭					৭	৭	৮	৯	৮	৯	৭	৭৮
পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাসন	৫		৪	৫	৯	৪		৪	১০	৭	৭	৭	৭	৯	৭৮
ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ	৭	১১	৫	৭	৮	৭	৮	৭	৭	৮	৮	৭	৮	৮	১০৬
পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ (রেগুলেটর)	৭	৯	৬					১২	৭	৯					৫০
সর্বমোট	**৬০**	**৫৪**	**৬০**	**২৯**	**১৭**	**৩১**	**৮**	**৩০**	**৩১**	**৪১**	**২৪**	**২২**	**৩৮**	**৩৫**	**৪৮০**

তথ্যসূত্রঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত (বোল্ড করে লেখা উপজেলা গুলো থেকে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে)

ঘ. গুণগত নমুনার আকার নির্ধারন (Qualitative Sample Size Determination)

অসম্ভাব্য নমুনা কৌশল ব্যবহার করে প্রকল্পভুক্ত এলাকা থেকে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমান সমীক্ষার জন্য স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে, গুরুত্বপুর্ণ তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা তথ্য সংগ্রহের জন্য গুণগত নমুনা বিতরণ পরিচালনা করা হয়েছে।

সারণী ৯: তথ্য সংগ্রহের জন্য গুণগত নমুনা বিতরণ

ক্রম.	উপকরণ	সংখ্যা (জন)	পর্যায়	অংশীদার
১.	গুরুত্বপুর্ণ তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার (কেআইআই)	৬	উপজেলা	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান
		৬		উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
		৬		উপজেলা প্রকৌশলী
		৬		ভূমি সহকারী কমিশনার (এসি ল্যান্ড)
		৬		স্থানীয় নির্মাণ সমিতি
		১	জাতীয় পর্যায়	প্রকল্প পরিচালক
		৬		নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপাউবো (জেলা পর্যায়)
		১		সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য)
		১		সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, সেচ শাখা, পরিকল্পনা কমিশন (প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য)
		১		মহাপরিচালক, আইএমইডি, সেক্টর-৪
		১		প্রতিনিধি, বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর
	মোট	**৪১**		
২.	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা (৩০-৪০ অংশগ্রহণকারী)	১	স্থানীয় পর্যায়	সুবিধাভোগী, প্রকল্প কর্মকর্তা, আইএমইডি কর্মকর্তাগণ
৩.	জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা	১	জাতীয় পর্যায়	▪ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ। ▪ BWDB (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড) এর কর্মকর্তাগণ। ▪ আইএমইডি (ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন ডিপার্টমেন্ট) এর কর্মকর্তাগণ।
৪	দলীয় আলোচনা (FGD)	৬	উপজেলা	কমিউনিটি পর্যায়ে প্রকল্পের হস্তক্ষেপ এলাকার সুবিধাভোগী
৫	সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ	২০	উপজেলা	বাস্তবায়িত এলাকায় প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহ
	সর্বমোট	**৬৯**		

তথ্যসূত্রঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

ঙ. সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের নমুনার আকার নির্ধারন (Sample Size Determination for Physical Observation)

সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য প্রকল্পের সবধরণের অঙ্গ হতে অন্তঃত একটি করে অঙ্গ নির্বাচন করা হয়েছে। KoboToolBox নামক ডিজিটাল প্লাটফর্মের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যাতে করে, বাস্তবায়িত অঙ্গের জিপিএস লোকেশন, স্পেসিফিকেশন এবং পর্যাপ্ত ছবি সংগ্রহ করা যায়। এই ব্যবস্থার অনেকগুলো সুবিধার মধ্যে অন্যতম একটি সুবিধা হল, মাঠ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আন্তঃউপজেলা বা আন্তঃঅঙ্গভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ, যা পরবর্তীতে পরিমাণগত ও গুণগত তথ্যের সাথে ট্রায়াংগুলেশনে সাহায্য করেছে। খানা জরীপকারীগণ যে ১৪টি উপজেলায় খানা জরীপ করবেন, সেই ১৪ টি উপজেলায় একটি করে ১৪টি অঙ্গ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এই ১৪টি পর্যবেক্ষণ এমনভাবে করা হয়েছে যেন, প্রকল্পের বাস্তবায়িত সব ধরণের অঙ্গ হতে অন্তঃত একটি অঙ্গ নির্বাচিত হয়। আবার, গুণগত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য এই ১৪টি উপজেলার ৬টি উপজেলা থেকে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উপজেলায় বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ ৬টি অঙ্গের সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সারণী ১০-এ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণকৃত প্রকল্প অঙ্গসমূহ দেখানো হয়েছে।

সারণী ১০: সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য এলাকাভিত্তিক নমুনা বিতরণ

প্রকল্পের অঙ্গ সমূহ	নমুনা সংখ্যা (অঙ্গভিত্তিক)	সিলেট										ঢাকা		ময়মনসিংহ	
		সিলেট			সুনামগঞ্জ				মৌলভীবাজার		হবিগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ		নেত্রকোনা	
		কোম্পানীগঞ্জ	বিয়ানীবাজার	জকিগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	তাহিরপুর	জগন্নাথপুর	ছাতক	মৌলভীবাজার সদর	শ্রীমঙ্গল	হবিগঞ্জ সদর	অষ্টগ্রাম	বাজিদপুর	খালিয়াজুরি	কলমাকান্দা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ	**৫টি**		১		১		১				১			১	
কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণ	**১টি**	১													
পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ (রেগুলেটর)	**৪টি**			১			১		১		১				
ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ	**১টি**	১													
কজওয়ে নির্মাণ	**৩টি**	১									১			১	
পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাসন	**২টি**						১						১		
অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন	**২টি**									১		১			

সুরমা বৌলাই রিভার সিস্টেম ড্রেজিং	**২টি**				১	১									
সর্বমোট	**২০টি**	৩	২	১	২	১	৩	০	১	১	৩	১	১	২	০

তথ্যসূত্রঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

২.২.৫ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য নিম্নোক্ত তথ্য সংগ্রহের উপকরণগুলো এই সমীক্ষায় ব্যবহার করা হয়েছে। এসব উপকরণ গুলো বিস্তারিত ভাবে এই প্রতিবেদনে সংযুক্তি হিসেবে দেওয়া আছে। উপকরণ গুলো হল-

- খানা জরিপ প্রশ্নমালা
- সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট
- দলীয় আলোচনার চেকলিস্ট
- গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার চেকলিস্ট
- স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আলোচ্যসূচি
- কেস স্টাডি

ক. প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

- খানা জরিপ প্রশ্নমালা

প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের ওপর এই প্রকল্পটির প্রভাব বুঝতে খানা ও গ্রোথসেন্টার পর্যায়ে জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। সরাসরি সুবিধাভোগীদের সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য একটি কাঠামোগত প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে যেখানে জনসংখ্যা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, স্বাস্থ্য, মানুষের জীবনযাত্রার তথ্য যৌথ প্রভাবে সংগৃহীত হয়।

- গুরুত্বপুর্ণ তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (কেআইআই)

গুরুত্বপুর্ণ তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার বা কেআইআই থেকে সংগৃহীত তথ্য নিয়ে তথ্য ট্রায়াঙ্গুলেশন জন্য মূল অংশীজনদের যেমন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি, সমীক্ষা এলাকায় সরকারি ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎকার পরিচালিত হয়েছে। এটি সংগৃহীত তথ্যের সত্যতা ও তথ্য গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করতে সাহায্য করেছে। এই সাক্ষাৎকারে প্রকল্পের ক্রয়, সার্বিক অগ্রগতি, স্থায়ীত্ব ও SWOT অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- দলীয় আলোচনা (FGD)

প্রকল্পের বিষয়ে গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সঙ্গে দলীয় আলোচনা করা হয়েছে। দলীয় আলোচনার অধিবেশন চলাকালীন, উত্তরদাতারা প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কিত তাদের দৃষ্টিভঙ্গি যাচাইয়ের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত চেকলিস্ট থেকে কিছু নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এর পাশাপাশি, প্রদত্ত উত্তরগুলো যাচাই করার জন্য কিছু অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন সরবরাহ করা হয়েছে।

FGD-এর জন্য প্রতিটি কার্যক্রমের সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে, ধারণা করা হয়েছিল ছয়টি উপজেলায় মোট ছয়টি FGD একটি স্যাচুরেশনে পৌঁছাতে এবং একটি উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট হবে। FGD-এর অংশগ্রহণকারীরা প্রকল্পের সুবিধাভোগী এবং পুরুষ ও মহিলা উভয়ই FGD-এর অংশগ্রহণকারী হয়েছেন।

- স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা

২৪ শে এপ্রিল ২০২২ তারিখে সিলেট সদর উপজেলায় স্থানীয় পর্যায়ে একটি অংশগ্রহণমূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মহাপরিচালক, আইএমইডি সেক্টর-৪; বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন পরিচালক, আইএমইডি সেক্টর-৪; প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো এবং উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, সিলেট সদর উপজেলা। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সিলেট সদর উপজেলা এবং সঞ্চালনে ছিলেন উপপরিচালক, আইএমইডি সেক্টর-৪।

এছাড়া কর্মশালাটিতে আরও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ, উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, প্রকল্পের উপকারভোগীগণ এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ।

কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল উত্তরদাতাদের থেকে মানসম্মত তথ্য পাওয়া। আলোচনার বিষয় ছিল প্রকল্পের সুবিধা ও অগ্রগতি, প্রকল্পের ব্যাপারে সুপারিশ ও প্রকল্পের সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও হুমকি সম্পর্কিত।

- প্রকল্পের অঙ্গগুলো সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের সামগ্রিক বাস্তবায়ন মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য নমুনা প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন অঙ্গসমূহের অগ্রগতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণের জন্য একটি চেকলিস্ট যোগ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রাহকরা চেকলিস্টের ভিত্তিতে উপাদান সমূহ পর্যবেক্ষণ করেছেন। সমীক্ষা দলটি সংশ্লিষ্ট উপজেলার প্রতিটি উপাদান পরিদর্শন করেছে যেখানে খানা জরিপ করা হয়েছে।

- কেস স্টাডি

সকল ধরণের তথ্য সংগ্রহ করার পর প্রকল্পের এলাকা ও অঙ্গভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ কোন সাফল্য বা ব্যর্থতা থাকলে, তাকে কেস স্টাডি করা হয়েছে। এ লক্ষে একটি চেকলিস্ট অনুসরণ করা হয়েছে। কেস স্টাডিতে পর্যাপ্ত মাঠ পর্যায়ের অঙ্গভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণসহ সুবিধাভোগীর ছবি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- জাতীয় কর্মশালা

প্রভাব মূল্যায়নের সমীক্ষা শেষে, আইএমইডি জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করবে। যেখানে মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকল্প সম্পর্কিত প্রাপ্ত মোট ফলাফল, পর্যবেক্ষণ, সুপারিশ ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বিষয় অংশীজনদের কাছে তুলে ধরা হবে।

খ. সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

গবেষণাটি প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে অর্জিত লক্ষ্য এবং সুবিধাগুলি পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক সেকেন্ডারি নথি (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব, বিস্তারিত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, অগ্রগতি প্রতিবেদন, প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন) সংগ্রহ করেছে। PPA-২০০৬ এবং PPR-২০০৮-এর নীতিগুলি প্রকল্পের পরিষেবা, কাজ এবং পরিষেবাগুলি সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তাও নথি পর্যালোচনার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের প্রকৃত ও আর্থিক অগ্রগতি এবং লক্ষ্য পূরণের অবস্থা ইত্যাদিও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই ক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত কার্যক্রম এবং এই প্রকল্পের অধীন সমস্ত কার্যক্রম পূর্ব-নির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে একইভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

- সেকেন্ডারী ডকুমেন্ট চেকলিস্ট

প্রাইমারি উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের পাশাপাশি সেকেন্ডারি উৎস হিসেবে নিম্নলিখিত ডকুমেন্টগুলো প্রভাব মূল্যায়নের জন্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রকল্প সম্পর্কিত প্রতিবেদনসমূহঃ

- ✓ উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব/সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব
- ✓ অগ্রগতি প্রতিবেদন (আর্থিক, সরেজমিন)
- ✓ প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন (পিসিআর)
- ✓ প্রকল্পের তদন্ত প্রতিবেদন
- ✓ বাজেট প্রতিবেদন
- ✓ প্রকল্প অডিট প্রতিবেদন
- ✓ বার্ষিক ক্রয় সংক্রান্ত প্রতিবেদনসমূহ (পণ্য, পরিষেবা)
- ✓ বার্ষিক কাজের পরিকল্পনাসমূহ
- ✓ ToR, BoQ, দরপত্র মূল্যায়ন, অনুমোদন ব্যবস্থা
- ✓ মধ্য-মেয়াদী মূল্যায়ন প্রতিবেদন
- ✓ বিসিআর এবং আইআরআর প্রতিবেদন

সরকারী নীতি বিষয়ক নথিসমূহঃ

- ✓ পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮
- ✓ সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
- ✓ মাস্টার প্ল্যান, হাওড় এলাকা ২০১২
- ✓ জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮
- ✓ বাংলাদেশ পানি বিধিমালা ২০১৮
- ✓ বাংলাদেশ ডেলটা প্ল্যান ২১০০
- ✓ প্রকল্প সংক্রান্ত অন্যান্য জাতীয় নীতি

অন্যান্য সহায়ক সেকেন্ডারী ডকুমেন্টসঃ

- ✓ সিপিটিইউ ওয়েবসাইট
- ✓ প্রকল্প এলাকার বন্যা সম্পর্কিত ঐতিহাসিক তথ্য, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র
- ✓ বার্ষিক বন্যা প্রতিবেদন, মেঘালয় এবং নাগাল্যান্ড, ভারত
- ✓ ডিজিটাল পদ্ধতির বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ✓ বাংলাদেশ ও প্রকল্প এলাকাভিত্তিক অন্যান্য গবেষণা পত্র

২.২.৬ তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া

ক. তথ্য সংগ্রহ (ডিজিটাল তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি)

পরিমাণগত ও গুণগত উপকরণ সমূহ অনুমোদনের পরে পূর্বে প্রণীত প্রশ্নমালা ব্যবহার করে একটি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়েছে। আধুনিক ট্যাবলেট ভিত্তিক জরিপ যন্ত্র ব্যবহার করে এই জরিপ চালানো হয়েছে। যেখানে KoBo collect ব্যবহার করে একটি জরিপ অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়েছে। অ্যাপ্লিকেশনটি সুবিধাভোগীদের (জিপিএস) ভৌগোলিক অবস্থানও রেকর্ড করেছে যা ডেটা সংগ্রহ পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করেছে।

খ. উপকরণ সমূহের প্রিটেস্ট

অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে একটি পরীক্ষামূলক জরিপ বা পাইলট জরিপ করা হয়েছে । এর মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন টিতে কোন সমস্যা আছে কিনা বা আরও সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে কিনা সে বিষয়টি দেখা হয়েছে। পাইলট জরিপ থেকে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়াপ্রশ্নমালা চূড়ান্তকরণ ও সমস্যা সমাধানে ব্যবহারের জন্য দলিলাদিভূক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া অ্যাপটির ত্রুটি মুক্ত কাজ নিশ্চিত করার জন্য অ্যাপ Debugging করা হয়েছে।

গ. নির্দেশিকা প্রস্তুতি / মাঠ পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা

চেকলিস্ট ও প্রশ্নমালা চূড়ান্ত করার পর, সমীক্ষা সহকারি ও তত্ত্বাবধায়কদের জন্য একাধিক পৃথক জরিপ প্রশ্নমালা, দলীয় আলোচনা, গুরুত্বর্পুণ তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও কর্মশালা পরিচালনা করার জন্য একটি বিস্তৃত নির্দেশনা তৈরি করা হয়েছে যা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা, পরিভাষা, প্রশ্নের উদ্দেশ্য, তথ্য অন্তর্ভুক্তির নির্দেশাবলী, Skipping ইত্যাদি সন্নিবেশিত থাকবে। এই নির্দেশিকা তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

ঘ. সার্ভেয়ার নিয়োগ এবং চুক্তি

অনুরূপ প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে অভিজ্ঞতার আলোকে একটি মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষা দল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যাদের সংশ্লিষ্ট কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

ঙ. মাঠ জরিপ

প্রভাব মূল্যায়নের প্রারম্ভিক প্রতিবেদন অনুযায়ী সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ উপকরণ ব্যবহার করে মাঠ পর্যায়ে জরীপ করা হয়। বাড়িতে বাড়িতে যেয়ে খানা জরিপের প্রশ্ন পত্র নিয়ে জরিপ করা হয় এবং Kobo toolbox ব্যবহার করে তথ্যগুলো জমা করে রাখা হয়। প্রকল্প অঞ্চোর আশে পাশে বসবাসরত প্রকল্পের সুবিধাভোগী ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে দলীয় আলোচনা

করা হয়। সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য ২০টি প্রকল্প অঞ্চা পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চের নকশার সাথে মিলিয়ে দেখা হয়। এছাড়াও মাঠ জরিপ থেকে তথ্য সংগ্রহের সময়ে দৈবভিত্তিতে একজন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে তার কেস স্টাডি করা হয়।

চ. তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

এই সমীক্ষার জন্য বিভিন্ন মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে মান নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পদক্ষেপ প্রক্রিয়া নিচে বর্ণনা করা হল:

i) পরিমাণগত তথ্য ব্যবস্থাপনা

মানসম্পন্ন তথ্য সংগ্রহ নিশ্চিতকরণ ও ডাটাবেস নিখুঁতকরণে নিম্নের ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- সহ চেক: সমীক্ষা সহযোগীগণ সমীক্ষা সহকারির সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করেছেন।
- দৈনিক চেক: তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমীক্ষা সহযোগীগণ প্রতিদিন তথ্য যাচাই করেছেন। সমীক্ষা সহযোগীগণ ডেটাবেসের যৌক্তিকতা নিরুপন করেছেন।

ii) গুণগত তথ্য ব্যবস্থাপনা

গুণগত তথ্যের মান নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে

- নোট রাখা: সমীক্ষা সহযোগীগণ আলোচনার সময় নোট রাখা হয়েছে, যা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতির সময় ব্যবহার করা হয়েছে।
- পর্যবেক্ষণ: সমীক্ষা দলকে সঠিক পথে রাখতে দৈনন্দিন কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।
- প্রতিক্রিয়া: সমীক্ষা সহযোগীরা দিনের শেষে ফলাফলের বিষয়ে সমীক্ষা দলের দলনেতা ও অভিজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করেছে

২.২.৭ ঝুঁকি প্রশমন ব্যবস্থা

গবেষণা চলাকালীন COVID-১৯ মহামারীর কারণে সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়েছে।

মাস্ক সরবরাহ করাঃ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধিকরণে গণনাকারী এবং উত্তরদাতাদের মাস্ক সরবরাহ করা হয়েছে।

নিরাপত্তা নির্দেশিকা: গবেষণা চলাকালীন COVID-১৯ মহামারীর কারণে সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে, সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়েছে। ডব্লিউএইচও এবং বাংলাদেশ সরকারের গাইডলাইনের উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি নিরাপত্তা নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয়েছে। মূল গবেষণা দল মাঠে, অফিসে বা অন্য কোনো জনসমাবেশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোরভাবে অনুসরণ করেছে। গণনাকারী এবং উত্তরদাতা উভয়ই নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনুসরণ করতে কমপক্ষে ১ মিটার দূরত্ব বজায় রেখেছে। সাক্ষাৎকার শুরু করার আগে, গণনাকারীরা হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করেছেন এবং উত্তরদাতাদেরকেও একই ব্যবহার করতে সহায়তা করেছেন।

২.২.৮ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ

সংগৃহীত তথ্য সম্পাদনা করার পরে একটি চূড়ান্ত স্ক্রিনিং সঞ্চালিত করা হয়েছে যা পরীক্ষার জন্য ব্যবহার যোগ্য, নির্ভরযোগ্য ও বৈধতা নিশ্চিত করেছে। পাশাপাশি, প্রয়োজনের ভিত্তিতে তথ্যটি কম্পিউটার ভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য উপযুক্ত কোড-এ রূপান্তরিত করা হয়েছে।

২.২.৯ তথ্য সন্নিবেশন

ট্রায়াঙ্গুলেশন হল পরিমাণগত ও গুণগত পদ্ধতির যৌক্তিক সংমিশ্রণ, সমীক্ষা নকশা জোরদার করতে যা একটি শক্তিশালী সমাধান, কারণ শুধুমাত্র একক পদ্ধতি কখনও রাইভাল ক্যাজুয়াল ফ্যাক্টর সমাধান করতে যথেষ্ট নয় (ডেঞ্জিন ১৯৭৮; প্যাটন ১৯৯০)। এই সমীক্ষায় দুই ধরনের ট্রায়াঙ্গুলেশন অনুসরণ করা হয়েছে।

এই সমীক্ষায় জরিপ প্রশ্নমালা থেকে সংগৃহীত পরিমাণগত তথ্য নিজেদের মধ্যে ও কেআইআই, দলীয় আলোচনা, ও স্থানীয় কর্মশালা থেকে সংগৃহীত গুণগত তথ্যের সঙ্গে মেলানো হয়েছে। সমন্বয়কৃত তথ্যের সাথে সরেজমিনে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.২.১০ তথ্য বিশ্লেষণ

গবেষণাটি সেকেন্ডারি এবং প্রাইমারি উভয় উৎস থেকে তথ্য ব্যবহার করেছেন, যেখানে উদ্দেশ্যগুলির উপর ভিত্তি করে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি তথ্য তদন্ত করা হয়েছে। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের জন্য গুণগত তথ্যের থিম্যাটিক কোডিং করা হয়েছে (NVivo সফটওয়্যার ব্যবহার করে)। MS Excel এবং SPSS-এর মতো সফটওয়্যার ব্যবহার করে পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ করার জন্য বর্ণনামূলক এবং অনুমানমূলক পরিসংখ্যান পরিচালিত হয়েছে।

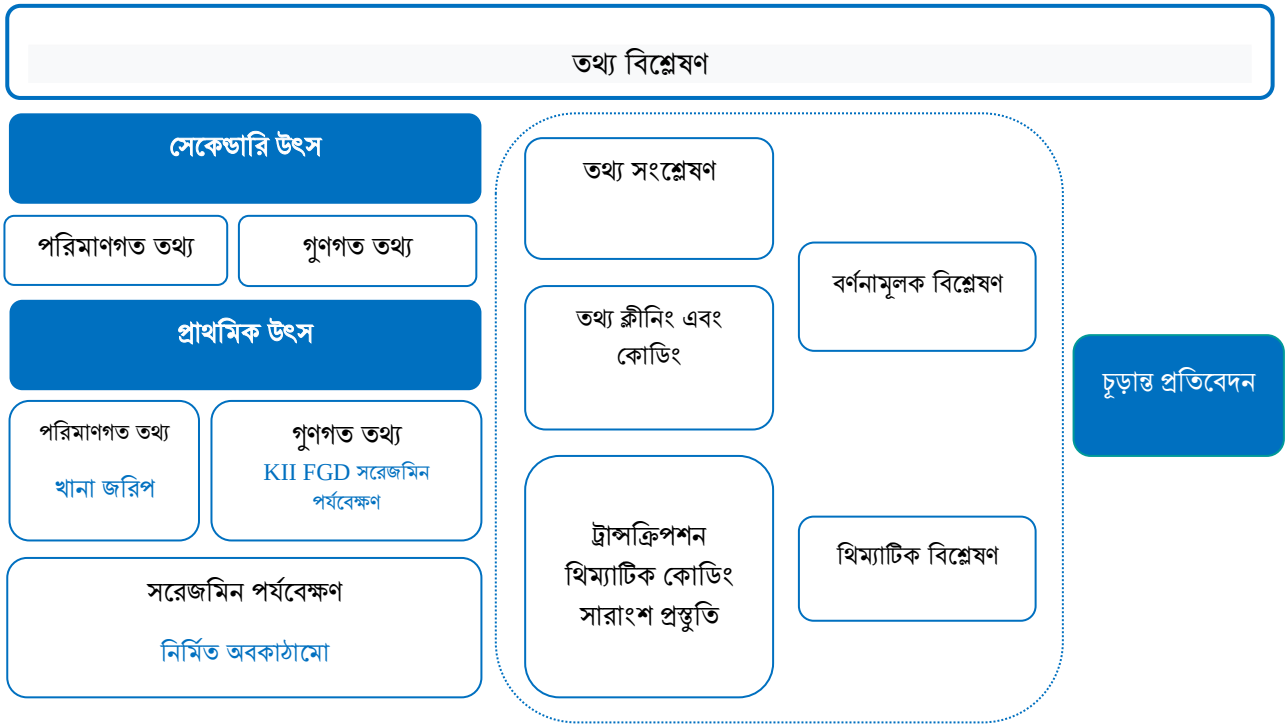

চিত্র ৩: সমীক্ষার জন্য ডেটা বিশ্লেষণ পরিকল্পনা

২.২.১১ প্রতিবেদন সংশোধন প্রক্রিয়া

- কারিগরি কমিটির সভা

প্রারম্ভিক প্রতিবেদন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি আইএমইডি-তে কারিগরি কমিটির সভার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়। কারিগরি কমিটির প্রতিনিধিরা খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন ও খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন মূল্যায়ন করেন ও তাদের মতামত দেন যা পরামর্শক দল প্রতিবেদনটিতে অন্তর্ভুক্ত করবে ও প্রতিবেদনটি স্টিয়ারিং কমিটির সামনে উপস্থাপন করবে।

- স্টিয়ারিং কমিটির সভা

চূড়ান্ত প্রারম্ভিক প্রতিবেদন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন স্টিয়ারিং কমিটির সামনে দফায় দফায় উপস্থাপন করা হবে। প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের উপর স্টিয়ারিং কমিটির পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের ভিত্তিতে সমীক্ষাটি পরিচালিত হবে। এছাড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই সমীক্ষার পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা থেকে সংগৃহীত মন্তব্য জাতীয় কর্মশালার মাধ্যমে তুলে ধরা হবে।

২.২.১২ প্রতিবেদন প্রণয়নের কর্ম পরিকল্পনা

নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে সমীক্ষাটি পরিচালনার জন্য নিম্নে উল্লেখিত বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তাব করা হল।

সারণী ১১: বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনা

কার্যক্রম	বছর/২০২২																
	জানুয়ারি/২০২২	ফেব্রুয়ারি/২০২২				মার্চ/২০২২				এপ্রিল/২০২২				মে/২০২২			
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
কার্যক্রম গ্রুপ -১																	
সংশ্লিষ্ট আইএমইডি কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রাথমিক অভিযোজন বৈঠক																	
প্রাথমিক অনুসন্ধান																	
সমীক্ষার নকশা																	
ডেটা সংগ্রহের উপকরণ ঠিক করা																	
মাঠ পর্যায়ের জরিপ পরিকল্পনা																	
প্রারম্ভিক প্রতিবেদন জমা																	
প্রতিক্রিয়া সংযোজন এবং প্রারম্ভিক প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ																	
তথ্য সংগ্রহ উপকরণ অনুমোদন																	
কার্যক্রম গ্রুপ -২																	
সমীক্ষার জন্য তথ্য সংগ্রাহক নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ																	
মাঠ জরিপ																	
দলীয় আলোচনা পরিচালনা																	
নিবিড় সাক্ষাৎকার																	
স্থানীয় পর্যায়েকর্মশালা সঞ্চালন																	
সরেজমিনে পর্যালোচনা																	
কার্যক্রম গ্রুপ -৩																	
আউটপুট টেবিল পরিকল্পনা প্রস্তুতি																	
তথ্য নিখুঁতকরণ																	
তথ্য কোডিং																	
তথ্য বিশ্লেষণ																	
প্রতিবেদন লিখন																	
১ম খসড়া প্রতিবেদন জমা																	
কার্যক্রম গ্রুপ -৪																	
কারিগরি কমিটির সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠকে খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন																	

কার্যক্রম	বছর/২০২২																
	জানুয়ারি/২০২২	ফেব্রুয়ারি/২০২২				মার্চ/২০২২				এপ্রিল/২০২২				মে/২০২২			
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
কারিগরি কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত মন্তব্যের উপর ভিত্তি করে খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন																	
পরিচালনা কমিটির বৈঠকে ২য় খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন																	
সংশোধিত খসড়া প্রতিবেদন এর উপর মন্তব্য																	
চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুতি																	
চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদনের উপর মন্তব্য																	
চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদনের চূড়ান্ত করণ																	
চূড়ান্ত প্রতিবেদনের জমা																	

সমীক্ষা সময়কালঃ ২৫ জানুয়ারি ২০২২ – ২৪ মে ২০২২ (১২০ দিন)

২.৩ সমীক্ষা কাজে ব্যবহৃত নির্দেশক/সূচক সমূহ

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কাজের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যেসকল সূচক বা নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে-

শ্রেণীবিন্যাস	প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার নির্দেশক
১	২
ডেমোগ্রাফিক বৈশিষ্ট্য সমূহ	নাম, লিঙ্গ, ধর্ম, পেশা, শিক্ষা ও বয়স
বোরো ফসল চাষাবাদে প্রভাব	• আগাম বন্যা হতে বোরো ফসল রক্ষা • ক্রপিং প্যাটার্নের পরিবর্তনের হার • ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির হার • ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির হার
পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় প্রভাব	• আগাম বন্যার পানি জমে না থাকা • দ্রুত পানি নিষ্কাশিত হওয়া • নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি
প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সংক্রান্ত	• প্রকল্পের অঙ্গসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি • প্রকল্প অঙ্গসমূহের গুনগত মান • এলাকার প্রয়োজনীয়তার সাথে প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা • প্রকল্প অঙ্গসমূহের বর্তমান কার্যকর অবস্থা • প্রকল্প অঙ্গসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ
দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রভাব	• আগাম বন্যার প্রকোপ কমা • আগাম বন্যা হতে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি কমা • দুর্যোগের পূর্ব প্রস্তুতিতে যথেষ্ট সময় পাওয়া
পরিবেশ উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব	• হাওড়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ ঠিক রাখা • হাওড়ে সময়মত পানি আসা, এবং নেমে যাওয়া • অভিযোজিত পাখির বিচরণ অব্যাহত রাখা
কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে প্রভাব	• প্রকল্প অঙ্গসমূহের নির্মাণ কাজ ও পরবর্তীতে রক্ষণাবেক্ষণ কাজে এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি • দারিদ্র্য বিমোচনে প্রভাব ফেলা
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রভাব	• ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে অর্থনৈতিক সূচক বৃদ্ধি • কৃষি সংক্রান্ত ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার • যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে প্রভাব
প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক সমূহ	• প্রকল্পের সবল দিকসমূহ চিহ্নিতকরণ • প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করা • প্রকল্পের কারণে সৃষ্ট সুযোগসমূহ চিহ্নিত করা • প্রকল্পের ঝুঁকিপূর্ণ দিকসমূহ খুঁজে বের করা
পরামর্শসমূহ	• প্রকল্পের প্রভাব উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট মতামত • ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা • প্রকল্পের সবচেয়ে ভাল দিকগুলো অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুসরণ করার পরামর্শ প্রদান

২.৪ প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ পদ্ধতি

SWOT হল একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি যা কোন প্রকল্পের সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি চিহ্নিত করতে ও বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে। বিবেচ্য প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত SWOT বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

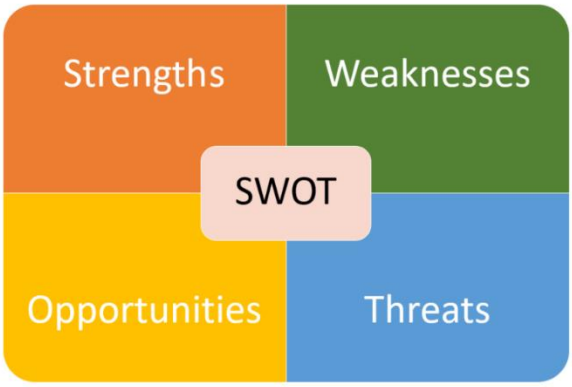

সবলতা (Strengh): সবলতা প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ ফ্যাক্টর। প্রকল্পের বাস্তবায়নে সবল দিক হিসেবে কাজ করে, যেমন- ডিপিপি/আরডিপিপি, প্রকল্পের অবস্থান, ডিজাইন, আর্থিক যোগান, পরিচালনা পরিষদ, বাস্তবায়ন ও তদারকির ইতিবাচক দিক ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা এবং বাস্তব ভিত্তিক প্রয়োজনীয়তা বা চাহিদা আছে এবং স্থায়িত্ব সম্ভাবনা রয়েছে সে দিকগুলো চিহ্নিত করা।

দুর্বলতা (Weakness): একটি প্রকল্পের দুর্বল দিক (অভ্যন্তরীণ ফ্যাক্টর) সাধারণত প্রকল্পের কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনে সীমাবদ্ধতা হিসেবে কাজ করে। যেমন- কারিগরি কাজের দক্ষতার অভাব, সময়মত আর্থিক যোগান না থাকা ও দক্ষ জনবলের অভাব ইত্যাদি। প্রকল্পের নেতিবাচক দিক চিহ্নিত করে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা।

সুযোগ (Opportunity): সুযোগ হচ্ছে প্রকল্পের বাহ্যিক ফ্যাক্টর, যেগুলো প্রকল্পের জন্য নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। যেগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ বা চালনা করতে পারলে ভবিষ্যতে আরও বেশী সুবিধা বা উপকার পাওয়া যেতে পারে সে সব বিষয়গুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা।

ঝুঁকি (Threat): ঝুঁকি হচ্ছে প্রকল্পের বাহ্যিক ফ্যাক্টর, যেগুলো প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্য অর্জন ব্যহত অথবা প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্য হুমকি সৃষ্টি করেছে বা ভবিষ্যতে করতে পারে এমন দিকগুলো চিহ্নিত করা এবং সেসব ঝুঁকি থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজে বের করে মতামত প্রদান করা।

- ✓ প্রকল্প বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা, এবং নির্মাণ কাজের সবল (strength) দিকগুলো;
- ✓ প্রকল্প বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা, এবং নির্মাণ কাজের দুর্বল (weakness) দিকগুলো;
- ✓ প্রকল্প বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা এবং নির্মাণ কাজ উন্নয়নের আরো কোনো সুযোগ (opportunity) ছিল কিনা বা বর্তমানে আছে কিনা;
- ✓ প্রকল্প বাস্থবায়নের পর বর্তমানে কোন ধরনের ঝুঁকি (threat) আছে কিনা।

২.৫ প্রভাব মূল্যায়ন কাজের সীমাবদ্ধতা

গবেষণা কাজের সীমাবদ্ধতা হল একটি গবেষণার নকশা বা কার্যপদ্ধতির সেই বৈশিষ্ট্যগুলো যা গবেষণার ফলাফলগুলোর ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত করতে পারে। প্রতিটি গবেষণা কাজের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। একইভাবে, এই প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষারও কিছু প্রাথমিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমনঃ প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সকলকে নমুনা আকারের মধ্যে না নিতে পারা, প্রকল্পের সকল অঙ্গগুলোকে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের আওতায় না নিতে পারা, প্রকল্প বাস্তবায়নের সকল এলাকাসমূহ পর্যবেক্ষণের আওতায় না নিতে পারা, স্বল্প সময় এবং সম্পদের মধ্যে থেকে প্রভাব মূল্যায়ন করা, এবং প্রকল্পের সাথে জড়িত সকল অংশীদারগণের সাথে সাক্ষাৎকার করার সময় এবং সুযোগ না পাওয়া।

২.৬ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহে চ্যালেঞ্জ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সময়কাল ২০১১ থেকে ২০১৯, এবং প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা করা হয়েছে ২০২২-এ। এই দীর্ঘ সময় ব্যবধানের কারণে খানা জরিপে অধিকাংশ উত্তরদাতাকে প্রকল্প সম্পর্কিত নিখুঁত উত্তর দিতে বেগ পেতে হয়েছে। তাদেরকে এলাকা এবং প্রকল্প

অঙ্গ সুনির্দিষ্ট করে বোঝানোর পর তারা বুঝতে সক্ষম হয়েছে এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছে। আবার, হাওড় এলাকায় সবসময়ই একাধিক প্রকল্প চলমান থাকে। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণ জানে না, কোন কাজটি কোন প্রকল্প হতে করা হয়েছে। প্রকল্প স্থানে কোনও সাইনবোর্ড ও না থাকায় তাদের পক্ষে বুঝতে পারা কঠিন যে, আসলে কোন প্রকল্পের সুফল তারা ভোগ করছে।

এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়ে যেসব মুখ্য উত্তরদাতা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দায়িত্বে ছিলেন, তাদের অধিকাংশ ভিন্ন কর্মস্থানে বদলি হয়েছেন। ফলশ্রুতিতে, বর্তমানে প্রাপ্ত মুখ্য উত্তরদাতাগনের কাছ থেকে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নিখুঁত উত্তর পাওয়া যায়নি। বিকল্প হিসেবে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে যেসব কর্মকর্তা এই প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন, তাদের সাথে ফোনে কথোপকথনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

এই চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষাটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে যাদের থেকে সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছে, যেমনঃ বাপাউবো-র কর্মকর্তাগণ, জেলা/উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ, আইএমইডি-র সংশ্লিষ্ট সেক্টরের কর্মকর্তাগণ এবং সর্বোপরি প্রকল্প এলাকার জনসাধারনের প্রতি সমীক্ষা দলের অসীম কৃতজ্ঞতা।

তৃতীয় অধ্যায়

সমীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা

৩.১.১ প্রকল্পের অর্থ বছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়

"হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটির প্রধান অঙ্গসমূহের বাস্তবায়নের লক্ষ্য ও অর্জন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২য় সংশোধনের পর মোট বরাদ্দ ৫৮৭২৯.৬৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে মে, ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৪৪৩৮.২৮ লক্ষ টাকা, যা অনুমোদিত ব্যয়ের ৯২.৭০%। প্রকল্পটিতে কোন প্রকল্প সাহায্য বিদ্যমান নেই এবং সম্পূর্ণ সরকারী অর্থায়নে (GoB) বাস্তবায়িত। প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ এবং অগ্রগতি নিম্নের ছকে দেওয়া হলঃ

সারণী ১২: প্রকল্পের অর্থ বছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়

অর্থ বছর	ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ			এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ এবং অগ্রগতি		অর্থ ছাড়	বাস্তব অগ্রগতি এবং ব্যয়	
	মূল	১ম সংশোধন	২য় সংশোধন	মোট	আর্থিক অগ্রগতি (%)		মোট (লক্ষ টাকা)	ভৌত (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০১১-২০১২	১৪৭২৯.৩৪	৭৩৫.০০	৭৩৫.০০	৭৩৫.০০	১.২৫%	৭৩৫.০০	৭৩৫.০০	১.২৫%
২০১২-২০১৩	২০৭৫৩.৯২	২৪৯৫.০০	২৪৯৫.০০	২৪৯৫.০০	৪.২৫%	২৪৯৫.০০	২৪৯৫.০০	৪.২৫%
২০১৩-২০১৪	১৮১৯৩.৩১	২৪০০.৫৭	২৪০০.৫৭	২৬০০.০০	৪.১০%	২৬০০.০০	২৪০০.৫৭	৪.১০%
২০১৪-২০১৫	১৪৮১৭.৫৩	২৭৯৮.৪৮	২৭৯৮.৪৮	২৮০০.০০	৪.৭৬%	২৮০০.০০	২৭৯৮.৪৮	৪.৭৬%
২০১৫-২০১৬	-	৬১৯৭৮.৩১	৪১৭১.১৫	৪৫০০.০০	৭.১০%	৪৫০০.০০	৪১৭১.১৫	৭.১০%
২০১৬-২০১৭	-	-	২৩০৯.৯০	৪০০০.০০	৩.৯৩%	৪০০০.০০	২৩০৯.৯০	৩.৯৩%
২০১৭-২০১৮	-	-	২৭৮০৯.৫০	১৩৯৬১.০০	২৩.৭৬%	১৩৯৫৯.৫৪	১৩২২২.৫০	২২.৫১%
২০১৮-২০১৯	-	-	১৬০১০.০৩	১৭০০০.০০	৫০.৮৫%	১৭০০০.০০	১৬৩০৫.৬৮	৪৪.৮০%
মোট	৬৮৪৯৪.১০	৭০৪০৭.৩৬	৫৮৭২৯.৬৩	৪৮০৯১.০০	১০০.০০%	৪৮০৮৯.৫৪	৪৪৪৩৮.২৮	৯২.৭০%

সারণী ১২ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের শুরু থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি, বরাদ্দকৃত অগ্রগতির সমানুপাতিক; প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক এবং ভৌত অগ্রগতি উভয়েই ছিল ২৫.৩৯ শতাংশ। কিন্তু, ২০১৭-২০১৮ তে আকস্মিক ভাবে এক বছরে ভৌত অগ্রগতি হয় ২২.৫১ শতাংশ এবং ২০১৮-২০১৯-এ ৪৪.৮০ শতাংশ। এক্ষেত্রে বছরভিত্তিক বরাদ্দের সমতা হয়নি। ২০১৭ এর আগাম বন্যার পূর্বে প্রকল্পের মাত্র ২৫.৩৯ শতাংশ ভৌত অগ্রগতি সম্পন্ন হওয়ায় ঐ বছরের বন্যাকে সামাল দেয়া

সম্ভব হয়নি এবং ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। বছরভিত্তিক সমানভাবে বরাদ্দ হলে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের পূর্বে প্রকল্পের ৭৫ শতাংশ সম্পন্ন হত এবং ২০১৭-এর আগাম বন্যাকে অনেকাংশে সামাল দেয়া যেত। আবার, ২য় সংশোধনের পর মোট বরাদ্দ ৫৮৭২৯.৬৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে মে, ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৪৪৩৮.২৮ লক্ষ টাকা, যা অনুমোদিত ব্যয়ের ৯২.৭০%। এখানে যে ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় তার কারণ, বাস্তবায়ন জটিলতার কারণে প্রকল্পের কিছু অঙ্গ বাস্তবায়িত না হওয়া (অনুচ্ছেদ ৩.২.১ দ্রষ্টব্য)।

কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ

(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ

(১) ম্যাথমেটিক্যাল মডেল স্টাডিঃ প্রকল্প প্রনয়নকালীন সময়ে রাজস্ব খাতের এবং অন্য প্রকল্পের অর্থায়নে হাওর এলাকায় Mathematical Model Study সমীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। বিধায় প্রকল্পের আওতায় একাজটি সম্পাদনের প্রয়োজন হয়নি; তদপ্রেক্ষিতে এ খাতে ৩০০.০০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।

(২) ফিজিক্যাল মডেল স্ট্যাডিঃ ফিজিক্যাল মডেল স্টাডির জন্য একমাত্র উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান RRI (River Research Institute, Faridpur) । RRI এর ল্যাবরেটরিতে বিশাল হাওর এলাকার Physical Model Study সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় Space/সক্ষমতা নেই। ফলে একাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। এ খাতে ২০০.০০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। এছাড়া Pre and Post Work Survey খাতে প্রায় ২০০.০০ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়েছে অর্থাৎ Revenue Component এ ডিপিপি অনুমোদিত ব্যয় ১৬৮৮.৫০ লক্ষ টাকা বিপরীতে ৮৯১.৪১ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।

(খ) মূলধন ব্যয়ঃ

(১) ভূমি অধিগ্রহণঃ অনুমোদিত ডিপিপি'র Target মোতাবেক ১৩ টি কজওয়ে ও ১১ টি ড্রেনেজ রেগুলেটর নির্মানের জন্য ৪৮.০০ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহনের জন্য ৫৭৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিলো। মাঠ পর্যায়ের চাহিদা মোতাবেক হবিগঞ্জ জেলায় ১টি ৪-ভেন্ট রেগুলেটর নির্মানের জন্য ১.০৮ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ৩৪.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অন্যান্য কজওয়ে এবং ড্রেনেজ রেগুলেটরগুলো বাপাউবো'র প্রকল্প এলাকা এবং সুবিধাভোগীদের কর্তৃক Voluntarily প্রদত্ত ভূমিতে নির্মান করা হয়েছে। তদপ্রেক্ষিতে এ খাতে ৫৪১.৫৬ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।

(২) ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণঃ ১৬৭৩.৯৭১ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণের জন্য সংস্থান ছিলো ১৮৩৭২.২৪ লক্ষ টাকা। Pre and Post Work Survey মোতাবেক এ কাজে মোট ব্যয় হয়েছে ১৭৫৪৫.৬৭ লক্ষ টাকা; সাশ্রয় হয়েছে ৮২৬.৫৭ লক্ষ টাকা।

(৩) কম্পাটমেন্টাল ডাইকঃ ২৬.৮৫৩ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের কম্পাটমেন্টাল ডাইক নির্মাণের জন্য সংস্থান ছিলো ৬৭৪.৭২ লক্ষ টাকা। Pre and Post Work Survey মোতাবেক এ কাজে মোট ব্যয় হয়েছে ৪৯৬.৭০ লক্ষ টাকা; সাশ্রয় হয়েছে ১৭৮.০২ লক্ষ টাকা।

(৪) ড্রেনেজ রেগুলেটর নির্মাণঃ ডিপিপি'র Target মোতাবেক ১১ টি ড্রেনেজ রেগুলেটর নির্মানের জন্য ৩১২৫.৯৩ লক্ষ টাকা সংস্থান ছিলো। স্থানীয় সুবিধাভোগীদের মধ্যে সৃষ্ট দ্বিমত এবং তদপ্রেক্ষিতে স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যানের সমঝোতার প্রেক্ষিতে সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলার ১ টি ৪-ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ কাজ বাদ দেয়া হয়েছে এবং নির্মিত অপর ১০ টি রেগুলেটর চূড়ান্ত বিল মোতাবেক খরচ কম হয়েছে। বিধায় এ খাতে ৯৪৪.৯৪ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

(৫) ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণঃ ডিপিপিতে সিলেট জেলায় মোট ১৪ টি ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণের জন্য ৬৩৩.৫৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিলো। স্থানীয় সুবিধাভোগীদের মধ্যে স্থান নির্বাচন নিয়ে দ্বন্দের কারনে কানাইঘাট উপজেলায় ২ টি ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ সম্ভব হয়নি। এছাড়া নির্মিত ১২ টি ড্রেনেজ আউটলেটের চুড়ান্ত বিল মোতাবেক প্রাক্কলনের তুলনায় খরচ কম হয়েছে; বিধায় এখাতে ২৪৭.৯২ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

(৬) কজওয়ে নির্মাণঃ ডিপিপি'র Target মোতাবেক নেত্রকোনায় ১ টি, হবিগঞ্জ এ ২ টি এবং সিলেট জেলায় ১০টি অর্থাৎ মোট ১৩ টি কজওয়ে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। চুড়ান্ত বিল মোতাবেক খরচ হয়েছে ২২৮৬.৬৪ লক্ষ টাকা। এই আইটেমে সাশ্রয় হয়েছে ৩৩১.৯০ লক্ষ টাকা।

(৭) ইরিগেশন ইনলেটঃ ডিপিপি'র Target মোতাবেক সিলেট জেলায় ২২ টি ইরিগেশন ইনলেট নির্মানের জন্য ২২৯.৪৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিলো। ডিজাইন মোতাবেক প্রাক্কলন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০৩.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫ টি ইরিগেশন ইনলেট নির্মান করা হয়েছে; অব্যয়িত রয়েছে ২৫.৪৭ লক্ষ টাকা।

(৮) বিদ্যমান রেগুলেটরের পুর্নবাসনঃ ১১১ টি বিদ্যমান রেগুলেটরের যান্ত্রিক মেরামত কাজ বাস্তবায়নে মোট খরচ হয়েছে ৯৪৫.৫৯ লক্ষ টাকা, সাশ্রয় হয়েছে ১৪৯.৪৪ লক্ষ টাকা।

(৯) অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখননঃ Pre and Post Work Survey মোতাবেক ডিপিপি'র Target অনুযায়ী ১৪৬.১০ কিঃমিঃ অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখননের জন্য ব্যয় হয়েছে ১৯১০.৪৭ লক্ষ টাকা, এ কাজে সাশ্রয় হয়েছে ৪৯৩.৬৭ লক্ষ টাকা।

(১০) সুরমা-বৌলাই রিভার সিস্টেম ড্রেজিংঃ অনুমোদিত ডিপিপিতে ১১৬.১২৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে নদী খনন/ড্রেজিং কাজের প্রাক্কলিত মাটির পরিমান ছিলো ১৫.৮৫ মিলিয়ন ঘনমিটার। সম্পাদিত কাজের Pre and Post Work Survey মোতাবেক ড্রেজিংকৃত মাটির পরিমান ১১.৫০ মিলিয়ন ঘনমিটার। ফলে এ কাজে সাশ্রয় হয়েছে ৯৪১২.৩৪ লক্ষ টাকা।

অর্থাৎ মূলধন খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ৪৩৫৪৬.৮৭ লক্ষ টাকা, সাশ্রয় হয়েছে ১৩১৯৪.২৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট খরচ হয়েছে ৪৪৪৩৮.২৮ লক্ষ টাকা যা ডিপিপি ব্যয়ের শতকরা ৭৫.৬৭ ভাগ (আর্থিক); বাস্তব অগ্রগতি (Physical Progress) হয়েছে শতকরা ৯২.৭০ ভাগ।

৩.১.২ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি

সারণী ১৩-তে প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি উল্লেখ করা হয়েছে। পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, রাজস্ব উপাদানে ১৬৮৮.৫০ লক্ষ বরাদ্দ থাকলেও বাস্তবে ৮৯১.৪১ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। হাওর এলাকায় সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের উপর গাণিতিক মডেল স্টাডি করা হয়েছে IWM থেকে, যার জন্য বরাদ্দ ছিল ৩০০ লক্ষ টাকা, যা এই প্রকল্পের অধীনে বরাদ্দ থেকে ব্যয় করা হয়নি, অন্য তহবিল থেকে করা হয়েছে। আবার হাওর এলাকায় সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের উপর ভৌত মডেল স্টাডির জন্য বরাদ্দকৃত ২০০.০০ লক্ষ টাকা খরচ হয়নি, কারণ ল্যাবে স্বল্প পরিসরে হাওড়ের মত বিশাল আলাকার ভৌত মডেল স্টাডি করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া সেমিনার এবং ওয়ার্কশপের জন্য বরাদ্দকৃত ৫০.০০ লক্ষ টাকা খরচ হয়নি।

মৌলিক উপাদানে অন্তর্ভুক্ত জিপিএস ডিভাইস ক্রয় করা হয়নি এবং কজওয়ের জন্য ৫৭৬.০০ লক্ষ টাকায় ৪৮.০০ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করার বন্দোবস্ত থাকলেও বাস্তবে তা ৩৪.৪৪ লক্ষ টাকা খরচ ১.০৮ হেক্টর করা হয়েছে। ডিপিপিতে সব হাইড্রোলিক স্ট্রাকচারের জন্য জমি অধিগ্রহণের বিধান রাখা হয়েছিল। কিন্তু, যে ১.০৮ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল তা, হবিগঞ্জ জেলায় ১টি ৪-ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণের জন্য। অন্যান্য হাইড্রলিক কাঠামোগুলো বিদ্যমান BWDB এর বাঁধ এবং কিছু ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় উপলব্ধ সরকারি জমিতে বাস্তবায়িত হয়েছে।

নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রকল্প অঙ্গের নির্মাণ কাজ করা সম্ভব হয়নি। যেমনঃ ১১ টি ড্রেনেজ রেগুলেটরের মধ্যে ১০টি নির্মিত হয়েছে, ১টি হয়নি; ১৪টি ড্রেনেজ আউটলেটের মধ্যে ১২টি নির্মিত হয়েছে এবং ২টি নির্মিত হয়নি; ২২টি ইরিগেশন ইনলেটের মধ্যে ১৫টি নির্মিত হয়েছে, ৭টি হয়নি। এর কারণ হলঃ ড্রেনেজ রেগুলেটরের ক্ষেত্রে, স্থানীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, এবং জনসাধারণের সিদ্ধান্তের কারণে সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলায় একটি ৪ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়নি। এছাড়া চুক্তি মূল্য এবং কাজের চূড়ান্ত বিলের ভিত্তিতে ব্যয় ডিপিপি বিধানের চেয়ে কম ছিল; ড্রেনেজ আউটলেটের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের মধ্যে ড্রেনেজ আউটলেটের নির্মাণ স্থান ও নির্মাণ পরবর্তী ফলো-আপ নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতা থাকায়, সিলেটের কানাইঘাট উপজেলায় দুইটি ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি; এবং ইরিগেশন ইনলেটের ক্ষেত্রে, দরপত্রের আগে, আনুমানিক খরচ ডিপিপি বিধানকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, সেই কারণে ইরিগেশন ইনলেটের সংখ্যা কমিয়ে ১৫ করে দরপত্র পাঠানো

হয়েছিল। সব মিলিয়ে, প্রকল্পের বরাদ্দ ছিল ৫৮৭২৯.৬৩ লক্ষ টাকা, সেখানে বাস্তবে খরচ হয়েছে ৪৪৪৩৮.২৮ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ৭৫.৬৭%। আবার প্রকল্পের প্রাক্কলিত ভৌত অগ্রগতি ১০০ শতাংশ থাকলেও বাস্তবে হয়েছে ৯২.৭০ শতাংশ।

সারণী ১৩: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি

কাজের উপাদান (পিপি অনুযায়ী)	ইউনিট	লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত অগ্রগতি		বিচ্যুতির কারণ (±)
		আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব (পরিমাণ)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক. রাজস্ব উপাদান:						
পেট্রোল এবং লুব্রিকেন্ট	১	৭০.০০	১০০%	৬৬.৭৬	৬৬.৭৬%	
মুদ্রণ ও প্রকাশনা	১	৩০.০০	১০০%	২৯.৯২	৯৯.৭৩%	
স্টেশনারী, সীলমোহর এবং স্ট্যাম্প	১	৩০.০০	১০০%	২৯.৭৬	৯৯.২০%	
বিনোদন	১	১০.০০	১০০%	১০.০০	১০০%	
মিটিং এবং মধ্য-মেয়াদী মূল্যায়নের জন্য সম্মানী	১	৩০.০০	১০০%	২৮.৯১	৯৬.৩৬%	
ভ্রমণ ভাতা	১	১০০.০০	১০০%	৬৭.৫০	৬৭.৫০%	
সেমিনার/ওয়ার্কশপ ইত্যাদি	১	৫০.০০	১০০%	০.০০	০.০০%	
১৫ টি হাওরের এসআইএ সহ আইইই স্টাডি	১	৬৮.৫০	১০০%	৬৮.৫০	১০০%	
বাঁধ বরাবর এবং নিষ্কাশন খালের পুনঃখননের টপোগ্রাফিক জরিপ	১	৫০০.০০	১০০%	৪৮৪.০৭	৯৬.৮১%	
রিভার ড্রেজিং এর পূর্ব এবং পরবর্তী কাজের জরিপ	১	৩০০.০০	১০০%	১০৫.৯৯	৩৫.৩৩%	
হাওর এলাকায় সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের উপর গাণিতিক মডেল স্টাডি	১	৩০০.০০	১০০%	০.০০	০.০০%	হাওর অঞ্চলের গাণিতিক মডেল স্টাডি অন্যান্য উৎসের তহবিল থেকে করা হয়েছিল, তাই এই প্রকল্পের অধীনে বরাদ্দ থেকে ব্যয় করা হয়নি
হাওর এলাকায় সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের উপর ভৌত মডেল স্টাডি	১	২০০.০০	১০০%	০.০০	০.০০%	হাওর অঞ্চলের বিশালতার কারণে স্থানীয় কোনো প্রতিষ্ঠান বা ল্যাবে ভৌত মডেল স্টাডি করা সম্ভব নয়
সাব-টোটাল (ক):	**১**	**১৬৮৮.৫০**	**১০০%**	**৮৯১.৪১**	**৫২.৭৯%**	
খ. মৌলিক উপাদান						
১) জিপ (২৩৫০ সিসি) – ২ টি	সংখ্যা	১০১.৯৫	২	১০১.৯৫	২	
২) বিভিন্ন জিপিএস ডিভাইস	সংখ্যা	১০.০০	১	০.০০	০.০০	
৩) এক্সিবিয়ান এস্কাভেটর - ৫ টি এবং লং বুম এস্কাভেটর – ৩ টি	সংখ্যা	১৪৮৩.০০	৮	১৪৮৩.০০	৮	
৪) কম্পিউটার (ব্রান্ডঃ Pentium lV) এবং লেজার প্রিন্টার	সংখ্যা	৮.০০	৮	৮.০০	৮	

কাজের উপাদান (পিপি অনুযায়ী)	ইউনিট	লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত অগ্রগতি		বিচ্যুতির কারণ (±)
		আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব (পরিমাণ)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫) কজওয়ের জন্য জমি অধিগ্রহণ	৪৮ হেক্টর	৫৭৬.০০	৪৮ হেক্টর	৩৪.৪৪	১.০৮ হেক্টর	ডিপিপিতে সব হাইড্রোলিক স্ট্রাকচারের জন্য জমি অধিগ্রহণের বিধান রাখা হয়েছিল। কিন্তু, হবিগঞ্জ জেলায় ১টি ৪-ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণের জন্য মাত্র ১.০৮ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে; অন্যান্য হাইড্রলিক কাঠামোগুলো বিদ্যমান BWDB এর বাঁধ এবং কিছু ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় উপলব্ধ সরকারি জমিতে বাস্তবায়িত হয়েছে।
নির্মাণ কাজঃ						
১) ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ করা (আয়তন- ১২.৭৮ মিলিয়ন ঘনমিটার): ১৬৭৩.৯৭১ কিমি	কিমি	১৮৩৭২.২৪	১৬৭৩.৯৭১ কিমি	১৭৫৮৫.৬৭	১৬৭৩.৯৭১ কিমি	কাজ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিমাপ অনুযায়ী মাটি খননের পরিমাণ কমে গেছে, যে কারণে ডিপিপি-র সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি
২) কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণ (আয়তন- ০.৫৫৯ মিলিয়ন ঘনমিটার): ২৬.৮৫৩ কিমি	কিমি	৬৭৪.৭২	২৬.৮৫৩ কিমি	৪৯৬.৭০	২৬.৮৫৩ কিমি	কাজ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিমাপ অনুযায়ী মাটি খননের পরিমাণ কমে গেছে, যে কারণে ডিপিপি-র সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি
৪) ড্রেনেজ রেগুলেটর (১১ টি)	সংখ্যা	৩১২৫.৯৩	১১	২১৮০.৯৯	১০	স্থানীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, এবং জনসাধারণের সিদ্ধান্তের কারণে সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলায় একটি ৪ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়নি। এছাড়া চুক্তি মূল্য এবং কাজের চূড়ান্ত বিলের ভিত্তিতে ব্যয় ডিপিপি বিধানের চেয়ে কম
৫) ড্রেনেজ আউটলেট (০.৯০ মি ব্যাস) (১৪ টি)	সংখ্যা	৬৩৩.৫৩	১৪	৩৮৫.৬১	১২	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের মধ্যে ড্রেনেজ আউটলেটের নির্মাণ স্থান ও নির্মাণ পরবর্তী ফলো-আপ নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতা থাকায়, সিলেটের কানাইঘাট উপজেলায় দুইটি ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি।
৬) কজওয়ে	সংখ্যা	২৬১৮.৫৪	১৩	২২৮৬.৬৪	১৩	চুক্তি মূল্য এবং কাজের চূড়ান্ত বিলের ভিত্তিতে ব্যয় ডিপিপি বিধানের চেয়ে কম
৭) ইরিগেশন ইনলেট	সংখ্যা	২২৯.৪৬	২২	২০৩.৯৯	১৫	দরপত্রের আগে, আনুমানিক খরচ ডিপিপি বিধানকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, সেই কারণে

কাজের উপাদান (পিপি অনুযায়ী)	ইউনিট	লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত অগ্রগতি		বিচ্যুতির কারণ (±)
		আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব (পরিমাণ)	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব (পরিমাণ)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						ইরিগেশন ইনলেটের সংখ্যা কমিয়ে ১৫ করে দরপত্র পাঠানো হয়েছিল।
৮) বিদ্যমান রেগুলেটর পুনর্বাসন	সংখ্যা	১০৯৫.০৩	১১১	৯৪৫.৫৯	১১১	চুক্তি মূল্য এবং কাজের চূড়ান্ত বিলের ভিত্তিতে ব্যয় ডিপিপি বিধানের চেয়ে কম
৯) অভ্যন্তরীণ খালের পুনঃখনন	কিমি	২৪০৪.১৪	১৪৬.১০ কিমি	১৯১০.৪৭	১৪৬.১০ কিমি	কাজ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিমাপ অনুযায়ী মাটি খননের পরিমাণ কমে গেছে, যে কারণে ডিপিপি-র সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি
১০) সুরমা-বৌলাই নদী ব্যবস্থার ড্রেজিং	কিমি	২৫৩০৮.৫৮	১১৬.১২৫ কিমি	১৫৮৯৬.২৪	১১৬.১২৫ কিমি	ডিপিপি অনুযায়ী খননের পরিমাণ ১৫.৮৫ মিলিয়ন ঘনমিটার। কাজ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিমাপ অনুযায়ী মাটি খননের পরিমাণ কমে ১১.৫০ মিলিয়ন ঘনমিটার হয়েছে। এছাড়া চূড়ান্ত পরিমাপ অনুযায়ী কিছু ক্ষেত্রে সিলটেশনের কারণে কাজ করা যায়নি এবং কিছু ক্ষেত্রে মাটির অবস্থা অনুকূলে না থাকায় কাজ সমাপ্ত করা যায়নি। এসব কারণে মাটি খননের পরিমাণ ৩৭% হয়েছে।
১১) নির্মাণের সময় পওর	১	১০০.০০	১০০%	৬৭.৫৮	৬৭.৫৮%	
সাব-টোটাল (খ) :		**৫৬৭৪১.১৩**		**৪৩৫৪৬.৮৭**		
(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি (লাম্প সাম):		**৩০০.০০**		**০.০০**		
(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি		**০.০০**		**০.০০**		
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ):		**৫৮৭২৯.৬৩**		**৪৪৪৩৮.২৮ (৭৫.৬৭%)**	**৯২.৭০%**	

৩.১.৩ প্রকল্পের লগফ্রেম অনুযায়ী অর্জন পর্যালোচনা

প্রকল্পের ডিপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত লগফ্রেমটি সারণী ১৪-তে উল্লেখ করা হয়েছে। লগফ্রেমটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, লগফ্রেমে বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনে বছরভিত্তিক কোন পরিকল্পনা নেই। বছরভিত্তিক উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ থাকলে এবং সেই অনুযায়ী প্রকল্প পরিকল্পনা ও কার্যক্রম পরিচালনা করলে প্রকল্পের কোন বছরে কতটুকু অর্জিত হয়েছে এবং কোথায় কোথায় মান উন্নয়ন প্রয়োজন তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হত।

প্রকল্পের লগফ্রেম অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্ত পরবর্তী উদ্দেশ্য অর্জন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একটি প্রকল্প অঙ্গ নির্মাণের পরবর্তী ২-৩ বছর অঙ্গটি দ্বারা প্রকল্প উদ্দেশ্যের ৯০ ভাগ অর্জন করেছে, এবং ধীরে ধীরে স্বভাবত তা কমে গিয়েছে। প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের মাঠ পর্যায়ের তথ্য এবং নথিপত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রতিটি উপজেলায় প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে ঐ উপজেলায় আগাম বন্যা দ্বারা যে পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতি হত, আলোচ্য প্রকল্পের অঙ্গসমূহ বাস্তবায়নের ফলে পরবর্তী বছর প্রায় ৮০ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমনঃ কিশোরগঞ্জে ২৮টি হাওড়ে ১৩ কোটি টাকা খরচ করে ৯৬ কি.মি. বাঁধের কাজ করা হয় এবং রিটার্ণ হিসেবে ঐ বছরে প্রায় ১০০০ কোটি টাকার ধান পাওয়া যায়। আবার, খানা জরিপ এবং কেআইআই এর তথ্য সমন্বয় করে দেখা যায়, প্রকল্প পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার মূল নদীগুলোর ড্রেজিংকৃত অংশে পরিবহন ক্ষমতা অন্তঃত ৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রকল্প এলাকার অভ্যন্তরীণ খালগুলোর পানি ধারণ ক্ষমতা অন্তঃত ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে। আলোচ্য পরিবর্তনগুলো অত্র এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের পরবর্তী প্রথম বছরে প্রাপ্ত ফলাফল। এই ফলাফলের বিস্তারিত বিশ্লেষণ অনুচ্ছেদ ৩.৫-এ বর্ণনা করা হয়েছে।

হাওড় এলাকার ভিন্ন ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এখানে প্রকল্প টেকসই করা কঠিন। প্রাকৃতিকভাবেই, হাওড়ের বৈশিষ্ট্য হল, হাওড়ে পানি প্রবেশের ব্যবস্থা করে দিতে হবে এবং নেমে যাওয়ার সুযোগ থাকতে হবে। যেহেতু ৮ লাখ ৫৮ হাজার ৪৬০ হেক্টর আয়তনের বিশাল হাওড় এলাকাকে RCC Structure দিয়ে বেষ্টন করা অত্যাধিক ব্যয়বহুল, এজন্য এখানে ফসল রক্ষার জন্য ডুবন্ত বাঁধের ব্যবস্থা করা হয় এবং দীর্ঘ এই বাঁধগুলোর মাঝে মাঝে কজওয়ে এবং রেগুলেটর সেট করার মাধ্যমে বাঁধের দুইপাশের পানি আদান-প্রদান করা হয়। এছাড়া পাহাড়ি ঢল থেকে নেমে আসা পানি ফসলি জমিতে যাতে না প্রবেশ করতে পারে, এজন্য ড্রেজিং করে নদীগুলোর নাব্যতা বৃদ্ধি করা হয় এবং অভ্যন্তরীণ খালগুলো খননের মাধ্যমে নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করা হয়।

সাধারণত হাওড়ের ফসল রক্ষা বাঁধগুলো মাটির তৈরী, যা একটি আগাম বন্যার ৬ মিটার উচ্চতার পানির চাপকে গড়ে ১৫ দিন পর্যন্ত সুরক্ষা দিতে পারে। আবার, একটি আগাম বন্যার পানির চাপে একটি বাঁধের গড়ে ৩০-৪০ ভাগ ভেঙ্গে যায় (মুখ্য আলোচনা, আলোচ্য প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা) অর্থাৎ একটি বাঁধ ২-৩ বছর ফসলকে সুরক্ষা দিতে পারে। এজন্য হাওড় এলাকায় নির্মিত সকল কাঠামো প্রতি বছরই কিছু না কিছু সংস্কার করতে হয়।

সারণী ১৪: প্রকল্পের লগফ্রেম অনুযায়ী অর্জন পর্যালোচনা

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক	যাচাইয়ের মাধ্যম	অর্জন পর্যালোচনা
১	২	৩	৪
লক্ষ্য (Goal) • আগাম বন্যার কবল থেকে হাওড় এলাকার বোরো ফসল কে রক্ষা করা • হাওড় এলাকার মূল নদীগুলোর পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা • অভ্যন্তরীণ খালগুলোর পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা • দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নাব্যতা উন্নত করা	• বর্ধিত হাওড় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হাওর এলাকায় আকস্মিক বন্যার পরিমাণ কমিয়ে আনা • নিরাপদ প্রাকৃতিক এবং মানব সম্পদ • ত্বরান্বিত ব্যবসায়িক কার্যক্রম	• জাতীয় পরিকল্পনার মূল্যায়ন প্রতিবেদন • জাতীয় পরিবেশগত প্রতিবেদন • আঞ্চলিক/জাতীয় ব্যবসায়িক প্রতিবেদন	• প্রকল্প পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আগাম বন্যার কবল থেকে প্রকল্প এলাকার ৮০% বোরো ফসল রক্ষা পেয়েছে • প্রকল্প পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার মূল নদীগুলোর পরিবহন ক্ষমতা অন্তঃত ৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে • প্রকল্প এলাকার অভ্যন্তরীণ খালগুলোর পানি ধারণ ক্ষমতা অন্তঃত ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে • দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নাব্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে
উদ্দেশ্য (Outcome) • বোরো ফসল রক্ষা • খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা • টেকসই আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং সর্বোচ্চ খাতের উন্নতি • নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি	• সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং মানুষের ঝুঁকি হ্রাস করা • এফআইআরআর ২০.২৯% • ইআইআরআর ২৫.৮১%	• বাপাউবো এর সংশ্লিষ্ট O&M বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এর রিপোর্ট • কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন এবং মান নিয়ন্ত্রণ	• বোরো ফসল রক্ষিত হয়েছে • খাদ্য নিরাপত্তা অর্জিত হয়েছে • আর্থ-সামাজিক অবস্থা টেকসই হয়েছে • নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে
আউটপুট (Output) • কজওয়ে	জুন ২০১৯ এর মধ্যে ১০০% বাস্তব অগ্রগতি • ১৩ টি	• বাপাউবো -এর মনিটরিং রিপোর্ট এবং O&M	• কজওয়ে ১৩টি • ড্রেনেজ আউটলেট ১২টি

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক	যাচাইয়ের মাধ্যম	অর্জন পর্যালোচনা
১	২	৩	৪
• ড্রেনেজ আউটলেট • ইরিগেশন ইনলেট • বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ • কম্পার্টমেন্টাল ডাইক • রেগুলেটর • রেগুলেটর পুনর্বাসন • অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন • রিভার ড্রেজিং	• ১৪ টি • ২২ টি • ১৬৭৩.৯৭১ কি. মি. • ২৬.৮৫৩ কি. মি. • ১১ টি • ১১১ টি • ১৪৬.১০ কি. মি. • ১১৬.১২৫ কি. মি.	বিভাগের অগ্রগতি রিপোর্ট • বাপাউবো এর সংশ্লিষ্ট O&M বিভাগের ফিল্ড রিপোর্ট	• ইরিগেশন ইনলেট- ১৫টি • বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৬৭৩.৯৭১ কি.মি • কম্পার্টমেন্টাল ডাইক- ২৬.৮৫৩ কি.মি • রেগুলেটর নির্মাণ- ১০টি • রেগুলেটর পুনর্বাসন- ১১১টি • অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন- ১৪৬.১০ কি.মি • রিভার ড্রেজিং- ১১৬.১২৫ কি.মি
ইনপুট (Input) • বাঁধের জন্য মাটির কাজ • ড্রেজিংয়ের জন্য মাটির কাজ • রেগুলেটর/কজওয়ে/আউটলেট/ইনলেটের নির্মাণ সামগ্রী • দক্ষ জনবল ও শ্রমিক • প্রাক-নির্মাণ কার্যক্রম	মোট খরচ: টাকা ৫৮৭২৯.৬৩ লাখ • ১২.৭৯ মিলিয়ন ঘনমিটার • ১৫.৮৫ মিলিয়ন ঘনমিটার • ৬০ জন	• প্রকল্পের ডিপিপি • মাঠ পর্যায়ে যাচাইকরণ • উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী ও নির্বাহী প্রকৌশলীর মাঠ পর্যায়ের রিপোর্ট • কাজের পরিমাপ বই	

৩.২ ক্রয় পরিকল্পনা ও ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা

৩.২.১ ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা

ডিপিপি ও আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির সমস্ত ক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে কিনা তা নিরূপণের জন্য প্রকল্পের বাস্তব ক্রয় পরিকল্পনা ও কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয় এবং এক্ষেত্রে বেশকিছু ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় (৪০টি প্যাকেজের মধ্যে ৫টি)। ব্যত্যয় গুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২টি প্যাকেজে ইনভাইটেশন তারিখ গড়মিল হয়েছে, ৫টি প্যাকেজে চুক্তি স্বাক্ষর/ এলসি খোলার তারিখে গড়মিল হয়েছে, এবং ৫টি তে চুক্তির তারিখ অনুযায়ী বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়নি। কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, অর্থ দেরীতে ছাড়ের কারণে দরপত্র আহবান করতে দেরী হয়েছে এবং ফলশ্রুতিতে চুক্তি স্বাক্ষর করতে দেরী হয়েছে। আবার, চুক্তি অনুযায়ী ৫টি প্যাকেজের বাস্তবায়ন কাজ দেরীতে সমাপ্ত হওয়ার অন্যতম কারণ হঠাৎ করে আগাম বন্যা চলে আসা। আবার চুক্তি সম্পাদন করতে দেরী হওয়ার কারণে প্রকল্প অঙ্গের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হতে বিলম্বিত হয়েছে (যেমনঃ Sunam-Dredging-০৪/Old Surma/২০১৭-১৮ প্যাকেজের আওতায় ড্রেজিং, পুরাতন সুরমা নদী (৪০.০০ কিমি.); Sunam-Dredging-০৬/Chamti/২০১৭-১৮ ড্রেজিং, ছামতী নদী (১৭.২৫৫ কিমি.); Chatal-W-১৭/২০১৭-১৮ এর আওতায় ০.৬০ মিটার ডায়া পাইপ ইনলেট নির্মাণ, (১.০০০ কিমি এ ০.৩০০ কিমি); কম্পার্টমেন্টাল ডাইক-১ (৪ টি); কম্পার্টমেন্টাল ডাইক-২ (২ টি) এবং কম্পার্টমেন্টাল ডাইক-৩ (২ টি) ২০১৮-১৯ সাল ইত্যাদি। এই সম্পর্কিত বিস্তারিত পর্যালোচনা নিম্নের সারণীতে দেখানো হল। এছাড়া, পরিশিষ্ট খ-তে প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক এবং বাস্তব লক্ষ্যের পরিকল্পনা এবং পরিশিষ্ট গ-তে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বছরভিত্তিক ক্রয় পরিকল্পনা উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণী ১৫: ক্রয় পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ (ডিপিপি/আরডিপিপি/প্রকৃত)

প্যাকেজ নং	বিড নথি অনুযায়ী সংগ্রহের বিবরণ (পণ্য /কাজ/পরামর্শ)	ডিপিপি/আরডিপিপি/ প্রকৃত/ব্যত্যয়	দরপত্র/বিড/প্রস্তাব খরচ (টাকায়)		দরপত্র/বিড/প্রস্তাব কাজ/পরিষেবা এবং পণ্য সরবরাহ		সমাপ্তির তারিখ		মন্তব্য
			পিপি অনুযায়ী	চুক্তিমূল্য	ইনভাইটেশন ডেট	চুক্তি স্বাক্ষর/ এলসি খোলার তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
১	২		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	পণ্য :								
G- ১/২০১১-১২	৫-দরজা বিশিষ্ট জিপ ক্রয় (প্রগতি লিমিটেড থেকে) (২টি)	ডিপিপি	১০১.৯৫	১০১.৯৫	১৩/০৯/২০১১	২৭/১০/২০১১	৩১/১০/২০১১	৩১/১০/২০১১	
		আরডিপিপি	১০১.৯৫	১০১.৯৫	১৩/০৯/২০১১	২৭/১০/২০১১	৩১/১০/২০১১	৩১/১০/২০১১	
		প্রকৃত	১০১.৯৫	১০১.৯৫	-	-	-	-	
		ব্যত্যয়							
G- ২/২০১১-১২	লং বুম এক্সকাভেটর ক্রয় (৫টি)	ডিপিপি	৬৬৭.০০	৬৬৭.০০	০৮/১২/২০১১	১৩/০২/২০১২	১১/০৮/২০১২	১১/০৮/২০১২	সাইফ পাওয়ারটেক লিঃ থেকে ক্রয় করা হয়েছে
		আরডিপিপি	৬৬৭.০০	৬৬৭.০০	০৮/১২/২০১১	১৩/০২/২০১২	১১/০৮/২০১২	১১/০৮/২০১২	
		প্রকৃত	৬৬৭.০০	৬৬৭.০০	০৮/১২/২০১১	১৪/০১/২০১২	১৩/০৩/২০১২	১৩/০৩/২০১২	
		ব্যত্যয়				ব্যত্যয়	ব্যত্যয়	ব্যত্যয়	
G-৫/২০১৫-১৬	এম্ফিবিয়ান এক্সকাভেটর ক্রয় (৩টি)	ডিপিপি	৮১৬.০০	৮১৬.০০	০২/০৮/২০১৫	১৫/০৯/২০১৫	২৫/০৬/২০১৬	২৫/০৬/২০১৬	প্রিমিয়ার ট্রেডিং করপোরেশন থেকে ক্রয় করা হয়েছে
		আরডিপিপি	৮১৬.০০	৮১৬.০০	০২/০৮/২০১৫	১৫/০৯/২০১৫	২৫/০৬/২০১৬	২৫/০৬/২০১৬	
		প্রকৃত	৮১৬.০০	৮১৬.০০	০৮/১১/২০১৫	১৫/১১/২০১৫	১৫/০৪/২০১৬	১৫/০৪/২০১৬	
		ব্যত্যয়			ব্যত্যয়	ব্যত্যয়	ব্যত্যয়	ব্যত্যয়	
	কাজ :								
egp/Muniya/২০১৭-১৮/l	খাল পুনঃখনন, মুনিয়া খাল (৫২৫০ মি), কাওয়াদিঘী হাওড়, মৌলভীবাজার পওর বিভাগ	ডিপিপি	২৯২.৭৯	২৯২.৭৩	০২/১০/২০১৭	২০/ ১২/১৭	২৮/০২/১৯	২৮/০২/১৯	
		আরডিপিপি	২৯২.৭৯	২৯২.৭৩	০২/১০/২০১৭	২০/ ১২/১৭	২৮/০২/১৯	২৮/০২/১৯	
		প্রকৃত	২৯২.৭৯	২৯২.৭৩	০২/১০/২০১৭	২০/ ১২/১৭	২৮/০২/১৯	২৮/০২/১৯	
		ব্যত্যয়	-	-	-	-	-	-	
egp/ Akhali /২০১৭-১৮/২	খাল পুনঃখনন, আখালী খাল (৩৭৪০মি), কাওয়াদিঘী হাওড়, মৌলভীবাজার পওর বিভাগ	ডিপিপি	১৮৯.০৯	১৭০.১৮	১৮/০২/২০১৮	২০/০৩/২০১৮	৩০/০৪/২০১৯	৩০/০৪/২০১৯	
		আরডিপিপি	১৮৯.০৯	১৭০.১৮	১৮/০২/২০১৮	২০/০৩/২০১৮	৩০/০৪/২০১৯	৩০/০৪/২০১৯	
		প্রকৃত	১৮৯.০৯	১৭০.১৮	১৮/০২/২০১৮	২০/০৩/২০১৮	৩০/০৪/২০১৯	৩০/০৪/২০১৯	
		ব্যত্যয়							

প্যাকেজ নং	বিড নথি অনুযায়ী সংগ্রহের বিবরণ (পণ্য /কাজ/পরামর্শ)	ডিপিপি/আরডিপিপি/ প্রকৃত/ব্যত্যয়	দরপত্র/বিড/প্রস্তাব খরচ (টাকায়)		দরপত্র/বিড/প্রস্তাব কাজ/পরিষেবা এবং পণ্য সরবরাহ		সমাপ্তির তারিখ		মন্তব্য
			পিপি অনুযায়ী	চুক্তিমূল্য	ইনভাইটেশন ডেট	চুক্তি স্বাক্ষর/ এলসি খোলার তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
১	২		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
Sunam-Dredging-০১/Rakti/২০১৪-১৫	ড্রেজিং, রক্তি নদী (৬.০০ কিমি), সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ	ডিপিপি	১৭০৮.৬৪	১৭০৮.৬৪	১/১০/২০১৪	২৯/০৬/১৫	৩০/০৬/১৯	৩০/০৬/১৯	
		আরডিপিপি	১৭০৮.৬৪	১৭০৮.৬৪	১/১০/২০১৪	২৯/০৬/১৫	৩০/০৬/১৯	৩০/০৬/১৯	
		প্রকৃত	১৭০৮.৬৪	১৭০৮.৬৪	১/১০/২০১৪	২৯/০৬/১৭	২৯/০৬/১৭	২৯/০৬/১৭	
		ব্যত্যয়				ব্যত্যয়	ব্যত্যয়	ব্যত্যয়	
Sunam-Dredging-০২/Upper Boulai/২০১৫-১৬	ড্রেজিং, বৌলাই নদীর উপরাংশ, (১৬.০০ কিমি), সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ-১	ডিপিপি	৩৩৬৯.৭১	৩৩৪১.১০	৫/০১/২০১৭	১৭/০৫/১৭	১৮/১০/১৮	১৮/১০/১৮	
		আরডিপিপি	৩৩৬৯.৭১	৩৩৪১.১০	৫/০১/২০১৭	১৭/০৫/১৭	১৮/১০/১৮	১৮/১০/১৮	
		প্রকৃত	৩৩৬৯.৭১	৩০৬৯.৭১	৫/০১/২০১৭	১৭/০৫/১৭	১৮/১০/১৮	১৮/১০/১৮	
		ব্যত্যয়		ব্যত্যয়					
Sunam-Dredging-০৩/Jadhukata/২০১৬-১৭	ড্রেজিং, জাদুকাটা নদী (৬.১২৫ কিমি), সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ-১	ডিপিপি	৮৬৫.০৪	৮১১.২৩	০৫/০১/২০১৭	১৮/০৭/১৭	১৮/০১/১৯	১৮/০১/১৯	
		আরডিপিপি	৮৬৫.০৪	৮১১.২৩	০৫/০১/২০১৭	১৮/০৭/১৭	১৮/০১/১৯	১৮/০১/১৯	
		প্রকৃত	৮৬৫.০৪	৮১১.২৩	০৫/০১/২০১৭	১৮/০৭/১৭	১৮/০১/১৯	১৮/০১/১৯	
		ব্যত্যয়							
Sunam-Dredging-০৪/Old Surma/২০১৭-১৮	ড্রেজিং, পুরাতন সুরমা নদী (৪০.০০ কিমি.), সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ-১	ডিপিপি	৯৯৩০.৩৬	৪৬৯৬.৫২	২৩/১০/২০১৭	২৫/০১/১৮	৩০/০৬/১৯	৩০/০৬/১৯	
		আরডিপিপি	৯৯৩০.৩৬	৪৬৯৬.৫২	২৩/১০/২০১৭	২৫/০১/১৮	৩০/০৬/১৯	৩০/০৬/১৯	
		প্রকৃত	৯৯৩০.৩৬	৪৬৯৬.৫২	২৫/০১/২০১৮	০১/০৩/১৮	৩০/০৫/১৯	৩০/০৫/১৯	
		ব্যত্যয়			ব্যত্যয়	ব্যত্যয়	ব্যত্যয়	ব্যত্যয়	
Sunam-Dredging-০৬/Chamti/২০১৭-১৮	ড্রেজিং, ছামতী নদী (১৭.২৫৫ কিমি.), সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ-১	ডিপিপি	**৪৬৭৪.৫৮	**৫১৮৬.৫৮	২০/০২/২০১৮	০৪/০৯/২০১৮	৩০/০৬/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯	
		আরডিপিপি	**৪৬৭৪.৫৮	**৫১৮৬.৫৮	২০/০২/২০১৮	০৪/০৯/২০১৮	৩০/০৬/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯	
		প্রকৃত	**৪৬৭৪.৫৮	**৫১৮৬.৫৮	২০/০২/২০১৮	০৩/০৯/২০১৮	৩০/০৫/২০১৯	৩০/০৫/২০১৯	
		ব্যত্যয়				ব্যত্যয়	ব্যত্যয়	ব্যত্যয়	
Sunam-Dredging-OS/Nulior/২০১৭১৮	ড্রেজিং, নুলজর নদী, (১০ কিমি) সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ-২	ডিপিপি	১১০৭.২৬	৯৩৮.২১	১৪/০২/২০১৮	১৬/০১/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯	
		আরডিপিপি	১১০৭.২৬	৯৩৮.২১	১৪/০২/২০১৮	১৬/০১/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯	
		প্রকৃত	১১০৭.২৬	৯৩৮.২১	১৪/০২/২০১৮	১৬/০১/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯	
		ব্যত্যয়							
	ড্রেজিং, জুড়ী নদী (১০.০০ কিমি.),	ডিপিপি	২৩৪৯.৩৫	২১১৪.৪২	০৭/০২/২০১৮	১২/০৪/২০১৮	২৫/০৫/২০১৯	২৫/০৫/২০১৯	
		আরডিপিপি	২৩৪৯.৩৫	২১১৪.৪২	০৭/০২/২০১৮	১২/০৪/২০১৮	২৫/০৫/২০১৯	২৫/০৫/২০১৯	
		প্রকৃত	২৩৪৯.৩৫	২১১৪.৪২	০৭/০২/২০১৮	১২/০৪/২০১৮	২৫/০৫/২০১৯	২৫/০৫/২০১৯	

প্যাকেজ নং	বিড নথি অনুযায়ী সংগ্রহের বিবরণ (পণ্য /কাজ/পরামর্শ)	ডিপিপি/আরডিপিপি/ প্রকৃত/ব্যত্যয়	দরপত্র/বিড/প্রস্তাব খরচ (টাকায়)		দরপত্র/বিড/প্রস্তাব কাজ/পরিষেবা এবং পণ্য সরবরাহ		সমাপ্তির তারিখ		মন্তব্য
			পিপি অনুযায়ী	চুক্তিমূল্য	ইনভাইটেশন ডেট	চুক্তি স্বাক্ষর/ এলসি খোলার তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
১	২		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
e-Gp-Juri Drdg/২০১৭-১৮//৩) Tender ID-১৫৮৮৪০	মৌলভীবাজার পওর বিভাগ-১	ব্যত্যয়	-	-	-	-	-	-	
e-Gp Tender-Sonai - Drdg/২০১/-১৮/০৪) ID-১৫৮৮৪১	সুনাই নদী (৮.০০ কিমি.), মৌলভীবাজার পওর বিভাগ	ডিপিপি	১৮৭৯.৪৯	১৬৯১.৫৪	০৭/০২/২০১৮	১২/০৪/২০১৮	২৫/০৫/২০১৯	২৫/০৫/২০১৯	
		আরডিপিপি	১৮৭৯.৪৯	১৬৯১.৫৪	০৭/০২/২০১৮	১২/০৪/২০১৮	২৫/০৫/২০১৯	২৫/০৫/২০১৯	
		প্রকৃত	১৮৭৯.৪৯	১৬৯১.৫৪	০৭/০২/২০১৮	১২/০৪/২০১৮	২৫/০৫/২০১৯	২৫/০৫/২০১৯	
		ব্যত্যয়	-	-	-	-	-	-	
W/HAB-১/২০১৭-২০১৮	কজওয়ে, আমরাখাইর, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ পওর বিভাগ	ডিপিপি	২৭৪.০০	২৭৪.০০	১১০৯/২০১৭	১৮/০২/ ১৮	১৫/০৬১১৯	১৫/০৬/ ১৯	
		আরডিপিপি	২৭৪.০০	২৭৪.০০	১১০৯/২০১৭	১৮/০২/ ১৮	১৫/০৬১১৯	১৫/০৬/ ১৯	
		প্রকৃত	২৭৪.০০	২৭৪.০০	১১০৯/২০১৭	১৮/০২/ ১৮	১৫/০৬১১৯	১৫/০৬/ ১৯	
		ব্যত্যয়	-	-	-	-	-	-	
Shafique-W-২৫/২০১৫-১৬	কজওয়ে, হাতির খাল (০.৯৩০ কিমি স্থানে), শফিক হাওড়, সিলেট পওর বিভাগ	ডিপিপি	১৫৪.৫৪	১৫২.২৪	১৫/০৩/২০১৬	১৭/১০/২০১৬	৩১/০৫/২০১৫	৩১/০৫/২০১৫	
		আরডিপিপি	১৫৪.৫৪	১৫২.২৪	১৫/০৩/২০১৬	১৭/১০/২০১৬	৩১/০৫/২০১৫	৩১/০৫/২০১৫	
		প্রকৃত	১৫৪.৫৪	১৫২.২৪	১৫/০৩/২০১৬	১৭/১০/২০১৬	৩১/০৫/২০১৫	৩১/০৫/২০১৫	
		ব্যত্যয়							
Pathor-Syl-W-২৬/২০১৫-১৬	কজওয়ে, বড়ভাংগা নদী (১৫ কিমি স্থানে), পাথর চাওলি হাওড় (এলাকা ২), সিলেট পওর বিভাগ	ডিপিপি	১৮৬.৮৭	১৮৬.৮৭	২৮/০২/২০১৬	২৮/০৭/২০১৬	৩১/০৫/২০১৮	৩১/০৫/২০১৮	
		আরডিপিপি	১৮৬.৮৭	১৮৬.৮৭	২৮/০২/২০১৬	২৮/০৭/২০১৬	৩১/০৫/২০১৮	৩১/০৫/২০১৮	
		প্রকৃত	১৮৬.৮৭	১৮৬.৮৭	২৮/০২/২০১৬	২৮/০৭/২০১৬	৩১/০৫/২০১৮	৩১/০৫/২০১৮	
		ব্যত্যয়							
Chatol-Syl- W-১০/২০১৭-১৮	ডুবন্ত বাঁধ, ভেওয়া খাল, ছাতল হাওড়, সিলেট পওর বিভাগ	ডিপিপি	১৪৭.৩০	১৩২.৫৭	২৭১১২/২০১৭	২৭/০২/২০১৮	৩০/০৪/২০১৮	৩০/০৪/২০১৮	
		আরডিপিপি	১৪৭.৩০	১৩২.৫৭	২৭১১২/২০১৭	২৭/০২/২০১৮	৩০/০৪/২০১৮	৩০/০৪/২০১৮	
		প্রকৃত	১৪৭.৩০	১৩২.৫৭	২৭১১২/২০১৭	২৭/০২/২০১৮	৩০/০৪/২০১৮	৩০/০৪/২০১৮	
		ব্যত্যয়							
Shafiq ue-Syl-W-১১/২০১৭-১৮	কজওয়ে, মতিজুরি খাল, শফিক হাওড়, সিলেট পওর বিভাগ	ডিপিপি	২১৬.৫২	১৯৪.৮৬	২৭/১২/২০১৭	২৫/০২/২০১৮	৩০/০৪/২০১৯	৩০/০৪/২০১৯	
		আরডিপিপি	২১৬.৫২	১৯৪.৮৬	২৭/১২/২০১৭	২৫/০২/২০১৮	৩০/০৪/২০১৯	৩০/০৪/২০১৯	
		প্রকৃত	২১৬.৫২	১৯৪.৮৬	২৭/১২/২০১৭	২৫/০২/২০১৮	৩০/০৪/২০১৯	৩০/০৪/২০১৯	
		ব্যত্যয়							

প্যাকেজ নং	বিড নথি অনুযায়ী সংগ্রহের বিবরণ (পণ্য /কাজ/পরামর্শ)	ডিপিপি/আরডিপিপি/ প্রকৃত/ব্যত্যয়	দরপত্র/বিড/প্রস্তাব খরচ (টাকায়)		দরপত্র/বিড/প্রস্তাব কাজ/পরিষেবা এবং পণ্য সরবরাহ		সমাপ্তির তারিখ		মন্তব্য
			পিপি অনুযায়ী	চুক্তিমূল্য	ইনভাইটেশন ডেট	চুক্তি স্বাক্ষর/ এলসি খোলার তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
১	২		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
Shafique-Syl-W-১২/২০১৭-১৮	কজওয়ে, ঈদগাহ খাল, শফিক হাওড়, সিলেট পওর বিভাগ	ডিপিপি	১৭২.৫৩	১৫৫.২৮	২৭/১২/২০১৭	২৫/০২/২০১ ৮	৩০/০৬/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯	
		আরডিপিপি	১৭২.৫৩	১৫৫.২৮	২৭/১২/২০১৭	২৫/০২/২০১ ৮	৩০/০৬/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯	
		প্রকৃত	১৭২.৫৩	১৫৫.২৮	২৭/১২/২০১৭	২৫/০২/২০১ ৮	৩০/০৬/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯	
		ব্যত্যয়							
Boro- Syl- W-০৯/২০১৭-১৮	কজওয়ে, বড়ভাংগা খাল, বড় হাওড় (৩.৭৬০ কিমি স্থানে), সিলেট পওর বিভাগ	ডিপিপি	১৭০.৩১	১৫৩.২৮	২৭/১২/২০১৭	০৬/০২/২০১৮	৩০/০৪/২০১৯	৩০/০৪/২০১৯	
		আরডিপিপি	১৭০.৩১	১৫৩.২৮	২৭/১২/২০১৭	০৬/০২/২০১৮	৩০/০৪/২০১৯	৩০/০৪/২০১৯	
		প্রকৃত	১৭০.৩১	১৫৩.২৮	২৭/১২/২০১৭	০৬/০২/২০১৮	৩০/০৪/২০১৯	৩০/০৪/২০১৯	
		ব্যত্যয়							
Pathor-Syl-W-২৭/২০১৫-১৬	কজওয়ে, বগার খাল (১৭.২০ কিমি স্থানে), পাথর চাওলি হাওড় (এলাকা ১), ২০১৫-১৬ সাল	ডিপিপি	১৮৭.২৩	১৬৬.৬৩	২৫/০২১২০১৬	১৪/০৭/২০১৬	৩১/০৫/২০১৮	৩১/০৫/২০১৮	
		আরডিপিপি	১৮৭.২৩	১৬৬.৬৩	২৫/০২১২০১৬	১৪/০৭/২০১৬	৩১/০৫/২০১৮	৩১/০৫/২০১৮	
		প্রকৃত	১৮৭.২৩	১৬৬.৬৩	২৫/০২১২০১৬	১৪/০৭/২০১৬	৩১/০৫/২০১৮	৩১/০৫/২০১৮	
		ব্যত্যয়							
Pathor-Syl-W-২৮/২০১৫-১৬	কজওয়ে, সনুরা খাল (২২.২০ কিমি স্থানে), পাথর চাওলি হাওড় (এলাকা ২), ২০১৫-২০১৬ সাল	ডিপিপি	১৯৪.৪০	১৭০.৭৪	২৫/০২/২০১৬	১৮/০৭/২০১৬	৩১/০৫/২০১৮	৩১/০৫/২০১৮	
		আরডিপিপি	১৯৪.৪০	১৭০.৭৪	২৫/০২/২০১৬	১৮/০৭/২০১৬	৩১/০৫/২০১৮	৩১/০৫/২০১৮	
		প্রকৃত	১৯৪.৪০	১৭০.৭৪	২৫/০২/২০১৬	১৮/০৭/২০১৬	৩১/০৫/২০১৮	৩১/০৫/২০১৮	
		ব্যত্যয়							
Pathor-Svl-W-২৯/২০১৫-১৬	কজওয়ে, টোকেরগাও (২৪.২০ কিমি স্থানে), পাথর চাওলি হাওড় (এলাকা ২), ২০১৫-২০১৬ সাল	ডিপিপি	১৯৬.১৯	১৭৫.৬০	২৫/০২/২০১৬	১৪/০৭/২০১৬	৩১/০৫/২০১৮	৩১/০৫/২০১৮	
		আরডিপিপি	১৯৬.১৯	১৭৫.৬০	২৫/০২/২০১৬	১৪/০৭/২০১৬	৩১/০৫/২০১৮	৩১/০৫/২০১৮	
		প্রকৃত	১৯৬.১৯	১৭৫.৬০	২৫/০২/২০১৬	১৪/০৭/২০১৬	৩১/০৫/২০১৮	৩১/০৫/২০১৮	
		ব্যত্যয়							
	কজওয়ে, বাথলার খাল (৩.০ কিমি স্থানে),	ডিপিপি	১৮৮.৩১	১৬৫.৭১	২৫/০২/২০১৬	১৪/০৭/২০১৬	৩১/০৫/২০১৮	৩১/০৫/২০১৮	
		আরডিপিপি	১৮৮.৩১	১৬৫.৭১	২৫/০২/২০১৬	১৪/০৭/২০১৬	৩১/০৫/২০১৮	৩১/০৫/২০১৮	

প্যাকেজ নং	বিড নথি অনুযায়ী সংগ্রহের বিবরণ (পণ্য /কাজ/পরামর্শ)	ডিপিপি/আরডিপিপি/ প্রকৃত/ব্যত্যয়	দরপত্র/বিড/প্রস্তাব খরচ (টাকায়)		দরপত্র/বিড/প্রস্তাব কাজ/পরিষেবা এবং পণ্য সরবরাহ		সমাপ্তির তারিখ		মন্তব্য
			পিপি অনুযায়ী	চুক্তিমূল্য	ইনভাইটেশন ডেট	চুক্তি স্বাক্ষর/ এলসি খোলার তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
১	২		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
Pathor-Syl-W-৩০/২০১৫-১৬	পাথর চাওলি হাওড় (এলাকা ২), ২০১৫-২০১৬ সাল	প্রকৃত	১৮৮.৩১	১৬৫.৭১	২৫/০২/২০১৬	১৪/০৭/২০১৬	৩১/০৫/২০১৮	৩১/০৫/২০১৮	
		ব্যত্যয়							
W-৩৭/২০১৬-১৭	কজওয়ে, নাওটানা প্রকল্প	ডিপিপি	২২৪.৬০	২২৪.৪২	১/০৫/২০১৭	১/১০/২০১৭	৩০/০৬/২০১৮	৩০/০৬/২০১৮	
		আরডিপিপি	২২৪.৬০	২২৪.৪২	১/০৫/২০১৭	১/১০/২০১৭	৩০/০৬/২০১৮	৩০/০৬/২০১৮	
		প্রকৃত	২২৪.৬০	২২৪.৪২	১/০৫/২০১৭	১/১০/২০১৭	৩০/০৬/২০১৮	৩০/০৬/২০১৮	
		ব্যত্যয়							
Zilka-W-২১/২০১৫-১৬	৪ভেন্ট বিশিষ্ট (১.৮০ মি x ১.৮০ মি) ড্রেনেজ কাম ফ্লাশিং রেগুলেটর, উর্মল্লা, ঝিলকার হাওড়, সিলেট পওর বিভাগ	ডিপিপি	৫৯৪.৬৩	৫৩৫.১৭	২০/০৯/ ১৬	০২/০১/২০১৭	৩০/০৫/২০১৮	৩০/০৫১২০১৮	
		আরডিপিপি	৫৯৪.৬৩	৫৩৫.১৭	২০/০৯/ ১৬	০২/০১/২০১৭	৩০/০৫/২০১৮	৩০/০৫১২০১৮	
		প্রকৃত	৫৯৪.৬৩	৫৩৫.১৭	২০/০৯/ ১৬	০২/০১/২০১৭	৩০/০৫/২০১৮	৩০/০৫১২০১৮	
		ব্যত্যয়							
W/HAB-২/২০১৭-২০১৮	৪ ভেন্ট বিশিষ্ট রেগুলেটর, চর গারঢালা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ পওর বিভাগ	ডিপিপি	৫১৯.০০	৫ ১৯.০০	১/১০/২০১৭	৩০/১ ১/২০১৭	১৫/০৬/২০১৯	১৫/০৬১২০১৯	
		আরডিপিপি	৫১৯.০০	৫ ১৯.০০	১/১০/২০১৭	৩০/১ ১/২০১৭	১৫/০৬/২০১৯	১৫/০৬১২০১৯	
		প্রকৃত	৫১৯.০০	৫ ১৯.০০	১/১০/২০১৭	৩০/১ ১/২০১৭	১৫/০৬/২০১৯	১৫/০৬১২০১৯	
		ব্যত্যয়							
KB-Syl-W-০৭/২০১৭-১৮	১ভেন্ট বিশিষ্ট (১.৫০ মি x ১.৮০ মি) রেগুলেটর, ডুবন্ত বাঁধের ৩৫.৮৫০ কিমি এ, নাকাছুরা খাল, সিলেট পওর বিভাগ	ডিপিপি	১৭৮.১৬	১৬০.৩৫	২৭/১২/২০১৭	১৮/০২/২০১৮	৩০/০৪/২০১৯	৩০/০৪/২০১৯	
		আরডিপিপি	১৭৮.১৬	১৬০.৩৫	২৭/১২/২০১৭	১৮/০২/২০১৮	৩০/০৪/২০১৯	৩০/০৪/২০১৯	
		প্রকৃত	১৭৮.১৬	১৬০.৩৫	২৭/১২/২০১৭	১৮/০২/২০১৮	৩০/০৪/২০১৯	৩০/০৪/২০১৯	
		ব্যত্যয়							
HHS- ০৫/২০১১-১২	২ভেন্ট বিশিষ্ট (১৫০০ মিমি x ১৮০০ মিমি)	ডিপিপি	১৪৭.১৩	১৬০.৭৫	১৮/০৯/২০১১	৩০/ ১ ১/২০১১	১৫/০৫/২০১২	২৮/০২/২০১৩	

প্যাকেজ নং	বিড নথি অনুযায়ী সংগ্রহের বিবরণ (পণ্য /কাজ/পরামর্শ)	ডিপিপি/আরডিপিপি/ প্রকৃত/ব্যত্যয়	দরপত্র/বিড/প্রস্তাব খরচ (টাকায়)		দরপত্র/বিড/প্রস্তাব কাজ/পরিষেবা এবং পণ্য সরবরাহ		সমাপ্তির তারিখ		মন্তব্য
			পিপি অনুযায়ী	চুক্তিমূল্য	ইনভাইটেশন ডেট	চুক্তি স্বাক্ষর/ এলসি খোলার তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
১	২		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	ড্রেনেজ কাম রিটেনশন স্লুইচ, ইন্টারনাল ডাইকের ওপর ১০.০৬০ কিমি স্থানে, জাতারপুর, হাইল হাওড়, মৌলভীবাজার পওর বিভাগ, ২০১১-১২ সাল	আরডিপিপি	১৪৭.১৩	১৬০.৭৫	১৮/০৯/২০১১	৩০/ ১ ১/২০১১	১৫/০৫/২০১২	২৮/০২/২০ ১৩	
		প্রকৃত	১৪৭.১৩	১৬০.৭৫	১৮/০৯/২০১১	৩০/ ১ ১/২০১১	১৫/০৫/২০১২	২৮/০২/২০ ১৩	
		ব্যত্যয়							
HHS- ০২/২০১১-১২	২ভেন্ট বিশিষ্ট (১৫০০ মিমি x ১৮০০ মিমি) ড্রেনেজ কাম রিটেনশন স্লুইচ, ডুবন্ত ডাইকের ওপর ৮.৮২০ কিমি স্থানে, আলকাটা খাল, হাইল হাওড়, মৌলভীবাজার পওর বিভাগ, ২০১১-১২ সাল	ডিপিপি	১৪৭.১২	১২৯.৫৬	১৮/০৯/২০১১	২৮/১১/২০১১	১৫/০৫/২০১২	১৫/০৫/২০ ১২	
		আরডিপিপি	১৪৭.১২	১২৯.৫৬	১৮/০৯/২০১১	২৮/১১/২০১১	১৫/০৫/২০১২	১৫/০৫/২০ ১২	
		প্রকৃত	১৪৭.১২	১২৯.৫৬	১৮/০৯/২০১১	২৮/১১/২০১১	১৫/০৫/২০১২	১৫/০৫/২০ ১২	
		ব্যত্যয়							
Baro -Svl-W-৪২/২০১৫-১৬	৪ভেন্ট বিশিষ্ট (১.৫০ মি x ১.৮০ মি) ড্রেনেজ কাম ফ্লাশিং রেগুলেটর, নয়াগঞ্জ, বড় হাওড়, ২০১৫-১৬ সাল	ডিপিপি	৩১৪.১১	২৯০.৫৫	২৮/০২/২০১৬	১৪/০৭/২০১৬	৩০/০৪/২০১৮	৩০/০-৪/২০১	
		আরডিপিপি	৩১৪.১১	২৯০.৫৫	২৮/০২/২০১৬	১৪/০৭/২০১৬	৩০/০৪/২০১৮	৩০/০-৪/২০১	
		প্রকৃত	৩১৪.১১	২৯০.৫৫	২৮/০২/২০১৬	১৪/০৭/২০১৬	৩০/০৪/২০১৮	৩০/০-৪/২০১	
		ব্যত্যয়							
KB-W-০৬/২০১৭-১৮	১ভেন্ট বিশিষ্ট (১.৫০ মি x ১.৮০ মি) ড্রেনেজ কাম ফ্লাশিং রেগুলেটর, মরাগাং খাল (২৯.৯০০ কিমি স্থানে), কুশিয়ারা	ডিপিপি	১৫৮.৪২	১৪২.৮	১০/০৯/২০১৮	৩১/১০/২০১৮	৩০/০৬/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯	
		আরডিপিপি	১৫৮.৪২	১৪২.৮	১০/০৯/২০১৮	৩১/১০/২০১৮	৩০/০৬/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯	

প্যাকেজ নং	বিড নথি অনুযায়ী সংগ্রহের বিবরণ (পণ্য /কাজ/পরামর্শ)	ডিপিপি/আরডিপিপি/ প্রকৃত/ব্যত্যয়	দরপত্র/বিড/প্রস্তাব খরচ (টাকায়)		দরপত্র/বিড/প্রস্তাব কাজ/পরিষেবা এবং পণ্য সরবরাহ		সমাপ্তির তারিখ		মন্তব্য
			পিপি অনুযায়ী	চুক্তিমূল্য	ইনভাইটেশন ডেট	চুক্তি স্বাক্ষর/ এলসি খোলার তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
১	২		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	বর্ডার হাওড়, সিলেট পওর বিভাগ, ২০১৮-১৯ সাল								
		প্রকৃত	১৫৮.৪২	১৪২.৮	১০/০৯/২০১৮	৩১/১০/২০১৮	৩০/০৬/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯	
		ব্যত্যয়							
Shafia u e-Svl-W-০৮/২০১৭-১৮	১ভেন্ট বিশিষ্ট (১.৫০ মি X ১.৮০ মি) রেগুলেটর, ডুবন্ত ডাইকের ওপর ৬.০০ কিমি স্থানে, খাওলাকুড়ি খাল	ডিপিপি	১৬৬.৯৯	১৫০.২৯	২৭/১২/২০১৭	২৫/০২/২০১৮	৩০/০৬/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯	
		আরডিপিপি	১৬৬.৯৯	১৫০.২৯	২৭/১২/২০১৭	২৫/০২/২০১৮	৩০/০৬/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯	
		প্রকৃত	১৬৬.৯৯	১৫০.২৯	২৭/১২/২০১৭	২৫/০২/২০১৮	৩০/০৬/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯	
		ব্যত্যয়							
Boro-Syl-W-০৪/২০১৭-১৮	কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ, বড় হাওড় (১০.৯৬০ কিমি থেকে ১৫.৫০০ কিমি)	ডিপিপি	১৫৬.৩২	১৪০.৬৯	২৬/০৯/২০১৭	০৭/১২/২০১৭	৩১১০৩/২০১৮	৩১১০৩/২০১৮	
		আরডিপিপি	১৫৬.৩২	১৪০.৬৯	২৬/০৯/২০১৭	০৭/১২/২০১৭	৩১১০৩/২০১৮	৩১১০৩/২০১৮	
		প্রকৃত	১৫৬.৩২	১৪০.৬৯	২৬/০৯/২০১৭	০৭/১২/২০১৭	৩১১০৩/২০১৮	৩১১০৩/২০১৮	
		ব্যত্যয়							
Boro-Syl-W- ৫/২০১৭-১৮	কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ, বড় হাওড় (১৫.৫০০ কিমি থেকে ২০.০০০ = ৪.৫০০ কিমি)	ডিপিপি	১৩২.৮৫	১ ১৯.৫৭	২৬/০৯/২০১৭	০৭/১২/২০১৭	৩১/০৩/২০১৮	৩১/০৩/২০১৮	
		আরডিপিপি	১৩২.৮৫	১ ১৯.৫৭	২৬/০৯/২০১৭	০৭/১২/২০১৭	৩১/০৩/২০১৮	৩১/০৩/২০১৮	
		প্রকৃত	১৩২.৮৫	১ ১৯.৫৭	২৬/০৯/২০১৭	০৭/১২/২০১৭	৩১/০৩/২০১৮	৩১/০৩/২০১৮	
		ব্যত্যয়							
W-৪০/২০১৬-১৭	কম্পার্টমেন্টাল বাঁধ, হাইজদা বাঁধ, (০.০০ কিমি থেকে ৫.০০ কিমি), এফসিডি প্রজেক্ট	ডিপিপি	২৯৯.৯৯	২৯৫.০০	১/০৫/২০১৭	১১১০/২০১৭	৩০/০৬/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯	
		আরডিপিপি	২৯৯.৯৯	২৯৫.০০	১/০৫/২০১৭	১১১০/২০১৭	৩০/০৬/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯	
		প্রকৃত	২৯৯.৯৯	২৯৫.০০	১/০৫/২০১৭	১১১০/২০১৭	৩০/০৬/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯	

প্যাকেজ নং	বিড নথি অনুযায়ী সংগ্রহের বিবরণ (পণ্য /কাজ/পরামর্শ)	ডিপিপি/আরডিপিপি/ প্রকৃত/ব্যত্যয়	দরপত্র/বিড/প্রস্তাব খরচ (টাকায়)		দরপত্র/বিড/প্রস্তাব কাজ/পরিষেবা এবং পণ্য সরবরাহ		সমাপ্তির তারিখ		মন্তব্য
			পিপি অনুযায়ী	চুক্তিমূল্য	ইনভাইটেশন ডেট	চুক্তি স্বাক্ষর/ এলসি খোলার তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
১	২		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
		ব্যত্যয়							
Chatal-W-১৭/২০১৭-১৮	০.৬০ মিটার ডায়া পাইপ ইনলেট নির্মাণ, (১.০০০ কিমি এ ০.৩০০ কিমি); কম্পার্টমেন্টাল ডাইক-১ (৪ টি); কম্পার্টমেন্টাল ডাইক-২ (২ টি) এবং কম্পার্টমেন্টাল ডাইক-৩ (২ টি) ২০১৮-১৯ সাল	ডিপিপি	১২৩.০৭	১১০.৭৭	১০/০৯/২০১৮	৩১/১০/২০১৮	৩০/০৬/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯	
		আরডিপিপি	১২৩.০৭	১১০.৭৭	১০/০৯/২০১৮	৩১/১০/২০১৮	৩০/০৬/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯	
		প্রকৃত	১২৩.০৭	১১০.৭৭	৩১/১০/২০১৮	০৭/১১/২০১৮	৩০/০৬/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯	
		ব্যত্যয়	-	-	ব্যত্যয়	ব্যত্যয়	-	-	
	সেবাসমূহ :								
Haor-S-১	আইইই স্টাডির জন্য বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা নিযুক্তি (১৫টি)	ডিপিপি	৬৮.৫০	৬৮.৫০	১৫-০৭-২০১১	৩০-০৯-২০১১	৩০-০৬-২০১৫	৩০-০৬-২০১৫	
		আরডিপিপি	৬৮.৫০	৬৮.৫০	১৫-০৭-২০১১	৩০-০৯-২০১১	৩০-০৬-২০১৫	৩০-০৬-২০১৫	
		প্রকৃত	৬৮.৫০	৬৮.৫০	১৫-০৭-২০১১	৩০-০৯-২০১১	৩০-০৬-২০১৫	৩০-০৬-২০১৫	
		ব্যত্যয়	-	-	-	-	-	-	
Haor-S-২	বাঁধ বরাবর এবং নিষ্কাশন খালের পুনঃখননের টপোগ্রাফিক জরিপ জন্য বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা নিযুক্তি	ডিপিপি	২১৬.৫০	২১৬.৫০	১৫-০৭-২০১১	৩০-০৯-২০১১	৩০-০৬-২০১৭	৩০-০৬-২০১৭	
		আরডিপিপি	২১৬.৫০	২১৬.৫০	১৫-০৭-২০১১	৩০-০৯-২০১১	৩০-০৬-২০১৭	৩০-০৬-২০১৭	
		প্রকৃত	২১৬.৫০	২১৬.৫০	১৫-০৭-২০১১	৩০-০৯-২০১১	৩০-০৬-২০১৭	৩০-০৬-২০১৭	
		ব্যত্যয়	-	-	-	-	-	-	
		ডিপিপি	৩৩.৫০	৩৩.৫০	৩৩.৫০	৩৩.৫০	৩৩.৫০	৩৩.৫০	

প্যাকেজ নং	বিড নথি অনুযায়ী সংগ্রহের বিবরণ (পণ্য /কাজ/পরামর্শ)	ডিপিপি/আরডিপিপি/ প্রকৃত/ব্যত্যয়	দরপত্র/বিড/প্রস্তাব খরচ (টাকায়)		দরপত্র/বিড/প্রস্তাব কাজ/পরিষেবা এবং পণ্য সরবরাহ		সমাপ্তির তারিখ		মন্তব্য
			পিপি অনুযায়ী	চুক্তিমূল্য	ইনভাইটেশন ডেট	চুক্তি স্বাক্ষর/ এলসি খোলার তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
১	২		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
Haor-S-৩	নদী ড্রেজিং এর পূর্ব এবং পরবর্তী জরিপের জন্য বিশেষজ্ঞ পরামর্শক নিযুক্তি	আরডিপিপি	৩৩.৫০	৩৩.৫০	৩৩.৫০	৩৩.৫০	৩৩.৫০	৩৩.৫০	
		প্রকৃত	৩৩.৫০	৩৩.৫০	৩৩.৫০	৩৩.৫০	৩৩.৫০	৩৩.৫০	
		ব্যত্যয়	-	-	-	-	-	-	

তথ্যসূত্রঃ ডিপিপি, আরডিপিপি এবং প্রকল্প অফিস

৩.২.২ ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

বর্তমান সমীক্ষার কার্যপরিধিতে প্রকল্পের আওতাভুক্ত প্যাকেজগুলোর পণ্য সংগ্রহের পদ্ধতি (দরপত্র আহবান, সুনির্দিষ্টকরণ / টিওআর, বিওকিউ, দরপত্রের মূল্যায়ন, অনুমোদন পদ্ধতি, চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদিতে পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ এ বর্ণিত বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা পরিবীক্ষণ করা এবং পূর্বনির্ধারিত সূচক অনুসারে ক্রয় সম্পর্কিত কার্যক্রম বিশ্লেষণ করার কথা রয়েছে। সমীক্ষা দলটি সমস্ত ক্রয় সংক্রান্ত দলিল পর্যালোচনা, ক্রয় প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে দরপত্র ডেটা শীট, দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি, চুক্তি পত্র, কার্যাদেশ সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই অনুচ্ছেদে ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়াদি নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া ডিপিপিতে উল্লেখ করা প্যাকেজ মেনে পণ্য বা কার্য সেবা ক্রয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাইসহ প্যাকেজ বিভক্ত করা হলে এর যথাযথ কারণ সমূহ এই সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড- সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও নেত্রকোণার জেলা অফিস থেকে এবং সিলেট উত্তর-পূর্বাঞ্চল জোনাল অফিস থেকে আলোচ্য প্রকল্পের ক্রয় ও টেন্ডার সংক্রান্ত নথি সংগ্রহ করা হয় ও পর্যালোচনা করা হয়।

প্রকল্পে কার্য, পণ্য ও সেবা ক্রয় করার ক্ষেত্রে টেন্ডার সংক্রান্ত কার্যকলাপ পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ বিধি অনুসরন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের পণ্য ক্রয়ের প্যাকেজ সমূহ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর তৃতীয় অধ্যায়ের বিধি ১৩-৬০ অনুসরণ করেছে। প্রকল্প পরিচালকের সাথে সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, পণ্য ক্রয়ের প্রতিটি পর্যায়ে ডিপিপির নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়েছে। নির্মাণ কাজ যথাযথ নির্দেশিকা অনুসরনপূর্বক নির্মান সামগ্রী মালামালে যথাযথ গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে নকশার ভিত্তিতে এলসিএস কমিটি দ্বারা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকের সাথে সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন যে সকল পণ্য ক্রয় পিপিআর এ উল্লেখিত বিধি-নির্দেশসমুহ অনুসরন করেই ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন ও প্রকল্প পরিচালকের সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং বিস্তারিত তথ্যাবলী পরিশিষ্ট ক ও গ-তে দেখানো হয়েছে।

প্রকল্প এলাকায় বাস্তবায়িত অঙ্গগুলোর মধ্য থেকে এলাকাভিত্তিক কিছু নমুনা চুক্তি পর্যালোচনা নিম্নে পেশ করা হল-

ক. নমুনা ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা- সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জে ২০১১-২০১২ অর্থবছরে পণ্য ক্রয়, ডুবন্ত বাঁধ ও রেগুলেটর নির্মাণ নিয়ে মোট ৬০টি কার্য সম্পাদন করা হয়েছে যার প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৩৫৩৬.৬৬ লক্ষ টাকা এবং দরপত্র মূল্য ছিল ২৭৮৬.৭৫ লক্ষ টাকা। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে পণ্য ক্রয় ও বাঁধ নির্মাণ নিয়ে মোট ২১ টি কাজ হয়েছে যার প্রাক্কলিত মূল্য ৪৭৯.০০ লক্ষ টাকা ও দরপত্র মূল্য ৩০০.৩৭ লক্ষ টাকা। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বাঁধ নির্মাণ, নতুন রেগুলেটর নির্মাণ ও রেগুলেটর পুনর্বাসন নিয়ে মোট ২৩টি কাজ করা হয় যার প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৯৬৪.৭০ লক্ষ টাকা এবং দরপত্র মূল্য ছিল ৯৫১.২৮ লক্ষ টাকা। এভাবে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৫৪৮.৬৬, ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর মিলিয়ে ৫০৩৬.৭৫ লক্ষ টাকার দরপত্র মূল্যের কাজ সম্পন্ন করা হয়। টেন্ডার প্রক্রিয়া ছিল উন্মুক্ত টেন্ডার পদ্ধতি। টেন্ডার সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কাজের নামঃ "হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) - এর অধীনে হুরমন্দিরা হাওড়ে ১৫.৪০০ কিঃমিঃ থেকে ১৮.৫০০ কিঃমিঃ পর্যন্ত ডুবন্ত বাঁধের মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ উপ-প্রকল্প (টেন্ডার প্যাকেজ নং- SUNAMHAOR-HURAMONDIRA/ RESEC-01)"

"হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতাধীন হুরমন্দিরা হাওড়ে ১৫.৪০০ কিঃমিঃ থেকে ১৮.৫০০ কিঃমিঃ (৩.১০০ কিঃমিঃ) পর্যন্ত ডুবন্ত বাঁধের মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ উপ-প্রকল্পের (টেন্ডার প্যাকেজ নং- SUNAMHAOR-HURAMONDIRA/ RESEC-01) জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে দরপত্র আহ্বান করে। দরপত্র কার্যক্রম জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো এবং পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী যা সঠিক ছিল। কাজটির প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৫০.০০ লক্ষ টাকা। কাজটির চুক্তিমূল্য ৩৩.৫০ লক্ষ টাকা। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান 'সজীব রঞ্জন দাস'কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় গত ১৩/০১/২০১২ তারিখের (স্মারক নং- ডব্লিউ ১২/৩৯)। কার্যাদেশ অনুযায়ী ১৪/০১/২০১২ তারিখ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করে এবং ১৩/০৩/২০১২ তারিখ কাজ সমাপ্ত করে। যেখানে সকল নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজটির ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ছিল ১০০%।

কাজের নামঃ "হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) - এর অধীনে প্যাগনার হাওড়ে ৪টি স্লুইসের মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ"

"হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতাধীন প্যাগনার হাওড়ে ৪টি স্লুইসের মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে 'কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা বিভাগ, যাস, বাপাউবো, তেজগাঁও, ঢাকা' কে কার্যাদেশ প্রদান করে (স্মারক নং- ডব্লিউ ২/১৪৬৬/১)। কাজটির প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ১১.৪৪ লক্ষ টাকা। কাজটির চুক্তিমূল্য ১১.৪৪ লক্ষ টাকা। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা বিভাগ, যাস, বাপাউবো, তেজগাঁও, ঢাকা' কার্যাদেশ অনুযায়ী ৩১/০৫/২০১৬ তারিখ কাজ শুরু করে এবং ৩০/০৬/২০১৭ তারিখ কাজ সমাপ্ত করে। যেখানে সকল নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজটির ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ছিল ১০০%।

খ. নমুনা ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা- নেত্রকোনা

নেত্রকোণাতে ২০১১-২০১২ অর্থবছরের জুন-২০১২ পর্যন্ত ডুবন্ত বাঁধ ও রেগুলেটর নির্মাণ নিয়ে মোট ৪টি কাজ হয়েছে যার প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৯২.৫৫ লক্ষ টাকা এবং দরপত্র মূল্য ছিল ৯১.২৫ লক্ষ টাকা। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বাঁধ নির্মাণ নিয়ে মোট বরাদ্দ ছিল ২২৫.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বাঁধ নির্মাণ, খাল খনন, নতুন রেগুলেটর নির্মাণ ও রেগুলেটর পুনর্বাসন নিয়ে মোট ১৩টি কার্য সম্পাদন করা হয় যার প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৪১৪.৫৫ লক্ষ টাকা এবং দরপত্র মূল্য ছিল ৩৩১.৯৭ লক্ষ টাকা। এভাবে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ২৫০.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৫-২০১৬ তে ১৭৩৯.৭৯ লক্ষ টাকা, ২০১৬-২০১৭ তে ৮৯২.৯৩ লক্ষ টাকা এবং ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ মিলিয়ে ৫৪০.৯৪ লক্ষ টাকার প্রাক্কলিত মূল্যের কাজ করা হয়েছে। টেন্ডার প্রক্রিয়া ছিল উন্মুক্ত টেন্ডার পদ্ধতি। টেন্ডার সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কাজের নামঃ "হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন - এর অধীনে বালাজী পদ্মাশ্রী প্রকল্পে ২টি রেগুলেটর (২ ভেন্ট – ১.৫০মি*১.৮০মি) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং নাওটানা খাল উপ-প্রকল্পে ১টি রেগুলেটর (৩ ভেন্ট – ১.৫০মি*১.৮০মি) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, নেত্রকোনা পওর বিভাগ, বাপাউবো"

"হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতাধীন নেত্রকোনা জেলার মদন ও খালিয়াজুরী উপজেলায় বালাজী পদ্মাশ্রী প্রকল্পে ২টি রেগুলেটর (২ ভেন্ট – ১.৫০মি*১.৮০মি) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং নাওটানা খাল উপ-প্রকল্পে ১টি রেগুলেটর (৩ ভেন্ট – ১.৫০মি*১.৮০মি) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে দরপত্র আহবান করে। দরপত্র কার্যক্রম জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো এবং পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী যা সঠিক ছিল। কাজটির প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৪৮.২০ লক্ষ টাকা। কাজটির চুক্তিমূল্য ৩৮.০৩ লক্ষ টাকা। সকল নথিপত্র সাপেক্ষে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান 'মেসার্স খন্দকার কন্সট্রাকশন'কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় গত ১৪/০৩/২০১৬ তারিখ (স্মারক নং- ডব্লিউ ১/৫৯৩২)। কার্যাদেশ অনুযায়ী ১৬.০৩.২০১৬ তারিখ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করে এবং ১৫/০৬/২০১৬ তারিখ কাজ সমাপ্ত করে। যেখানে সকল নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৩১/০৩/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজটির ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ছিল ৮৬%। হাওড় এলাকায় প্রতিকূল ভৌগলিক পরিবেশের কারনে নির্মাণ কাজের জন্য মাত্র ৩মাস সময় পাওয়ায় কাজের অগ্রগতি শতভাগ পূর্ণতা পায়নি। নথিপত্র পর্যালোচনা করার পর নাওটানা খালে অবস্থিত রেগুলেটর টি পরিদর্শন করা হয় এবং দেখা যায় যে, সেখানে ৩ ভেন্ট বিশিষ্ট একটি রেগুলেটর রয়েছে। তবে, ডিপিপি অনুযায়ী রেগুলেটরের দুই পাশে বাঁধের ব্যবস্থা থাকার কথা থাকলেও সেখানে বাঁধের উচ্চতা রেগুলেটরের উচ্চতার সমান পাওয়া যায়নি, প্রায় ৪ ফুট কম পাওয়া গিয়েছে। ২০১৭ সালে রেগুলেটরটি নির্মিত হওয়ার পর বারংবার আগাম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে পাশের বাঁধের উচ্চতা কমে গিয়েছে বলে বিশ্লেষণে পাওয়া যায়।

গ. নমুনা ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা- মৌলভীবাজার

কাজের নামঃ "হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) - এর অধীনে আখালী খাল পুনঃখনন"

"হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতাধীন মৌলভীবাজার জেলায় আখালী খাল পুনঃখননের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করে।

দরপত্র কার্যক্রম জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো এবং পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী যা সঠিক ছিলো। কাজটির প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ১৮৯.০৯ লক্ষ টাকা। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান 'মোহাম্মদ ইউনুছ এন্ড ব্রাদার্স (প্রাঃ)'কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কাজ সমাপ্ত করে। যেখানে সকল নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজটির ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ছিল ১০০%।

৩.২.৩ বাস্তবায়ন জটিলতা

হাওড় এলাকায় বছরে তিন থেকে চার মাস নির্মাণ কাজ করার সময় পাওয়া যায়। বাকি সময়ে হাওড়ে পানি থাকায় যথাযথভাবে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা যায়না। এই স্বল্প সময়ে অনেকগুলো অঙ্গের কাজ সম্পন্ন করতে প্রকল্পটির পরিকল্পিত সময় হতে বেশী সময় লেগেছে এবং মেয়াদ বৃদ্ধি করে দুইবার সংশোধন করতে হয়েছে।

এছাড়া মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে দেখা যায় যে, ডিপিপি অনুযায়ী যেসব স্থানে যেসব অঙ্গের বাস্তবায়িত হওয়ার কথা ছিল, সেখানে সেই প্রকল্প অঙ্গটি বাস্তবায়িত হয়নি, ভিন্ন স্থানে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সরেজমিনে পর্যবেক্ষণকৃত ২০টি অঙ্গের মধ্যে ৮টি অঙ্গ এভাবে বাস্তবায়িত অবস্থায় দেখা গেছে। যেমনঃ কোম্পানীগঞ্জ, সিলেটে একটি রেগুলেটরের নির্মাণের বন্দোবস্ত ছিল পথচলি হাওড়ে, কিন্তু নির্মিত হয়েছে চাতল হাওড়ে। এই বিষয়ে বাপাউবো-সিলেট অফিস থেকে জানা যায় যে, সকল কম্পোনেন্ট যথাসময়ে, যথাযথভাবে নির্মিত হয়েছে কিন্তু নির্মাণকাজ ও এলাকার বন্যা রক্ষার সুবিধার্থে দুই-একটি কম্পোনেন্ট এলাকা পরিবর্তন করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আবার, বছর পার হলে একবার আগাম বন্যা হয়ে গেলে এগুলো ভেঙ্গে যায়। প্রকল্প বাস্তবায়নের পর অনেক বছর অতিবাহিত হওয়ায় বাঁধ গুলোর অধিকাংশ নষ্ট/বিলীন হয়ে গিয়েছে।

সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্ধারিত ২০টি অঙ্গের মধ্যে সিলেটে বাস্তবায়িত ড্রেনেজ আউটলেট এবং ইরিগেশন ইনলেট পর্যবেক্ষণের সময়ে ডিপিপি অনুযায়ী একটি ব্যত্যয় পাওয়া যায়। নথি অনুযায়ী দেখা যায় যে, সিলেটে নির্ধারিত ১৪টি ড্রেনেজ আউটলেটের মধ্যে ২টি এবং ২২টি ইরিগেশন ইনলেটের মধ্যে ৭টি অবাস্তবায়িত রয়েছে। নিম্নে তা পর্যালোচনা করা হলঃ

i) হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২টি ড্রেনেজ আউটলেট বাস্তবায়ন না হওয়ার যৌক্তিকতা ।

হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বড় হাওরের ২টি ড্রেনেজ আউটলেট (১টি প্যাকেজ) নির্মাণ করার জন্য ১৬/০৮/২০১৫ তারিখে অনুমোদিত নকশা মোতাবেক দরপত্র আহবান করা হয় এবং ১৭/০১/২০১৬ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট পওর সার্কেল, বাপাউবো, সিলেট এর স্মারক নং-৭৩৯, তারিখ-১২/১১/২০১৫ মোতাবেক ডিজাইন ডাটা প্রেরণ করা হয়। কিন্তু যথাসময়ে ওয়ার্কিং ডিজাইন পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে ডিপিপি সংশোধন করা হয় এবং সংশোধিত ডিপিপি-তে কম্পার্টমেন্টাল ডাইকের ৪.০৬৭ কিঃমিঃ অংশ বড় হাওরের এরিয়া থেকে বাদ দেয়া হয়। পরবর্তীতে আউটলেট ২টির স্থান পূনঃনির্ধারন করা হয়। পূনঃনির্ধারিত স্থানের ডিজাইন ডাটা পূনরায় তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট পওর সার্কেল, বাপাউবো, সিলেট এর স্মারক নং- ১৩৭৫, ০৪/০২/২০১৮ তারিখে পূনঃপ্রেরণ করা হয়। পূনঃপ্রেরিত ডিজাইন ডাটা মোতাবেক ১৬/০১/২০১৯ তারিখে অনুমোদিত ওয়ার্কিং ডিজাইন পাওয়া যায় এবং সেই মোতাবেক সংশোধিত প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয় এবং কাজ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ঠিকাদারকে সাইট বুঝিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু পূনঃনির্ধারিত স্থান ২টি হাওরের মাঝখানে নিচু এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় এবং মালামাল পরিবহনের সুবিধা না থাকায় এবং নির্মান মালামালের দাম অত্যাধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরাতন দরে ঠিকাদার কাজ শুরু করতে অনীহা প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে বর্ষা মৌসুম আসন্ন হওয়ায় ঠিকাদার উক্ত স্থানে বর্ষার পূর্বে কাজ শেষ কর যাবে কিনা চিন্তা করে অবশেষে আর কাজ শুরু করেননি, তাই উক্ত আউটলেট ২টির নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

ii) হাওর এলাকায় আগাম নন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বড় হাওরে ৩টি এবং চাতল হাওরে ৪টি মোট ৭টি ইরিগেশন ইনলেট বাস্তবায়ন না হওয়ার যৌক্তিকতা ।

হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি অনুযায়ী বড় হাওরে ১০টি এবং চাতল হাওরে ১২টি মোট ২২টি ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণের সংস্থান ছিল যার ডিপিপি মূল্য যথাক্রমে ১০৪.৩০ লক্ষ টাকা এবং ১২৫.১৬ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। রেইট সিডিউল বৃদ্ধির কারনে বড় হাওরে ৭টি ইরিগেশন ইনলেটের প্রাক্কলিত মূল্য ৯৯.৮৮ লক্ষ টাকা

এবং চাতল হাওরে ৮টি ইরিগেশন ইনলেটের প্রাক্কলিত মূল্য ১২৩.০৭ লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। ডিপিপি মূল্যের মধ্যে রাখার বাধ্যবাধকতা থাকায় বড় হাওরে ৩টি এবং চাতল হাওরে ৪টি মোট ৭টি ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি।

৩.২.৪ প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম পর্যালোচনা

আলোচ্য প্রকল্পটি জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত চলমান ছিল। এই সময়ে প্রকল্পের আওতায় ৬টি জেলায় বিভিন্ন অর্থবছরে মোট ২০টি অডিট হয়েছে। উল্লেখ্য যে,.২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ সালে অডিটের তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। এর মধ্যে সর্বশেষ যে অডিট হয়েছে সেটি হল বাংলাদেশ কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয় থেকে, পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের আওতায় উক্ত প্রকল্পের পারফরমেন্স অডিট। রিপোর্টের সন ২০১৭-২০১৮ এবং অডিট রিপোর্ট প্রদানের তারিখ ১৫/১০/২০১৮। প্রকল্পের ইন্টার্নাল কোন অডিট হয়নি। উল্লিখিত ২০টি অডিট পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রত্যেকটি অডিট থেকে প্রাপ্ত আপত্তির বিপরীতে বাপাউবো'র সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে প্রমাণকসহ ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি আপত্তি পর্যালোচনা করা হলঃ

অডিট কর্তৃপক্ষ	অডিটের অর্থবছর	আপত্তির সংখ্যা	অডিট আপত্তির পূর্ণ শিরোনাম ও জড়িত অর্থের পরিমাণ	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ
১	২	৩	৪	৫
এক্সটার্নাল	২০১৭-২০১৮		১. ৪০.৪৮% নিম্নদরের দরপত্র বাতিল না করে কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে ৪,৭৩,৬১,৪৪৬ টাকার চুক্তি সম্পাদন ২. ঠিকাদার অস্বাভাবিক নিম্নদর উপস্থাপন করলেও তার নিকট হতে যথাযথ হারে কার্যসম্পাদন জামানত আদায় না করায় সরকারের ৪৭,৩৬,১৪৪ টাকার রাজস্ব ক্ষতি	১.প্রমাণকসহ ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। জবাবে বলা হয়েছে যে, দরপত্র পুনরায় মূল্যায়ন করার মাধ্যমে চুক্তিসমূহ হালনাগাদ করা হয়েছে। ২. প্রমাণকসহ ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। ব্রডশিট জবাব পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, যথাযথ হারে কার্যসম্পাদন জামানত আদায় না করায় সরকারের ৪৭,৩৬,১৪৪ টাকার রাজস্ব ক্ষতির বিপরীতে সংশ্লিষ্ট ৪৪টি প্যাকেজের আওতায় পরবর্তীতে জামানত আদায় করা হয়েছে এবং ব্যয় সমন্বয় করা হয়েছে।
এক্সটার্নাল	২০১৪-১৫		অনুমোদিত ডিপিপির নির্দেশনা বহির্ভুতভাবে ওটিএম এর পরিবর্তে ডিপিএম পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান পূর্বক ১৭,০৮,৬৩,৪৪৮ টাকার চুক্তি সম্পাদন ও অগ্রিম অর্থ পরিশোধ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষতি	প্রমাণকসহ ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং নিষ্পত্তি হয়েছে
এক্সটার্নাল	২০১৩-১৪		বরাদ্দ না থাকা স্বত্বেও কার্যাদেশ প্রদান করায় দায়-দেনা সৃষ্টি করে পরবর্তী বৎসরে পরিশোধ	প্রমাণকসহ ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং নিষ্পত্তি হয়েছে
এক্সটার্নাল	২০১২-১৩		ডিপিপি বিধান অপেক্ষা উচ্চদরে কার্যচুক্তি সম্পাদন ও বিল পরিশোধে ক্ষতি	প্রমাণকসহ ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং নিষ্পত্তি হয়েছে
এক্সটার্নাল	২০১১-১২		ডিপিপি বহির্ভুত অনিয়মিত ভাবে রেগুলেটর নির্মাণ	প্রমাণকসহ ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং নিষ্পত্তি হয়েছে

৩.৩ প্রকল্প অঙ্গসমূহের কার্যকারিতা ও উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা

৩.৩.১ প্রকল্প অঙ্গসমূহের বর্তমান অবস্থা ও কার্যকারিতা পর্যালোচনা

আলোচ্য প্রকল্পটি ২০১১ সালের জুলাই মাসে শুরু হয় এবং জুন-২০১৯ সালে শেষ হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রম পুঞ্জিত আর্থিক বরাদ্দ ছিল ২৫.৩৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ছিল ২৫.৩৯%। ২০১৭ সালে ভয়ংকর আগাম বন্যা আঘাত হানে হাওড় এলাকার সবগুলো জেলায় এবং শতভাগ বোরো ধান নষ্ট হয়। এরপর, ২০১৭ সালে প্রকল্প দ্বিতীয় বারের মত সংশোধিত হয়। সংশোধন পরবর্তী ২০১৭-২০১৮ সালে ভৌত অগ্রগতি ছিল ২২.৫১% এবং ২০১৮-২০১৯ সালে ছিল ৪৪.৮০%। অর্থাৎ প্রকল্প শুরুর প্রথম ছয় বছরে ভৌত অগ্রগতি ২৫.৩৯% এবং শেষ দুই বছরে ভৌত অগ্রগতি ৬৭.৩১%, যা একটি অসম অগ্রগতি এবং প্রকল্পের বছরভিত্তিক উদ্দেশ্য অর্জনে একটি বাধা।

২০১৭ সালের পূর্বে যেসব প্রকল্প অঙ্গ নির্মিত হয়েছিল, সেগুলো পাঁচ বছর পর বর্তমানে ২০২২ সালে, অর্থাৎ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা চলাকালীন সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের সময়ে পূর্বের মত কার্যকর অবস্থায় পাওয়া যায়নি। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রেগুলেটর, ড্রেনেজ আউটলেটের মত RCC কাঠামোগুলো টিকে থাকলেও, মাটির তৈরী বাঁধগুলো বেশ নাজুক। এর অন্যতম কারণ ২০১৭ এর আগাম বন্যা এবং বন্যা পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রকল্পের অভাব। ২০১৭ সালের পর প্রকল্প থেকে যে নির্মাণ কাজ গুলো করা হয়েছে সেগুলো পূর্বে নির্মিত অঙ্গগুলোর উপর নয়, বরং নতুন স্থানে নির্মিত হয়েছে। আবার, সর্বশেষ ২০১৮-২০১৯ অর্থছরে নির্মিত প্রকল্প অঙ্গগুলো ২০২২ সাল পর্যন্ত চারটি আগাম বন্যার স্বীকার হয়েছে। চার বছরে প্রকল্প অঙ্গসমূহের কার্যকারিতা কমে যাওয়ায় সাম্প্রতিক (আলোচ্য প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রণয়নকালীন) হাওড় অঞ্চলে আগাম বন্যার পানি ফসলের মাঠ, বসবাসের এলাকা ছাপিয়ে শহরে ঢুকে পড়ছে।[৩]

আলোচ্য প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় পরিমাণগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি প্রকল্প অঙ্গ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। প্রতি ধরণের প্রকল্প অঙ্গসমূহ থেকে অন্তঃত একটি করে অঙ্গ দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। এরপর এলাকাভিত্তিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে নমুনা সংখ্যা বৃদ্ধি করে মোট ২০টি প্রকল্প অঙ্গ পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণকৃত অঙ্গ, পর্যবেক্ষিত অংশ, স্থান, বাস্তবায়নের সময়কাল এবং পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নের সারণী ১৫-তে উপস্থাপন করা হল এবং পরবর্তী অনুচ্ছেদে বিস্তারিত বর্ণনা করা হল।

[3] সিলেটে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি, ত্রাণের জন্য আকুতি; ১৯ মে ২০২২; দৈনিক প্রথম আলো

সারণী ১৬: সরেজমিনে পর্যবেক্ষণকৃত প্রকল্প অঙ্গের অবস্থা পর্যালোচনা

প্রকল্প অঙ্গ	এলাকা	পরিদর্শনকৃত অংশ	বাস্তবায়নের বছর	প্রকল্প অঙ্গের ভৌত অবস্থা			মন্তব্য
				ভাল	মধ্যম	খারাপ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ	পাথরচলি হাওড়, সিলেট	১.২৫ কি. মি (প্যাকেজ নং Patho-W-০৪-২০১৪-২০১৫)	২০১৫		✓		২০১৫ সালে বাঁধটি নির্মিত হয়। ২০১৭ এর আগাম বন্যার পর বাধটিকে সংস্কার করা হয়। বর্তমানে বাঁধের প্রস্থ ৫ ফুট এবং উচ্চতা ৪ ফুট
	মতিয়ান হাওড়, সুনামগঞ্জ সদর	০.০০০ থেকে ০.২৪০ কি. মি (প্যাকেজ নং Sunamhaor/২০১৫-১৬/১৩৮)	২০১৮		✓		২০১৮ সালে বাধটি নির্মিত হয়। এরপর আর সংস্কার করা হয়নি। বর্তমানে বাধটির প্রস্থ ৬ ফুট এবং উচ্চতা ৪ ফুট
	হলির হাওড়, সুনামগঞ্জ	৫২.০০০ থেকে ৫২.৬৭৫ কি. মি (প্যাকেজ নং Sunamhaor/২০১৫-১৬/১৩৯)	২০১৮		✓		২০১৮ সালে বাধটি নির্মিত হয়। এরপর আর সংস্কার করা হয়নি। বর্তমানে বাধটির প্রস্থ ৫ ফুট এবং উচ্চতা ৪ ফুট
	মকলকান্দি হাওড়, হবিগঞ্জ	মকলকান্দি হাওড়, ১৭.২৮০ কি. মি থেকে ১৮.০৮ কি. মি (প্যাকেজ নং Habi/WD-02-২০১৬-২০১৭)	২০১৮		✓		২০১৮ সালে বাধটি নির্মিত হয়। ২০২০ সালে রাজস্ব ব্যায়ে বাঁধটি একবার সংস্কার করা হয়। বর্তমানে বাধটির প্রস্থ ৫ ফুট এবং উচ্চতা ৪ ফুট।
	খালিয়াজুরি হাওড়, নেত্রকোণা	খালিয়াজুরি-২ (প্যাকেজ নং W-২৩/২০১৫-২০১৬)	২০১৬		✓		২০১৬ সালে বাঁধটি নির্মিত হয়। ২০১৭ এর আগাম বন্যার পর বাধটিকে একবার সংস্কার করা হয়। বর্তমানে বাঁধটি ভাঙা
কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণ	পাথরচলি হাওড়, সিলেট	০.৭৫ কি. মি থেকে ১.২৫ কি. মি (প্যাকেজ নং Patho-W-০৬/২০১৪-২০১৫)	২০১৬		✓		২০১৬ সালে এটি নির্মিত। ২০১৭ এর আগাম বন্যার পর আর সংস্কার করা হয়নি। বর্তমানে এটির অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায়নি
পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (রেগুলেটর) নির্মাণ	পাথরচলি হাওড়, সিলেট	পাথরচলি-২ (প্যাকেজ নং Patho-W-০৯/২০১৪-২০১৫)	২০১৫		✓		রেগুলেটরটি নতুন নির্মিত ২০১৫ সালে। ২০১৭ সালে রেগুলেটরটির গেট জ্যাম হয়ে ভেঙে যায়। বর্তমানে ঐ একই অবস্থা বিরাজমান
	পাগনার হাওড়, সুনামগঞ্জ	পাগনা রেগুলেটর-৩ (প্যাকেজ নং Sunamhaor/২০১৫-১৬/৩৪/১)	২০১৭	✓			সন্তোষজনক
	নাজিরাবাদ, মৌলভীবাজার	উত্তর ঘরগাও রেগুলেটর (প্যাকেজ নং KHS-০৪/২০১৫-২০১৬)	২০১৮	✓			সন্তোষজনক

প্রকল্প অঙ্গ	এলাকা	পরিদর্শনকৃত অংশ	বাস্তবায়নের বছর	প্রকল্প অঙ্গের ভৌত অবস্থা			মন্তব্য
				ভাল	মধ্যম	খারাপ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	খালিয়াজুরি হাওড়, নেত্রকোণা	খালিয়াজুরি-২ (প্যাকেজ নং W-৪৫/২০১৬-২০১৭)	২০১৭	✓			সন্তোষজনক
রেগুলেটর পুনর্বাসন	মকল্কান্দি হাওড়, হবিগঞ্জ	মকলকান্দি পয়েন্ট-২ (প্যাকেজ নং Habi/WD-04-২০১৬-২০১৭)	২০১৮	✓			সন্তোষজনক
	হুমাইপুর হাওড়, কিশোরগঞ্জ	হুমাইপুর হাওড় (প্যাকেজ নং W-০৬/২০১৩-২০১৪)	২০১৪			✓	রেগুলেটরটি সম্পূর্ণ অচল
ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ	কোম্পানিগঞ্জ, সিলেট	কোম্পানীগঞ্জ গ্রাম (প্যাকেজ নং Patho-W-১৪/২০১৪-২০১৫)	২০১৫		✓		সন্তোষজনক
কজওয়ে নির্মাণ	কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট	কোম্পানীগঞ্জ কজওয়ে (প্যাকেজ নং Shafiq-W-০২/২০১৪-২০১৫)	২০১৬	✓			সন্তোষজনক
	খালিয়াজুরি হাওড়, নেত্রকোণা	নাওটানা কজওয়ে (প্যাকেজ নং W-৩৭/১৬-২০১৭)	২০১৮	✓			সন্তোষজনক
	মকলকান্দি হাওড়, হবিগঞ্জ	আমরাখাই এলাকা, মকলকান্দি হাওড় (প্যাকেজ নং W/Hab-1/২০১৭-২০১৮)	২০১৮	✓			সন্তোষজনক
অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন	কুচিমোড়া হাওড়, মৌলভীবাজার	কুচিমোড়া খাল খনন, ৬.১৮৫ কি. মি থেকে ৭.৭৭৫ কি. মি (প্যাকেজ নং KHK-০১/২০১৫-২০১৬)	২০১৭		✓		খাল ভরাট হয়ে গিয়েছে, গভীরতা ও প্রশস্ততা কমে গিয়েছে
	হুমাইপুর হাওড়, কিশোরগঞ্জ	হুমাইপুর অংশ (প্যাকেজ নং W-০৪/২০১৫-২০১৯)	২০১৬		✓		খাল ভরাট হয়ে গিয়েছে, গভীরতা ও প্রশস্ততা কমে গিয়েছে
সুরমা বৌলাই রিভার সিস্টেম ড্রেজিং	চামটি হাওড়, সুনামগঞ্জ	চামটি হাওড় (প্যাকেজ নং Sunam-dredging-০৬/Chamti/২০১৭—২০১৮)	২০১৯	✓			সন্তোষজনক
	পুরাতন সুরমা নদী, সুনামগঞ্জ	পুরাতন সুরমা নদী (প্যাকেজ নং Sunam-dredging-০৪/old surma/২০১৭—২০১৮)	২০১৯	✓			সন্তোষজনক

ক. ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ

ডুবন্ত বাঁধ হাওড় এলাকার আকস্মিক বন্যা বা আগাম বন্যা থেকে আবাস ও ফসল রক্ষা করার একটি বহুল ব্যবহৃত অঙ্গ। এটি মূলত বন্যার পানির উচ্চতা অত্যাধিক বেড়ে গেলে ডুবে যায় বা প্লাবিত হয়ে যায়, কিন্তু আকস্মিকভাবে নেমে আসা ঢলের পানি থেকে ফসল এবং মূল্যবান গৃহাস্থলী সরিয়ে নিতে কিছুটা সময় পানি আটকে রাখে। হাওড় এলাকায় ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণের ফলে কৃষক কৃষিজাত ফসল তুলে নিতে পারেন, গবাদী পশু আসন্ন বন্যাকবলিত স্থান থেকে সরিয়ে নিতে পারেন, বন্যার প্রাথমিক ঢলের প্রবলতা কমে এবং মানুষ নিরাপদ স্থানে সরে যেতে পারে।

প্রকল্পের আওতাধীন ৬টি জেলার ২৯টি উপজেলাতেই ডুবন্ত বাঁধ নির্মিত হয়েছে বা পুনরাকৃতিকরণ করা হয়েছে। যেহেতু বাঁধগুলো শুধুমাত্র মাটি দিয়ে তৈরি এবং ঘাসের আবরণ দেয়া হয়, এ কারণে এগুলো প্রতিবার বন্যাতে ভেঙ্গে যায় এবং প্রতি বছর পুনরায় বাজেটের মাধ্যমে এগুলোকে মেরামত করতে হয়। আলোচ্য প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময়ে সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও নেত্রকোণার মোট ৫ টি ডুবন্ত বাঁধ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকৃত ৫টি বাঁধের উচ্চতা ডিপিপি-র বিধান অনুযায়ী এলাকাভেদে গড়ে ৬-১০ মিটার পিডব্লিউডি থাকলেও বাস্তবে রয়েছে ২-৪ মিটার পিডব্লিউডি। অর্থাৎ বাঁধের উচ্চতা তুলনামূলক ভাবে অনেক কম, যা ছোট-খাট বন্যায় সহজেই তলিয়ে যেতে পারে। পাথরচলি হাওড়, সিলেটে (১.২৫ কি. মি; প্যাকেজ নং Patho-W-০৪-২০১৪-২০১৫) নির্মিত বাঁধটি ২০১৫ সালে নির্মিত। ২০১৭ এর আগাম বন্যার পর বাধটিকে সংস্কার করা হয়। বর্তমানে বাঁধের ১.২৫ কি. মি স্থানে প্রস্থ ৫ ফুট এবং উচ্চতা ৪ ফুট, যা ডিপিপি'র বিধান অনুযায়ী কম। মতিয়ান হাওড়, সুনামগঞ্জ সদরে (০.০০০ থেকে ০.২৪০ কি. মি; প্যাকেজ নং Sunamhaor/২০১৫-১৬/১৩৮) নির্মিত বাঁধটি ২০১৮ সালে বাধটি নির্মিত। এরপর আর সংস্কার করা হয়নি। বর্তমানে বাধটির প্রস্থ ৬ ফুট এবং উচ্চতা ৪ ফুট। বাঁধটির ০.২৪ স্থানের soil porous এবং low-compacted. পানির হালকা চাপেই বাঁধের মাটি ধ্বসে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। হলির হাওড়, সুনামগঞ্জে (৫২.০০০ থেকে ৫২.৬৭৫ কি. মি; প্যাকেজ নং Sunamhaor/২০১৫-১৬/১৩৯) নির্মিত বাঁধটি ২০১৮ সালে নির্মাণের পর আর সংস্কার করা হয়নি। বর্তমানে বাধটির ৫২.৬৭৫ কি. মি স্থানে প্রস্থ ৫ ফুট এবং উচ্চতা ৪ ফুট, যা ডিপিপির বিধান থেকে কম। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, বাঁধটির Top এবং Toe দুইটি স্থানই ভেঙ্গে সমতল ভূমির সাথে মিশে আছে। একইভাবে, মকলকান্দি হাওড়, হবিগঞ্জের (মকলকান্দি হাওড়, ১৭.২৮০ কি. মি থেকে ১৮.০৮ কি. মি; প্যাকেজ নং Habi/WD-০২-২০১৬-২০১৭) বাঁধ এবং খালিয়াজুরি হাওড়, নেত্রকোণার (খালিয়াজুরি-২; প্যাকেজ নং W-২৩/২০১৫-২০১৬) বাঁধদুইটি যথাক্রমে ২০১৮ এবং ২০১৬ সালে নির্মিত। নির্মাণের পরে আর সংস্কার করা হয়নি। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ডিপিপি'র বিধান অনুযায়ী Wave protection rip-rap, internal drain, toe filter দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও বাস্তবে আসলে কোনটিই নেই।

ছবি ১: ডুবন্ত বাঁধ (বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ)

ছবি ২: ডুবন্ত বাঁধ (খালিয়াজুরি, নেত্রকোনা)

সাধারণত হাওড় এলাকায় একটি ফসল রক্ষা বাঁধের মেয়াদকাল ২-৩ বছর। তবে, একটি আগাম বন্যা হলেই বাঁধের (৩০-৪০)% ভেঙে যায়, যা পরবর্তী বছরে আবার সংস্কার করতে হয়। অত্র প্রকল্পের আওতায় আলোচ্য বাঁধটি নির্মিত হয়েছে ২০১৮ সালে, যা তার বর্তমানে ২০২২ সালে প্রভাব মূল্যায়ন চলাকালীন সময়ে তার মেয়াদকাল পূর্ণ করেছে। মেয়াদউত্তীর্ণ হওয়ায় এবং নতুন প্রকল্পের আওতায় সংস্কারের অভাবে আলোচ্য বাঁধটি প্রায় বিলীন হয়ে গিয়েছে। যার কারণে ছবি-১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বাঁধের উচ্চতা কচি ধানগাছের উচ্চতা থেকেও কম। এটি কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরের একটি বাঁধ, যার অবস্থা একেবারে নাজুক।

বছর-বছর এভাবে বাঁধ নির্মাণ করা বা সংস্কার করার জন্য রাজস্ব ব্যয় এবং দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল না পাওয়া বিষয়ে কিশোরগঞ্জ বাপাউবো থেকে জানা যায়, কিশোরগঞ্জে গতবছর ২৮টি হাওড়ে ১৩ কোটি টাকা খরচ করে ৯৬ কি. মি বাঁধের কাজ করা হয় এবং ফলাফল হিসেবে প্রায় ১০০০ কোটি টাকার ধান পাওয়া যায়।

বাঁধের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সুফল পেতে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি নির্মাণ কার্যক্রম নকশা/স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী পরিচালিত করতে হবে। নদীর কাছাকাছি এবং আবাসস্থল থেকে দূরে নির্মাণ করতে হবে। স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেগুলেটরসহ রাবার ড্যাম নির্মাণ করতে হবে। কারণ, সঠিকভাবে ডুবন্ত বাঁধ নির্মিত হলে সবচেয়ে বেশী সুবিধা পাবেন স্থানীয় কৃষকরা। তাদের বোরো ফসল আগাম বন্যার থাবা থেকে সুরক্ষা পাবে, বোরো ধান সময় মতো ঘরে তুলতে পারবেন। এলাকাবাসীর ঘরবাড়ি, সম্পদ, জীবন-মাল রক্ষা পাবে। এছাড়া, বাধগুলো অন্যান্য সময়ে যাতায়াত ও পরিবহনে ভূমিকা রাখবে।

খ. কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণ

কম্পার্টমেন্টাল ডাইক হল একটি বন্যা প্রতিরোধক বাঁধকে নিয়ে গঠিত সীমিত অংশ যা কোন খাল/নদী-র বাঁধের লোকালয়ের পাশে চলাচলের পথে অবস্থিত। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল বন্যার পানি জমে থাকা এলাকার পরিমান কমানো। অর্থাৎ জনসাধারণের উপস্থিতিযুক্ত এলাকায় বন্যার পানি না প্রবেশ করিয়ে ডাইকের এলাকার মধ্যে বন্যার পানি ঢুকিয়ে দেওয়া। এভাবে ডাইকের মাধ্যমে বন্যার পানি থেকে লোকালয় ঝুঁকিমুক্ত থাকে।

আলোচ্য প্রকল্পে কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণের বিষয়াদি রয়েছে সিলেট ও নেত্রকোণা জেলার হাওড়ে। ডিপিপি অনুযায়ী বোরা হাওড়, সিলেটে ৩টি কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণের বন্দোবস্ত রয়েছে যার মোট দৈর্ঘ্য ৬.৮৯৩ কিলোমিটার। ডাইক ৩টির জন্য দরপত্র আহবান করা হয় ৭/১২/২০১৫ তারিখে। ৩টি ডাইকের জন্য ঠিকাদারের সাথে চুক্তি হয় যথাক্রমে ১৩/০৩/২০১৬, ১৬/০২/২০১৬ এবং ১৭/০২/২০১৬ তারিখে এবং ডাইক ৩টির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় ৩০/০৪/২০১৭ তারিখে। তন্মধ্যে ১টি ডাইক সরেজমিনে পর্যবেক্ষণকালে বাস্তবে তার ক্ষীণ উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে, হাওড় এলাকায় প্রতিবছর ৫ সে.মি করে বেডের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। কোন কোন বছর সেটি দ্বিগুণ বা তিনগুণ ও হয়ে যায়। আলোচ্য অঙ্গটি ২০১৭

তে নির্মিত হওয়ায় এবং সেটির পর্যবেক্ষণ ২০২২ এ হওয়ায় ডাইকের উচ্চতা কমে গিয়েছে। বিশেষত ২০১৭ এর আগাম বন্যার কারণে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল অঙ্গই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গ. পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (রেগুলেটর) নির্মাণ

পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো বা রেগুলেটর হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পানি চলাচলের একটি সুবিধা সম্বলিত ব্যবস্থা যা কোনো রাস্তা বা বাঁধের সাথে নির্মাণ করা হয়। সাধারণ ভাষায় এটাকে স্লুইচ গেটও বলা হয়ে থাকে। হাওড় এলাকায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বন্যা প্রতিরোধের অবকাঠামো হচ্ছে রেগুলেটর। হাওড় এলাকায় এটি সাধারণত বাঁধের সাথে দেওয়া হয়, যাতে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে হাওড়ে জমে থাকা পানি ছেড়ে দেওয়া যায় বা কৃষিজমিতে পানি সরবরাহ করা যায়।

প্রকল্পের আওতায় সিলেট, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার উপজেলাসমূহে ১১ টি নতুন রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ৬টি জেলার ২৯টি উপজেলায় সর্বমোট ১১১টি রেগুলেটরের পুনর্বাসন করা হয়েছে। অর্থ্যাৎ প্রতিটি উপজেলাতেই রেগুলেটর নির্মাণ বা পুনরায় চালুকরণ হয়েছে। প্রকল্প থেকে নির্মিত ৫টি জেলার ৫টি রেগুলেটর সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়। সেই ৫টি রেগুলেটর হলঃ সিলেটের জাকিগঞ্জের হামরি এলাকায় নির্মিত রেগুলেটর, সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরের বউধারণ এলাকায় নির্মিত রেগুলেটর, মৌলভীবাজারের নাজিরাবাদ এলাকায় নির্মিত রেগুলেটর, হবিগঞ্জের গোসাইপুর এলাকায় নির্মিত রেগুলেটর, এবং কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামের বাটিলংকা এলাকায় নির্মিত রেগুলেটর। ৫টি রেগুলেটর-ই ডিপিপি-র নকশা অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে। তবে, মৌলভীবাজারের নাজিরাবাদ এলাকায় নির্মিত রেগুলেটরটি এবং কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামের বাটিলংকা এলাকায় নির্মিত রেগুলেটরটির গেট জ্যাম হয়ে আছে, যা জরুরি সময়ে স্লাইড করতে বিপত্তির সৃষ্টি করতে পারে। আবার, রেগুলেটর ২টি ২০১৭ সালে নির্মিত হওয়ায় এবং এরপর আগাম বন্যায় সংযোগ বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উল্লিখিত ২টি রেগুলেটরের সাথে বাঁধের সংযোগের উচ্চতা প্রায় ৩-৪ ফুট কমে গিয়েছে। অর্থাৎ বাধের সাথে যথাযথ সংযোগ নাই।

ছবি ৩: রেগুলেটর (নাজিরাবাদ, মৌলভীবাজার)

ঘ. ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ

ড্রেনেজ আউটলেট প্রকল্পের আওতাধীন গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। ড্রেনেজ আউটলেটের মাধ্যমে রাস্তা বা বাঁধের ভিতরে আবদ্ধ পানিকে প্রবাহিত করা হয়। এর মাধ্যমে হাওড় এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট জেলার সিলেট সদর, কোম্পানীগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, কানাইঘাট ও জকিগঞ্জ উপজেলায় মোট ১২টি ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ করা হয়েছে। উল্লিখিত ড্রেনেজ আউটলেটগুলোর মধ্যে কোম্পানিগঞ্জের একটি আউটলেট পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, ড্রেনেজ আউটলেট থেকে প্রবাহিত হওয়া পানি পরিবহনের জন্য পর্যাপ্ত স্থান নেই। ড্রেনের প্রস্থ কমে গিয়েছে। আলোচ্য

ড্রেনেজ আউটলেটটি নির্মিত হয়েছে ২০১৫ সালে। আউটলেটটি নির্মাণের পরবর্তী ৩ বছর স্থানীয় কৃষকেরা এটির সুফল পেয়েছেন। কিন্তু, এরপর কয়েকটি আগাম বন্যা হওয়ায় এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের নতুন কোন প্রকল্প না থাকায় এটির সেবা প্রদান স্তিমিত হয়ে গিয়েছে।

ছবি ৪: ড্রেনেজ আউটলেট (কোম্পানিগঞ্জ, সিলেট)

ঙ. কজওয়ে নির্মাণ

হাওড় এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার অন্যতম একটি অঙ্গ কজওয়ে। এটি বাঁধ বা রাস্তার সাথে সংযুক্ত থাকে। পানি বাঁধের একপাশ থেকে অন্যপাশে নিষ্কাশন করতে এটি ব্যবহার করা হয়। পানির উচ্চতা বেড়ে গেলে এটির মধ্যবর্তী স্থান ফাকা করে দিয়ে পানি চলাচলের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। প্রকল্প থেকে মোট ১৩টি কজওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। নেত্রকোনায় ১টি, হবিগঞ্জে ২টি ও সিলেট জেলায় ১০টি কজওয়ে নির্মিত হয়েছে।

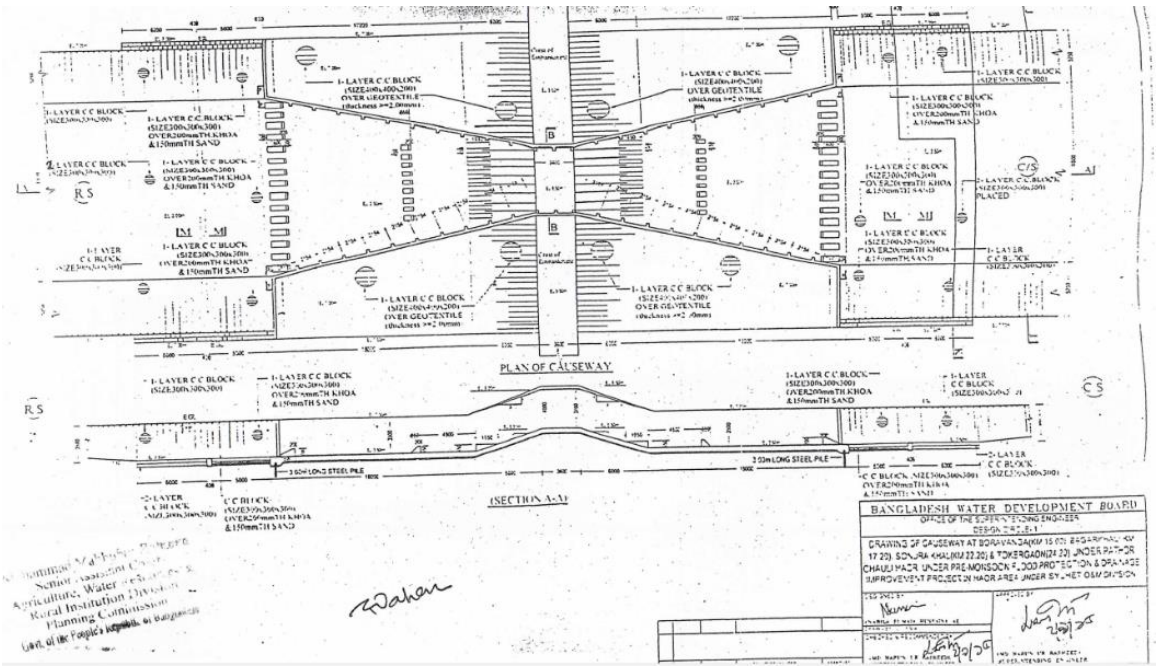

ছবি ৫: ডিপিপি অনুযায়ী কজওয়ের নকশা

কজওয়ে কৃষিকাজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কার্যকর। ফসল কাটার পরে নদীতে আবদ্ধ পানি হাওড়ে প্রবেশ করাতে কজওয়ে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। আকস্মিক বন্যায় বোরো ফসল রক্ষার ক্ষেত্রে এলাকাবাসী কজওয়ের সুবিধা ভোগ করছে।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কজওয়ে গুলোর মধ্যে কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট কোম্পানীগঞ্জ কজওয়ে (প্যাকেজ নং Shafiq-W-০২/২০১৪-২০১৫); খালিয়াজুরি হাওড়, নেত্রকোণা নাওটানা কজওয়ে (প্যাকেজ নং W-৩৭/১৬-২০১৭); মকলকান্দি হাওড়, হবিগঞ্জ, আমরাখাই এলাকা, মকলকান্দি হাওড় (প্যাকেজ নং W/Hab-১/২০১৭-২০১৮) মোট ৩টি কজওয়ে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং ডিপিপি অনুযায়ী পর্যালোচনা করা হয়। এক্ষেত্রে, তিনটি কজওয়ের-ই নকশা ডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত ডিজাইন/স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী পাওয়া গিয়েছে। তবে খালিয়াজুরির কজওয়েটিকে বাঁধের সাথে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। Upstream এবং downstream-এ অন্তঃত ৫ফুট বিচ্যুতি রয়েছে। এছাড়া country side-এ ১:২ এবং river side-এ ১:৩ ঢাল থাকার বন্দোবস্ত থাকলেও বাস্তবে সমতল ভূমি পাওয়া গিয়েছে (ছবি ০৬ দ্রষ্টব্য) ।

ছবি ৬: কজওয়ে (কোম্পানিগঞ্জ, সিলেট)

ছবি ৭: ডিপিপি'র নকশা হতে বিচ্যুত কজওয়ে (বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ)

চ. পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাসন

হাওড় এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাওয়া রেগুলেটর পুনঃসংস্কার করে সেগুলোর কার্যকারিতা ফিরিয়ে আনতে পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাসন করা হয়েছে। পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাসন করায় কার্যকর রেগুলেটরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের অধীনে ৬টি জেলার ২৯টি উপজেলায় সর্বমোট ১১১টি রেগুলেটর পুনর্বাসন করা হয়েছে। অর্থ্যাৎ প্রতিটি উপজেলাতেই রেগুলেটর পুনরায় চালুকরণ হয়েছে। রেগুলেটরগুলো সচল থাকাকালীন রেগুলেটরের মাধ্যমে এলাকাবাসী, বিশেষত কৃষকেরা উপকৃত হয়েছেন, সুবিধাজনকভাবে কৃষিজমিতে সেচকাজে প্রবাহিত করতে পেরেছেন এবং সর্বোপরি এটির কারণে বাঁধ বা রাস্তা ভাঙ্গন থেকে রক্ষা পেয়েছে।

সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য মকল্কান্দি হাওড়, হবিগঞ্জ, মকলকান্দি পয়েন্ট-২ (প্যাকেজ নং Habi/WD-০৪-২০১৬-২০১৭) ও হুমাইপুর হাওড়, কিশোরগঞ্জ, হুমাইপুর হাওড় (প্যাকেজ নং W-০৬/২০১৩-২০১৪) রেগুলেটর দুইটিকে নির্বাচিত করা হয় এবং ডিপিপি অনুযায়ী নকশা/স্পেসিফিকেশন পর্যালোচনা করা হয়। দেখা গেছে যে, দুইটি রেগুলেটরই ডিপিপি অনুযায়ী ৪ ভেন্ট রেগুলেটর, যা ডিপিপি অনুযায়ী যথার্থ। কিন্তু, দুইটি রেগুলেটরের-ই গেট জ্যাম হওয়া অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে, সহজে স্লাইড করা যাচ্ছেনা এবং retaining wall-এর সাথে মাটির সংযোগ নাই। এছাড়া submersible hydraulic jump ডিজাইনে না নিয়ে আসায় downstream এ water pothole তৈরী হয়েছে। আলোচ্য রেগুলেটর দুইটি যথাক্রমে ২০১৮ ও ২০১৪ সালে মেরামতকৃত। স্থানীয় জনসাধারণের সাথে দলীয় আলোচনায় জানা যায় যে, রেগুলেটর দুটি সচল ছিল, এবং ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ এর আগাম বন্যায় যথেষ্ট উপকার করেছে। কিন্তু এটি রক্ষণাবেক্ষণের কোন প্রকল্প না থাকায় বর্তমানে আশানূরূপ ফলাফল দিচ্ছেনা।

ছ. অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন

ছবি ৮: অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন (নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ)

হাওড়ের মতো বৃহৎ এলাকায় বড় ছোট নদীর পাশাপাশি অনেকগুলো খাল রয়েছে, সেগুলোকেই অভ্যন্তরীণ খাল বলা হয়। হাওড় এলাকার পানি নিষ্কাশনে নদীর পাশাপাশি খাল অনেক গুরুত্বপূর্ণ। পানি নিষ্কাশনের পাশাপাশি কৃষি জমিতে সেচের কাজেও খাল অনেক কার্যকর। নথি অনুযায়ী প্রকল্পের অধীনে সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলায় মোট ১৪৬কিমি খাল পুনঃখনন করা হয়েছে।

সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য, কুচিমোড়া হাওড়, মৌলভীবাজার, কুচিমোড়া খাল খনন, ৬.১৮৫ কি. মি থেকে ৭.৭৭৫ কি. মি (প্যাকেজ নং KHK-০১/২০১৫-২০১৬) ও হুমাইপুর হাওড়, কিশোরগঞ্জ, হুমাইপুর অংশ (প্যাকেজ নং W-০৪/২০১৫-২০১৯)এর খননকৃত অংশ পরিদর্শন করা হয়। ডিপিপি অনুযায়ী পর্যালোচনা করতে যেয়ে, বাস্তবে খালের গভীরতা কম পাওয়ায় স্থানীয় জনসাধারণকে খাল খননের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। জানা যায় যে, খালদুইটি যথাক্রমে ২০১৭ ও ২০১৬ সালে খননকৃত। জানা যায় যে, খননের পর ২-৩ বছর খালের গভীরতা যথার্থ ছিল এবং আলোচ্য খালটি খননের কারণে স্থানীয় কৃষকেরা তাদের ফসলকে আগাম বন্যার হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছিলেন। কিন্তু ২০১৭ সালের প্রলয়ংকারী আগাম বন্যার পর খালে পলি জমে খালের গভীরতা এবং প্রশস্ততা দুটিই কমে গিয়েছে। এছাড়া, হাওড় এলাকার পলি জমার হার অনেক বেশী হওয়ায়

এবং ২০১৭ এর পরে প্রতি বছর সংঘটিত আগাম বন্যার কারণে খালের গভীরতা আরো কমে গিয়েছে, যা বর্তমানে ড্রেনের মত হয়ে আছে, খালের মধ্যে ধানের চাষ করা হচ্ছে এবং খালের পার্শ্ববর্তী বাঁধগুলোর উচ্চতা পাশের ফসলি জমির ভূমির সমান।

জ. সুরমা বৌলাই রিভার সিস্টেম ড্রেজিং

নদীর গভীরতা বৃদ্ধির নিয়মিত কার্যক্রমের অন্যতম হচ্ছে রিভার সিস্টেম ড্রেজিং। ড্রেজিং এর ফলে নদীর গভীরতা বাড়ে, নদীর পানি ধারণক্ষমতা ও নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, পানি মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়। কৃষকেরা শুষ্ক মৌসুমে সেচ কাজে নদীর পানি ব্যবহার করতে পারেন। নথি অনুযায়ী, সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় মোট ১১৬ কিঃমিঃ রিভার সিস্টেম ড্রেজিং করা হয়েছে। সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য চামটি হাওড়, সুনামগঞ্জ, চামটি হাওড় (প্যাকেজ নং Sunam-dredging-০৬/Chamti/২০১৭—২০১৮) ও পুরাতন সুরমা নদী, সুনামগঞ্জ, পুরাতন সুরমা নদী (প্যাকেজ নং Sunam-dredging-০৪/old surma/২০১৭—২০১৮)। দুটি স্থানেই নদী ড্রেজিংকৃত অংশ এবং তার আশেপাশে বোরো জমি সরেজমিনে পরিদর্শনকালে স্থানীয় উত্তরদাতাদের সাথে কথা বলে জানা যায়, সেখানে ২০১৮ সালে এই ড্রেজিং এর কাজ হয়েছে, তারা ড্রেজিং কাজ দেখেছে এবং তারা ড্রেজিং নিয়ে সন্তুষ্ট। তবে ড্রেজিং এর ব্যাপ্তি বৃদ্ধিতে জোর দিতে হবে বলে তারা দাবি জানান।

ঝ. এক্সিবিয়ান এস্কাভেটর

প্রকল্পের ডিপিপি ও স্থানীয় বাপাউবো অফিসের নথি অনুযায়ী, অত্র প্রকল্পের কর্মকান্ড পরিচালনা করার জন্য ৩টি এক্সিবিয়ান ও ৫টি লং বুম এস্কাভেটর ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পের অধীনে ক্রয়কৃত এক্সিবিয়ান এক্সাভেটর প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পরে ঢাকাধীন বাপাউবো-র তেজগাঁও কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। সেখানে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে সেগুলো সংরক্ষিত রয়েছে। ঢাকার তেজগাঁওয়ে অবস্থিত বাপাউবো পিডি যান্ত্রিক দপ্তরে খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, এস্কাভেটরগুলো নতুন কোন প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য পাঠানো হয়নি, এখনো এখানেই রয়েছে। যন্ত্রগুলোর বর্তমান কর্মক্ষমতা সম্পর্কে জানা যায় যে, ২০১৯ সাল থেকে অব্যবহৃত অবস্থায় থাকায় এগুলো মেরামত প্রয়োজন।

৩.৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

৩.৪.১ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ

আলোচ্য প্রকল্পের জন্য পূর্ণকালীন কোন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ১৩ জন প্রকৌশলী প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বারংবার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তিত হওয়ার কারণে প্রকল্প কার্যক্রম ব্যহত হয়েছে, সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়নি, মেয়াদ এবং অর্থ বৃদ্ধি করে বারংবার প্রকল্প সংশোধন করতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের প্রকল্প পরিচালক বারংবার পরিবর্তন না করার জন্য মন্ত্রণালয় সচেষ্ট থাকা উচিত এবং ১২/০৫/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এনইসি সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুশাসন মোতাবেক প্রতিটি প্রকল্পের জন্য একজন পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। নিম্নে বিভিন্ন মেয়াদে দায়িত্বরত প্রকল্প পরিচালকগণের নাম দেয়া হলঃ

সারণী ১৭: বিভিন্ন সময়ে দায়িত্বরত প্রকল্প পরিচালকগণ

ক্রম	প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবী	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (অতিরিক্ত/মূল)
১	২	৩	৪	৫
০১	জনাব মোঃ আব্দুর রব মিয়া	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	০১/০১/২০১১ থেকে ১৬/০৯/২০১২	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০২	জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	১৬/০৯/২০১২ থেকে ৩০/০৯/২০১২	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০৩	জনাব মোঃ ফেরদৌস	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	৩০/০৯/২০১২ থেকে ২২/০৭/২০১৩	অতিরিক্ত দায়িত্ব

ক্রম	প্রকল্প পরিচালকের নাম	মূল দপ্তর ও পদবী	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (অতিরিক্ত/মূল)
১	২	৩	৪	৫
০৪	জনাব মোস্তাক আহমেদ	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	২২/০৭/২০১৩ থেকে ১৪/০৭/২০১৪	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০৫	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	১৪/০৭/২০১৪ থেকে ১৫/০৯/২০১৪	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০৬	জনাব মোঃ আব্দুল বাতেন	প্রধান প্রকৌশলী	১৫/০৯/২০১৪ থেকে ৩১/০৩/২০১৫	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০৭	জনাব মোঃ নাজির আহমেদ	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	৩১/০৩/২০১৫ থেকে ১৬/০৪/২০১৫	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০৮	জনাব ওবাইদুর রহমান	প্রধান প্রকৌশলী	১৬/০৪/২০১৫ থেকে ০৪/০১/২০১৬	অতিরিক্ত দায়িত্ব
০৯	জনাব মোঃ আব্দুল হাই	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	০৬/০১/২০১৬ থেকে ০২/০৫/২০১৭	অতিরিক্ত দায়িত্ব
১০	জনাব মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন	প্রধান প্রকৌশলী	০২/০৫/২০১৭ থেকে ০৪/০৬/২০১৭	অতিরিক্ত দায়িত্ব
১১	জনাব কে এম আনোয়ার হোসেইন	প্রধান প্রকৌশলী	০৪/০৬/২০১৭ থেকে ০৪/০২/২০১৮	অতিরিক্ত দায়িত্ব
১২	জনাব জুলফিকার আলী হাওলাদার	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	০৪/০২/২০১৮ থেকে ০৬/১১/২০১৮	অতিরিক্ত দায়িত্ব
১৩	জনাব মোঃ নিজামুল হল ভূঁইয়া	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	০৬/১১/২০১৮ থেকে ৩০/০৬/২০১৯	অতিরিক্ত দায়িত্ব

৩.৪.২ স্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইসি কমিটির সভা থেকে প্রাপ্ত মন্তব্য বাস্তবায়ন পর্যালোচনা

আরডিপিপি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে বিভিন্ন কমিটির সভা, যেমনঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা, স্টিয়ারিং কমিটির সভা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও অডিট হয়েছে। আলোচ্য প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত ৬টি জেলার বাপাউবো অফিসের নথি পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, স্টিয়ারিং কমিটি, পিআইসি কমিটি ও প্রকল্প অডিট থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ সমূহকে প্রমাণকসহ যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যেমনঃ বাপাউবো সিলেট জোনাল অফিসের নথি থেকে দেখা যায়, স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিয়ানীবাজার ডুবন্ত বাঁধের Turfing নিয়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন করা হয় এবং পুনঃমূল্যায়ন করা হয়। এছাড়াও, সুনামগঞ্জে দেখা গেছে যে, বাপাউবো ও উপজেলা প্রশাসনকে অন্তর্ভুক্ত করে কমিটি গঠন করা হয়েছে যারা বিভিন্ন সময়ে সভার মাধ্যমে পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে।

৩.৪.৩ আইএমইডি থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রদানকৃত মন্তব্য বাস্তবায়ন পর্যালোচনা

প্রকল্প চলাকালীন ও প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর বিভিন্ন সময়ে আইএমইডি কর্তৃক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে মন্তব্য প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রকল্প চলাকালীন বিভিন্ন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদনের মাধ্যমে সুপারিশ প্রদান করা হয়। আলোচ্য প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় সেইসব মন্তব্য হালনাগাদ করা হয়েছে কিনা এবং বাস্তবে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কিনা তা যাচাই করা হয়। মন্তব্য সমূহের মধ্যে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে ১৫/০২/২০১৮, ২২/০৫/২০১৮, ১৫/০৩/২০১৮, ১৪/১১/২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ প্রকল্পের কার্য সংক্রান্ত তাদের সুপারিশ/মতামত প্রদান করেন। এছাড়া উন্নয়ন প্রকল্প মনিটরিং কমিটি, উন্নয়ন প্রকল্প মনিটরিং কমিটি-৬, টাস্কফোর্স কমিটি, আইএমইডি, পলিকল্পনা কমিশন থেকে বিভিন্ন সময়ে মতামত প্রদান করা হয়, যা পর্যালোচনা করা হয়। বাস্তবে নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাপাউবো সিলেট জোনাল অফিস থেকে নথির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডকে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ড অফিসে উক্ত আদেশ প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা যাচাইকালে দেখা যায়, প্রকল্পের মান সম্পর্কিত মন্তব্যে বাস্তবে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী বলেন, নতুন টেন্ডার ছাড়ার সময়ে তারা আইএমইডি থেকে প্রাপ্ত মন্তব্য

প্রতিপালন করেন এবং প্রকল্পের বিভিন্ন ধাপে তা যথাযথ বাস্তবায়ন করেন। এছাড়া বর্তমানে গঠনকৃত টাস্কফোর্সের মাধ্যমে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি দেখভাল করা হয়।

৩.৪.৪ জনবল নিয়োগ

আলোচ্য প্রকল্পের জন্য সম্পূর্ণকালীন সময়ের জন্য কোন নির্ধারিত জনবল নিয়োগ করা হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়নে ৬টি জেলার বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাধারণ দায়িত্বে কর্মরত জেলা পর্যায়ের দপ্তরের কর্মকর্তাগণ ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জোনাল দপ্তরের কর্মকর্তাগণ অতিরিক্ত দায়িত্বে থেকে প্রকল্পে কাজ করেছেন।

৩.৫ প্রভাব মূল্যায়নঃ প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল

হাওড়ে আগাম বন্যার কারণ পর্যালোচনাঃ বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওড় এলাকা ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পর্বতমালার ঠিক পাদদেশে। মেঘালয়ে বৃষ্টিপাতের পানি সুরমা-কুশিয়ারা ছাড়াও উত্তরের ৭-৮টি সীমান্ত নদী দিয়ে সরাসরি হাওড়ে প্রবেশ করে। আর বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে মাত্র ১২ কিলোমিটার দূরেই পৃথিবীর সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের এলাকা চেরাপুঞ্জীর অবস্থান। ১৯৯৫ সালের ১৬ জুন চেরাপুঞ্জীতে ২৪ ঘণ্টায় ১৫৬৩ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছিল, যা কিনা অনেক দেশের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের থেকেও বেশি! এখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ১২ হাজার মিলিমিটার। অন্যদিকে বাংলাদেশে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত মাত্র ২ হাজার ২০০ মিলিমিটার। উজানে ভারি বৃষ্টিপাত হলে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা নদীতে পানি বৃদ্ধির প্রভাব পড়তে যেখানে ২-৩ দিন সময় লাগে, সেখানে মেঘনা বেসিনের উজানে ভারি বৃষ্টিপাতের ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই হাওড়ের নদীগুলোর পানি বৃদ্ধি পায়। যেমনঃ গত ৩০ মার্চ থেকে ১৭ এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ভারতের চেরাপুঞ্জীতে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সুনামগঞ্জের সুরমা নদীতে পানির লেভেলের ব্যাপক পরিবর্তন হয়। এপ্রিলের প্রথম দুই সপ্তাহে চেরাপুঞ্জীতে মোট বৃষ্টিপাত হয়েছে ১ হাজার ৭৬৫ মিলিমিটার! অর্থাৎ চেরাপুঞ্জীর বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের প্রায় ১৫ শতাংশ এ দুই সপ্তাহেই হয়ে গেছে এবং এর প্রভাবে এখন হাওড়ের নদীগুলোতে বিপৎসীমা প্রায় ছুঁই ছুঁই। এটি এপ্রিল-মে, ২০২২ এর বাস্তবতা। গবেষকদের ধারণা, সম্ভাব্য জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব পার্শ্ববর্তী বড় দুটি বেসিন ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার তুলনায় এই মেঘনা বেসিনেই সবচেয়ে বেশি হবে। গড় বৃষ্টিপাত বাড়ার পাশাপাশি ঘন ঘন অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এক গবেষণায় দেখা গেছে, এই শতকের মধ্যভাগে মেঘনা বেসিনে গড় বৃষ্টিপাত ২৩ শতাংশ বাড়ার সম্ভাবনা আছে, যার ফলে আগাম আকস্মিক বন্যার সম্ভাবনাও বাড়বে। অন্যদিকে নদীতে সর্বোচ্চ প্রবাহ ১-২ মাস এগিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। সাম্প্রতিক হাওড়ে বন্যার উপাত্ত থেকেও বিষয়টি বোঝা যায়। যেমন ২০০৪, ২০১০, ২০১৬ ও ২০১৭ সালে স্বাভাবিক সময় থেকে ১-২ মাস আগেই পানি নদীর বিপদসীমা অতিক্রম করে হাওড় প্লাবিত করেছে।

আলোচ্য প্রকল্পের কারণে অত্র প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে যেসব প্রভাব পড়েছে তা নিম্নে পর্যালোচনা করা হলঃ

৩.৫.১ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো বিবেচনায় রেখে প্রকল্প পরিকল্পনা ও নকশার সাথে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের প্রেক্ষাপট এবং জাতীয় নীতি-নির্দেশিকার প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করা হয়েছে যা সমীক্ষা এলাকার প্রেক্ষাপট প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন মূল্যায়ন করতে এবং সামগ্রিক প্রকল্পের প্রভাব বর্ণনা করতে সহায়তা করেছে। সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত এলাকার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিকতা অর্জনে সহায়ক হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন জনসংখ্যাতাত্বিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেমনঃ মাসিক পারিবারিক আয়, পরিবারের সদস্য সংখ্যা, পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তির সংখ্যা, পেশা, বয়স এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক প্রসঙ্গ। প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা মূল্যায়নে যুক্তিসঙ্গতা এবং উপযোগিতা উভয় বিষয়কেই বিবেচনা করা হয়েছে।

প্রতি বছরে হাওড়ের আগাম বন্যার প্রকোপ, মাত্রা, হাওড়ে বিদ্যমান নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং বোরো ফসল কে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। প্রকল্প অঙ্গসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে হাওড়ের আগাম বন্যা থেকে বোরো ফসল কে রক্ষা করা যাবে, হাওড় এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত হবে, সর্বপরি দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নদীসমূহের নাব্যতা বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। এসকল উন্নয়ন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরীতে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহযোগিতার ভিত্তিপ্রস্তর সৃষ্টি করবে।

প্রকল্প এলাকাটি প্রতিবছরই কম-বেশী আগাম বন্যার স্বীকার হয়। চৈত্র মাস আসা মাত্রই কৃষকরা চিন্তিত হয়ে পড়েন, এই বুঝি পাহাড়ের ঢল থেকে পানি এসে তাদের পাকা বোরো ফসল কে তলিয়ে দিয়ে যায়। ২০০৪ এর মধ্য এপ্রিল ও ২০১০ এ এপ্রিলের শুরুতে ঘটা আগাম বন্যা ব্যপকভাবে প্রকল্প এলাকাকে আঘাত করে এবং বিপুল পরিমাণ সম্পদের ক্ষতিসাধন করে, যার ফলশ্রুতিতে ২০১১ সালে এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। ভবিষ্যতে আগাম বন্যা থেকে হাওড় এলাকার বিপুল সম্ভাবনাময় খাত গুলোকে টিকিয়ে রাখতে এমন একটি প্রকল্প গ্রহণ যুক্তিযুক্ত ছিল।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (অর্থবছর ২০১১-অর্থবছর ২০১৫) তে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ফসলের বৈচিত্র বাড়ানো এবং গ্রামীণ অবকাঠামোতে জনসাধারণের ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি দেয়। এই পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক বৃদ্ধি বজায় রাখতে খাদ্য সুরক্ষা এবং জলবায়ু প্রভাবের সাথে অভিযোজনের ওপর জোর দেয়া হয়েছিল। এছাড়া হাওড় এলাকার ভৌগলিক অসুবিধাগুলো পূরণে বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ মোতাবেক কৃষিক্ষেত্র, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত কর্মসূচি নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় কার্যকর পদক্ষেপগুলো অনুসন্ধান ও গ্রহণ করার কথা উল্লেখ আছে।

উপরের তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এটি স্পষ্ট যে, টেকসই আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও জাতীয় নীতি অনুযায়ী এই প্রকল্প বাস্তবায়ন যুক্তিসঙ্গত ও যুগোপযোগী হয়েছে, যা একই সাথে প্রাসঙ্গিক।

"হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষ্যে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ৬টি জেলার (সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ও নেত্রকোণা) ২৯টি উপজেলা হতে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৬টি জেলা এবং ১৪টি উপজেলা নির্বাচন করা হয়। উপকারভোগী উত্তরদাতাদের মধ্যে সমীক্ষার প্রশ্নাবলী ব্যবহার করে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে ৪৭৫ জন পুরুষ (৯৯%) এবং ৫ জন নারী (১%) অংশগ্রহণকারী ছিলেন। উত্তরদাতাদের বয়স কাঠামোতে (২০-৪০) বছর বয়সী ১৯১ জন (৩৯.৮%), (৪১-৬০) বছর বয়সী ২০৬ জন (৪২.৩%), এবং (৬১-৮০) বছর বয়সী ৮১ জন (১৬.৯%)। উত্তরদাতাদের পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৭ জন, যেখানে গড় উপার্জনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা ২ জন। শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত প্রশ্নে দেখা যায় ১১১ জন (২৩.১২%) সম্পূর্ণ নিরক্ষর, ৯৮ জন (২০.৪১%) শুধুমাত্র সই করতে পারে এবং ৫৮ জন (১২.০৮) পঞ্চম শ্রেণী পাশ।

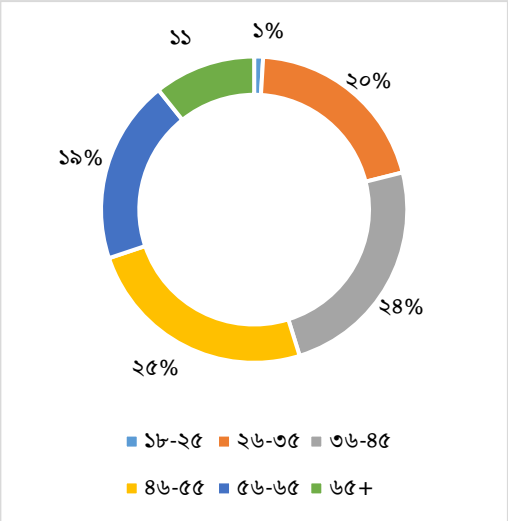

চিত্র ৫: উত্তরদাতাদের বয়সের শ্রেণিবিভাগ

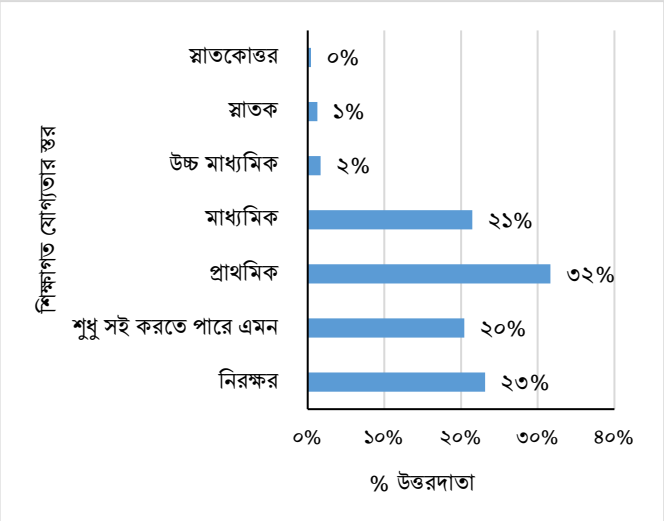

চিত্র ৪: উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

অপরদিকে প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কিত গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার আওতাধীন ছয়টি জেলার ছয়টি উপজেলা হতে ১০ জন করে অংশগ্রহণকারী নিয়ে মোট ৬টি এফজিডি সম্পন্ন করা হয়। প্রতিটি এফজিডিতে প্রকল্প সংশিষ্ট এলাকার বিভিন্ন স্তরের লোকজন তথা কৃষক, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সমাজের গণ্যমান্য লোকজন ও সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন

এবং এদের কাছ থেকে এফজিডি গাইডলাইনস-এর মাধ্যমে প্রকল্পের কর্মকান্ড ও এর প্রভাব সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া উপকারভোগীদের জীবনযাত্রার ওপর প্রকল্পের প্রভাব ও সফলতা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্প এলাকা থেকে ১ জন সুবিধাভোগী কৃষকের ওপর ১টি কেস স্টাডি করা হয়। এছাড়া প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ৬টি জেলার ৬টি উপজেলা থেকে উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা, প্রকল্প অঙ্গ বাস্তবায়নকারী স্থানীয় ঠিকাদার ও উপজেলা সংশ্লিষ্ট জেলার বাপাউবো-এর নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে সর্বমোট ৩৬টি স্থানীয় কেআইআই সম্পন্ন করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে মোট ৫টি কেআইআই করা হয় যার মুখ্য অংশীদারগণ ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন এবং আইএমইডি-র সেক্টর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রকল্পের স্থানীয় পর্যায়ে সিলেট সদর উপজেলায় একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

ছবি ৯: দলীয় আলোচনা (বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ)

ছবি ১০: উপজেলা চেয়ারম্যানের সাথে মুখ্য সাক্ষাৎকার (বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ)

ছবি ১১: দলীয় আলোচনা (কোম্পানিগঞ্জ, সিলেট)

এছাড়াও, প্রকল্পের অঙ্গসমূহ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে ৬টি জেলার ১৪টি উপজেলা থেকে ২০টি প্রকল্প অঙ্গ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত নোট করা হয়। প্রকল্পের কোন অঙ্গসমূহের আশপাশ থেকে কতগুলো খানা জরীপ (পরিমাণগত নমুনা নির্ধারণ) করা হয়েছে এবং একই সাথে উপজেলা, জেলা ও বিভাগ ভিত্তিক নমুনা বিতরণ সারণী ৮-এ দেখানো হয়েছে।

প্রকল্প এলাকায় খানা জরিপে মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়, কোন কোন বছরে তার এলাকায় আগাম বন্যা হয়েছে। তাদের থেকে প্রাপ্ত উত্তর নিয়ে নিম্নের সারণী টি প্রস্তুত করা হয়েছে। যেমনঃ সুনামগঞ্জের ৫ জন বলেছেন তার এলাকায় ২০১১ সালে আগাম বন্যা হয়েছে, ৩ জন বলেছেন ২০১৩ সালে, ৪ জন বলেছেন ২০১৪ সালে, ৪৩ জন বলেছেন ২০১৭ সালে আগাম বন্যা হয়েছে ইত্যাদি। সেকেন্ডারী নথি অনুযায়ী হাওড়ে প্রতিবছরই ছোট বড় আগাম বন্যা হয়ে থাকে। সারণী-১৫ থেকেও একই চিত্র দেখা যাচ্ছে। তবে, ২০১৬, ২০১৭, ২০১২ সালে আগাম বন্যার প্রকোপ বেশী ছিল যা ২০১৮ সালের পর ধীরে ধীরে কমছে।

সারণী ১৮: বিভিন্ন স্থানে আগাম বন্যা সংঘটনের বছরসমূহ

জেলা	যে যে বছরে, যেসব স্থানে আগাম বন্যা হয়েছে										
	২০১১ (জন)	২০১২ (জন)	২০১৩ (জন)	২০১৪ (জন)	২০১৫ (জন)	২০১৬ (জন)	২০১৭ (জন)	২০১৮ (জন)	২০১৯ (জন)	২০২০ (জন)	২০২১ (জন)
হবিগঞ্জ	০	০	০	০	০	০	৮	০	০	০	০
কিশোরগঞ্জ	১৯	১৫	১৫	৯	১০	১২	১২	১১	২০	১৯	১৯
মৌলভী বাজার	০	০	০	০	১	৪২	৩৬	১	০	০	০
নেত্রকোণা	১	০	৩	০	০	৩৩	১৫	১	০	০	০
সুনামগঞ্জ	৫	০	৩	৪	০	৫	৪৩	৫	২	৫	৩
সিলেট	১১	৬৫	৩৪	১২	৫	৯৫	৫২	৩০	৩	০	০
সর্বমোট	৩৬ জন	**৮০ জন**	৫৫ জন	২৫ জন	১৬ জন	**১৮৭ জন**	**১৬৬ জন**	৪৮ জন	২৫ জন	২৪ জন	২২ জন

৩.৫.২ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বোরো ফসল চাষাবাদে পরিবর্তন

বাংলাদেশের মোট ধান উৎপাদনের প্রায় ১৬% আসে হাওড় থেকে যার মূল্য জাতীয় আয়ের প্রায় ৬-৮ ভাগ এবং মোট উৎপাদিত ফসলের ৭৯.৫% হচ্ছে বোরো ধান। সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মতে, শুধুমাত্র সুনামগঞ্জেই এবছর বোরো মৌসুমে প্রায় দুই লক্ষ ২৩ হাজার ৮৭ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের আবাদ হয়েছে যার আর্থিক বাজার মূল্য প্রায় ৩৪ হাজার ১৬ কোটি টাকা। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বোরো ধানের উৎপাদনে কতটুকু পরিবর্তন এসেছে তা যাচাই করার জন্য প্রকল্প পূর্ব, প্রকল্প চলাকালীন ও প্রকল্প পরবর্তী সময়ে বোরো ধান উৎপাদনের তথ্য কৃষি অধিদপ্তর থেকে সংগ্রহ করা হয়। ২০০৮ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে সিলেটে ১৬৮৮৪১ মে.টন বোরো ধান উৎপাদিত হলেও ২০১৪ সালে তা অন্যান্য বছরের গড় বৃদ্ধির চেয়ে তুলনামূলক বেশী বৃদ্ধি পেয়ে ২১২৭৩৮ মে.টন এ দাঁড়িয়েছে। এই উর্ধ্বগামী ধারা অন্যান্য প্রকল্প এলাকাতেও একই দেখা গিয়েছে। সবচেয়ে পরিবর্তন এসেছে সুনামগঞ্জে। যেখানে ২০০৯-১০ অর্থছরে, অর্থাৎ প্রকল্প শুরুর ঠিক পূর্বের বছরে ৩৫৩৩৯৩ মে.টন বোরো ধান উৎপাদিত হয়েছে, সেখানে প্রকল্প বাস্তবায়নের দুই বছর পর ২০১৪ সালে এসে ৬৯৫৮৫৬ মে.টন পাওয়া গিয়েছে, এবং পরবর্তী বছরেও এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। আবার, ২০১৭ এর আগাম বন্যার কারণে ধান উৎপাদন কমে গেলেও, বন্যার পরের বছর প্রকল্পের ২২.৫১ শতাংশ কার্য সম্পাদন করায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সুনামগঞ্জে ৭৩৮০০১ মে.টন উৎপাদনসহ অন্যান্য জেলাগুলোতেও বিপুল পরিমাণ বোরো ধান উৎপাদিত হয়েছে। এছাড়া ২০১৮-১৯-এ প্রকল্পের ৪৪.৮০ শতাংশ কার্য সম্পাদন করায় এই উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। সারণী-১৯ এর তথ্য পর্যালোচনা করে আরো দেখা যায় যে, প্রকল্প শুরুর দুই বছর পূর্বে অর্থাৎ ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ৬টি জেলায় মোট বোরো ধান উৎপাদিত হয়েছে ২৩৫০৪৯৫ মে.টন; প্রকল্প শুরুর পূর্বের বছর অর্থাৎ ২০০৯-১০ অর্থবছরে উৎপাদিত হয়েছে ২৩৩৭৯০৯ মে.টন এবং প্রকল্প শুরুর দুই বছর পর অর্থাৎ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে উৎপাদিত হয়েছে ২৮৯৫৫৬০ মে.টন। অর্থাৎ, প্রকল্পের হস্তক্ষেপের পূর্বে বছরে ১২৫৮৬ মে.টন উৎপাদন কমে গেলেও, প্রকল্প বাস্তবায়নের দুই বছর পর উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৫৭৬৫১ মে.টন এবং ২০১৮-১৯ এ এসে উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৩১৫৬৬২৬ মে.টন। আলোচ্য সারণী থেকে আরো কিছু বিষয় স্পষ্ট-

- প্রকল্প শুরুর পূর্বের ধান উৎপাদনের হারের তুলনায় প্রকল্প চলাকালীন উৎপাদনের হার বেশী
- ২০১৭ সালের আগাম বন্যার কারণে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ধান উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২২.৫১ শতাংশ এবং ২০১৮-১৯ এ ৪৪.৮০ শতাংশ প্রকল্পকার্য সম্পাদিত হওয়ায় ধান উৎপাদন অন্যান্য বছরের তুলনায় বিপুল হারে বৃদ্ধি পেয়েছে

- প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর প্রথম বছরেও এই ইতিবাচক বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত ছিল
- কিন্তু, ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে আবার উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে

সারণী ১৯: প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন বছরে ধান উৎপাদনের তথ্য

জেলা	২০০৮-২০০৯	২০০৯-২০১০	২০১৪-২০১৫	২০১৫-২০১৬	২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮	২০১৮-২০১৯	২০১৯-২০২০	২০২০-২০২১
	উৎপাদন (মে. টন)	উৎপাদন (মে. টন)	উৎপাদন (মে. টন)	উৎপাদন (মে. টন)	উৎপাদন (মে. টন)	উৎপাদন (মে. টন)	উৎপাদন (মে. টন)	উৎপাদন (মে. টন)	উৎপাদন (মে. টন)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সিলেট	১৫৫৭৫১	১৬৮৮৪১	২১২৭৩৮	২০১৪৯০	১৬৭৫৬০	২৪১০৩৯	২৩২৩৮৯	২৪৯৭৩২	২৫০৪৯৬
মৌলভীবাজার	১২৬২৭৩	১৩০০৩৫	১৬৫০৮৩	১৭২১৩৪	১৩২৪১২	১৭৯৩১৩	১৬৭৫৫০	১৮৭০২৬	১৮১১৫৯
সুনামগঞ্জ	৫২৯০৬৩	৩৫৩৩৯৩	৬৯৫৮৫৬	৬৮৫২২৬	১৯৬৫০০	৭৩৮০০১	৭৭২৩২২	৭৯৯৩৪৬	৮১৯৯৮৮
হবিগঞ্জ	৩৬৩৯০৫	৪৮৩৯১৮	৪০৫৪৩৬	৪০১১৩৮	৩৩৭৮৩২	৩৯৭৮৪৫	৪০৮৪৭৩	৪১১৯৭৬	৪৩৭৫৫০
কিশোরগঞ্জ	৬৭৯৬৫৫	৬২১৪২৪	৭১৩৬৯৬	৬৯৯০৪৭	৫০৩৩৬৩	৬৮৮৬২৩	৭১২৪০৫	৬৯৬৬২৯	৬৯৪৫৩৭
নেত্রকোণা	৬৫১৫৯৯	৫৮০২৯৮	৭০২৭৫১	৭২২৯৯৬	৫৬৩৪৩৯	৭১৪২৯০	৭২২০০০	৮১১৯১৭	৭৪৯৯০৫
মোট	২৩৫০৪৯৫	২৩৩৭৯০৯	২৮৯৫৫৬০	২৮৮২০৩১	১৯০১১০৬	২৯৫৯১১১	৩০১৫১৩৯	৩১৫৬৬২৬	৩১৩৩৬৩৫

উৎসঃ কৃষি অধিদপ্তর

সেকেন্ডারী নথিপত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই ও আলোচ্য প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য খানা জরিপ করা হয়। সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, "হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে ৬৮% (N=৪৮০) কৃষক শুধুমাত্র বোরো ফসল চাষাবাদ করত, কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ৭৮% মানুষ বোরো ধান চাষাবাদ করতে পারছে। আবার, প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে ৩২% (N=৪৮০) কৃষক বোরো ছাড়াও অন্যান্য ফসল চাষাবাদ করত, কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ৬৬% কৃষক বোরো ছাড়াও অন্যান্য চাষাবাদ করতে পারছে। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে যে, কৃষিক্ষেত্রে মানুষের সংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার অন্যতম একটি কারণ হতে পারে এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন। সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় যে, বর্তমানে পুরো হাওড় অঞ্চলে পুরোদমে চাষাবাদ হচ্ছে। কৃষকেরা তাদের বোরো ফসল নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। ১১ নং ছবি তে বর্তমানে (মার্চ-২০২২) হাওড় এলাকার বোরো ফসলের অবস্থা দেখানো হয়েছে।

ছবি ১২: বোরো ক্ষেত (হবিগঞ্জ, নবীগঞ্জ)

চৈত্র মাসে যখন বোরো ধান ঘরে তোলার উপক্রম হয়, সাধারণত ঠিক তখনি আগাম বন্যা আঘাত হানে। ফলশ্রুতিতে কৃষকেরা বোরো ফসল ঘরে তুলতে পারেনা। যেহেতু এই প্রকল্প থেকে আগাম বন্যা প্রতিরোধক অঙ্গ সমূহ নির্মাণ করা হয়েছে, সেহেতু এই প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় অংশগ্রহণকৃত উত্তরদাতাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে তারা বোরো ব্যতীত অন্যান্য ফসল চাষাবাদ করতে পারেন কিনা। প্রাপ্ত ফলাফল সারণী ১৭ তে তুলে ধরা হল। ফলাফল পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, সবচেয়ে বেশী ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে নেত্রকোনা এবং সুনামগঞ্জে, এবং নেতিবাচক পরিবর্তন এসেছে সিলেটে। নেত্রকোনা তে প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে (২০১১) ৯৯% (N=৭৩) কৃষক বোরো ব্যতীত অন্য কোন ফসল চাষাবাদ করতে পারত না, সেখানে বর্তমানে ৯৩% কৃষক আগাম বন্যা থেকে সুরক্ষিত থাকায় বোরো ছাড়াও অন্যান্য ফসল চাষাবাদ করতে পারছে। একইভাবে

সুনামগঞ্জে প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে ৮৮% (N=৮৫) কৃষক শুধুমাত্র বোরো চাষাবাদ করতে পারত, আর প্রকল্প বাস্তবায়নের পর ৮৯% কৃষক দুই বা ততোধিক ফসল চাষাবাদ করছে। কিন্তু, সিলেটে ৩৫% (N=১৭৪) কৃষক পূর্বে শুধুমাত্র বোরো চাষ করতে পারলেও বর্তমানে মাত্র ৩৭% কৃষক বোরো ছাড়াও অন্যান্য ফসল চাষাবাদ করতে পারছে। এই সীমিত পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করতে যেয়ে এফজিডি এবং কেআইআই হতে জানা যায় যে, ২০১৭ সালের পর বড় ধরণের আগাম বন্যা না হওয়ায় প্রাকৃতিক ভাবেই সুনামগঞ্জ বা নেত্রকোণার কৃষকেরা কম ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন, কিন্তু সিলেট এলাকাটি পার্শ্ববর্তী ভারত থেকে নেমে আসা ঢলের সবথেকে নিকটবর্তী হওয়ায়, আগাম বন্যায় তাদের ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ভয়ে এখানকার কৃষকেরা দুই বা ততোধিক ফসল করতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন।

সারণী ২০: বোরো ফসল ব্যতীত অন্যান্য ফসলাদি চাষাবাদের অবস্থা

জেলা	আপনি কি বর্তমানে বোরো ব্যতীত অন্যান্য ফসল চাষাবাদ করতে পারেন?					
	না		হ্যাঁ		সর্বমোট	
	N (সংখ্যা)	% (শতকরা)	N (সংখ্যা)	% (শতকরা)	N (সংখ্যা)	% (শতকরা)
হবিগঞ্জ		০%	৪১	১০০%	৪১	১০০%
কিশোরগঞ্জ	২৪	৫২%	২২	৪৮%	৪৬	১০০%
মৌলভী বাজার	১৬	২৬%	৪৫	৭৪%	৬১	১০০%
নেত্রকোণা	৫	৭%	৬৮	৯৩%	৭৩	১০০%
সুনামগঞ্জ	৯	১১%	৭৬	৮৯%	৮৫	১০০%
সিলেট	১০৯	৬৩%	৬৫	৩৭%	১৭৪	১০০%
সর্বমোট	১৬৩	৩৪%	৩১৭	৬৬%	৪৮০	১০০%

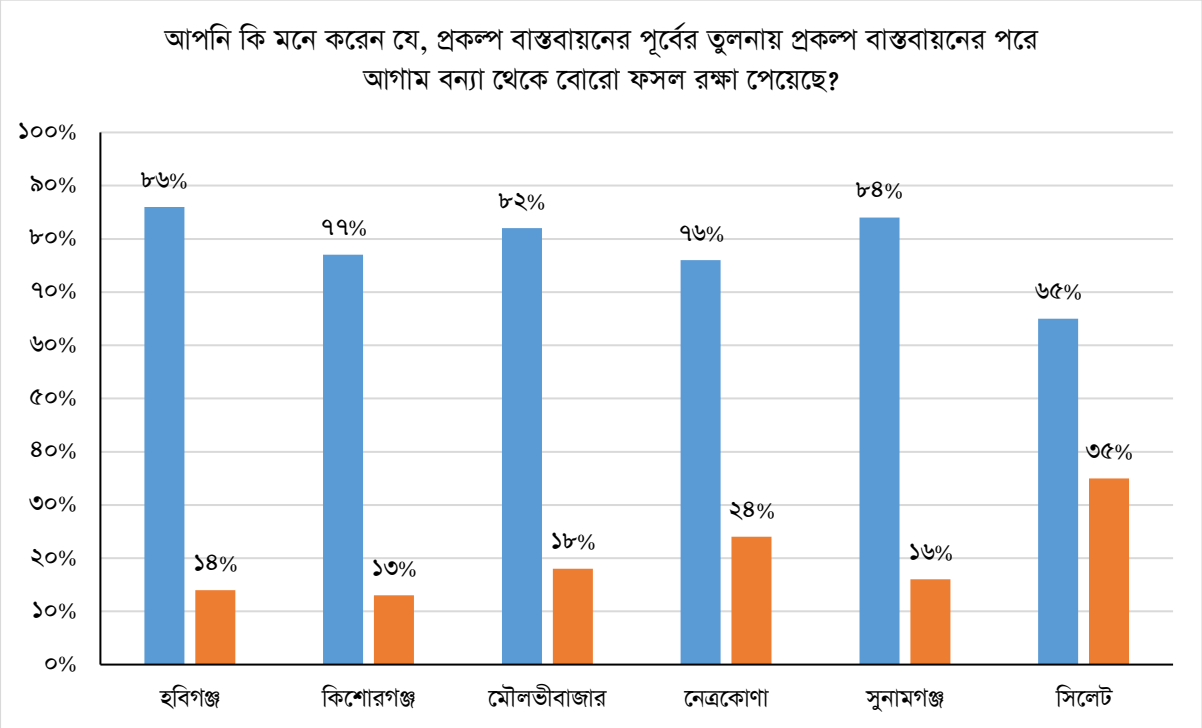

চিত্র ৬: প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে ও পরে বোরো ফসল রক্ষার চিত্র

স্থানীয় সুবিধাভোগীদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তাদের বোরো ফসল রক্ষার ক্ষেত্রে প্রকল্পের পূর্বে ও পরে ভূমিকা কতটুকু। দেখা যায় যে, বোরো ফসল রক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী ইতিবাচক হবিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ এর উত্তরদাতাগণ। পক্ষান্তরে, সিলেটে এই হার বেশ কম। জেলাভিত্তিক উত্তরদাতার রেস্পন্স গড় করলে, একটি এলাকায় বাস্তবায়িত প্রকল্প অঙ্গ সম্পূর্ণ কার্যক্রমে চলে

যাওয়ার প্রথম বছরের বোরো ফসলের সুরক্ষার হার হিসাব করলে দেখা যায় ৮০ শতাংশ ফসল আগাম বন্যার কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। চিত্র-৭ এ উল্লিখিত তথ্যের সাথে সেকেন্ডারি থেকে প্রাপ্ত ধান উৎপাদনের তথ্যের সাথে মিল পাওয়া যায়।

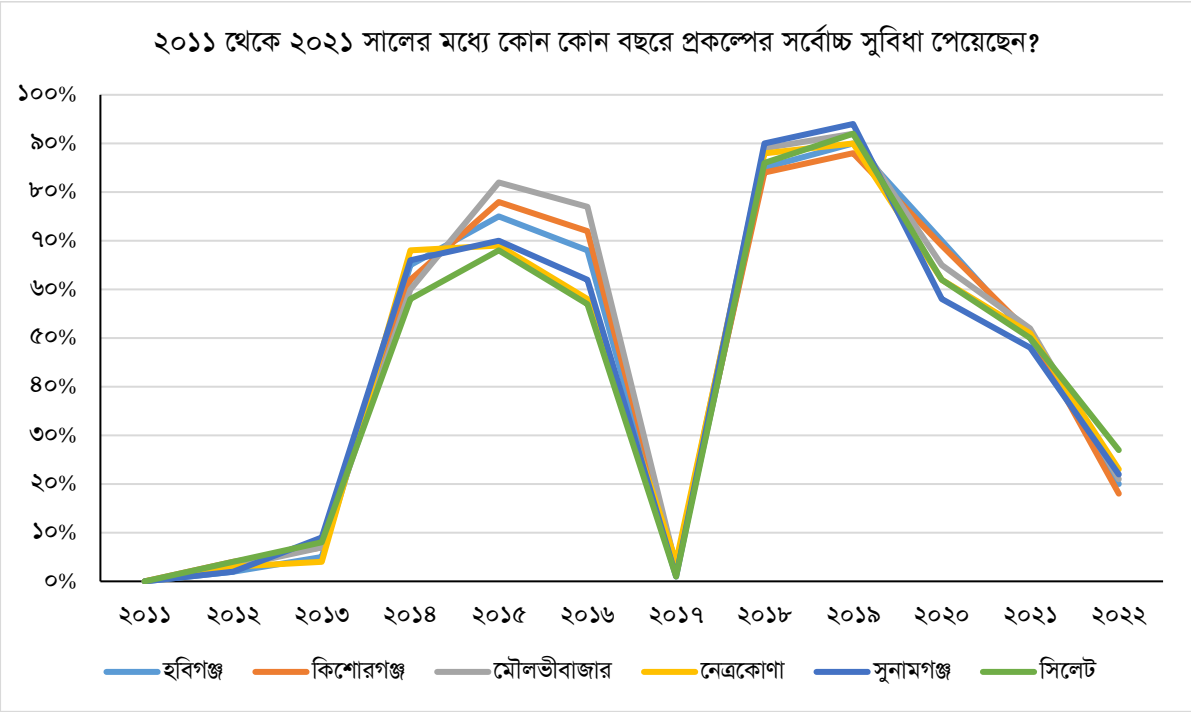

চিত্র ৭: প্রকল্প বাস্তবায়নের কোন কোন বছরে সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়া গিয়েছে তার চিত্র

আবার প্রকল্পের মেয়াদকালীন সময়ে বিভিন্ন বছরে মানুষ বিভিন্ন মাত্রায় উপকৃত হয়েছে। তারা কোন কোন বছরে কতটুকু উপকৃত হয়েছে তা জানার জন্য প্রশ্ন করা হয় এবং প্রাপ্ত উত্তর উপরের চিত্রে দেখানো হয়েছে। উত্তর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, একটি এলাকায় দুই একটি প্রকল্প অঙ্গ বাস্তবায়ন না করে সবগুলো অঙ্গ একই সময়ে বাস্তবায়নের পর কার্যক্রমে চলে গেলে, সমন্বিত অঙ্গ মিলে পরবর্তী বছরে সর্বোচ্চ ফলাফল পাওয়া যায়। আলোচ্য প্রকল্পে ২০১৪-১৬ সালে এবং ২০১৮-১৯ সালে সর্বোচ্চ ফলাফল পাওয়া গিয়েছে। একইসাথে এই সময়কার ধান উৎপাদনের তথ্য থেকেও বিষয়টির স্পষ্টটা উঠে আসে। আবার, ২০১৭ সালে আগাম বন্যার কারণে ঐ বছরে ফলাফল পাওয়া যায়নি।

হাওড়ের কৃষি হতে পারে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি। দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে রপ্তানি করে অর্জিত হতে পারে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা। যেমনঃ নেত্রকোণা জেলা কৃষি অফিসের হিসাব অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবছরে নেত্রকোণা জেলার দানাদার খাদ্য শস্যের চাহিদা ছিল ৪ লক্ষ ২ হাজার ৪ শত ৩৫ মেট্রিক টন। আর উৎপাদিত হয়েছে ৯ লক্ষ ৬৫ হাজার ৬ শত মেট্রিক টন। এ জেলার উদ্বৃত্ত দানাদার খাদ্যশস্যের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ১ শত ৬৫ মেট্রিক টন।[৪] চাহিদার তুলনায় অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনে নিঃসন্দেহে নেত্রকোনার হাওরাঞ্চলের উপজেলাগুলোর অবস্থান অত্যন্ত শক্তিশালী। আবার, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ ও মেরামতবাবদ যথাক্রমে ১৫৩ কোটি ও ৯৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়। ফলে বোরো ফসলের কোন ক্ষতি হয়নি এবং বাম্পার ফলন পাওয়া গেছে। ফলশ্রুতিতে, সরকারকে ২০১৭ সালে ন্যায় খাদ্য আমদানি করতে হয়নি। তাই, প্রতি বছর হাওড়ের বোরো ফসলকে বাঁচাতে পারলে বিপুল অংকের রিটার্ন পাওয়া যাবে।

৩.৫.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন

হাওড় এলাকার উজানে ভারতের শিলং ও ত্রিপুরার অধিক বৃষ্টিপাতপ্রবণ বিস্তৃত এলাকার পানি বাংলাদেশের হাওড় এলাকা দিয়ে প্রবাহিত হয়। আমাদের দেশে সারা বছরে ৫ হাজার মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয় কিন্তু সম্প্রতি সিলেট অঞ্চলে যে বৃষ্টিপাত

[4] হাওরের জীবন: সমস্যা ও সম্ভাবনা, Retrieved from https://bit.ly/3ldm0HO

হয় তার পরিমাণ ১২-শ মিলিমিটার। যে কারণে হঠাৎ করেই হাওর এলাকায় বন্যা দেখা দেয়।[৫] ভৌগলিক অবস্থানের কারণে হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা দেখা যায় যা এ এলাকার প্রধান দুর্যোগ হিসেবে বিবেচিত। এই প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নে, খানা জরিপে অংশগ্রহণকারী ৯৮% উত্তরদাতা-ই বলেছেন যে, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে তাদের বোরো ফসল আগাম বন্যা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হত, আর প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে ১৫.৪% উত্তরদাতা বলেছেন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে এখনও তাদের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপরদিকে, প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে খানা জরিপে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এই প্রকল্পের কারণে অত্র এলাকায় দুর্যোগের প্রকোপ কমেছে কিনা। দেখা যায় যে, সিলেটের ১৭৪ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৩৩ জন (৭৬%) সম্মতি দিলেও, ২৪% (৪১ জন) উত্তরদাতা মনে করেন যে, এই প্রকল্পের কারণে অত্র এলাকায় দুর্যোগের প্রকোপ কমেনি। উল্লিখিত প্রশ্নটির প্রাপ্ত উত্তর জেলাভিত্তিক আকারে নিচের সারণী ২১-এ দেয়া হল।

সারণী ২১: প্রকল্পের কর্মকান্ডের সাথে এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক

জেলা	আপনি কি মনে করেন এই প্রকল্পের কারণে অত্র এলাকায় দুর্যোগের প্রকোপ কমেছে?				সর্বমোট	
	না		হ্যাঁ			
	N (সংখ্যা)	% (শতকরা)	N (সংখ্যা)	% (শতকরা)	N (সংখ্যা)	% (শতকরা)
হবিগঞ্জ	০	০%	৪১	১০০%	৪১	১০০%
কিশোরগঞ্জ	৮	১৭%	৩৮	৮৩%	৪৬	১০০%
মৌলভীবাজার	১০	১৬%	৫১	৮৪%	৬১	১০০%
নেত্রকোণা	১০	১৪%	৬৩	৮৬%	৭৩	১০০%
সুনামগঞ্জ	১৩	১৫%	৭২	৮৫%	৮৫	১০০%
সিলেট	৪১	২৪%	১৩৩	৭৬%	১৭৪	১০০%
সর্বমোট	৮২	**১৭%**	৩৯৮	**৮৩%**	৪৮০	১০০%

সুবিধাভোগীদের সাথে দলীয় আলোচনায় প্রকল্প এলাকায় সমসাময়িক সময়ে সংঘটিত দুর্যোগসমূহ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তারা মনে করেন, প্রাকৃতিক কারণেই হাওড় এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ পূর্বের চেয়ে হ্রাস পেয়েছে। এখন থেকে ১০ বছর পূর্বে যেভাবে তাদের ফসলাদির ক্ষয়-ক্ষতি হত, বর্তমানে তা হ্রাস পেয়েছে। তবে এই পরিবর্তনের জন্য, হাওড় এলাকায় প্রতিবছর বাঁধ উন্নয়নের কাজ গুলোকে তারা ধন্যবাদ জানান। সুনির্দিষ্টভাবে আলোচ্য প্রকল্পের অবদান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের একজন বোরো চাষী জানান-

"আমরা জানিনা কোথায় কোন প্রকল্প হয়। কারা করে তাও জানিনা। তবে প্রত্যেক বন্যার শেষে অল্পস্বল্প বাঁধ সংস্কার করতে দেখি। মাঝে মাঝে আমরা বাঁধ সংস্কারের জন্য কাজের বিনিময়ে টাকা প্রদান কর্মসূচিতে যাই"

এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আলোচ্য প্রকল্পের ভূমিকা নিয়ে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে তারা হাওড় এলাকার বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আলোকপাত করেন যার সারমর্ম এরূপঃ প্রাকৃতিক ভাবে বয়ে আসা হাওড়ের পানি কে সামাল দিতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রয়োজন। কিন্তু তার জন্য দরকার বিপুল অংকের বাজেট। সেটির ঘাটতি থাকায় এডিপি ভুক্ত কিছু প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, সাথে রাজস্ব আয় থেকে প্রতি বছর সংস্কার ও মেরামতকরণ কাজে কিছু বাজেট দেওয়া হয়। তবে, সঠিক ও পরিকল্পিত উপায়ে বাজেট ব্যবহার করলে ক্ষয়-ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু সেখানেই রয়েছে আমাদের ঘাটতি। দেখা গেছে, i) সদরের আশেপাশেই উন্নয়নমূলক কাজ গুলো করা হয়েছে অথচ হাওড়ের মধ্যে দূরে যেসব স্থানে আসলেই উন্নয়ন প্রয়োজন সেখানে কোন কাজ করা হয় না, ii) স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় না করেই কাজ গুলো করা হয়, iii) ঠিকাদারগণ স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে সঠিকভাবে ডিজাইন/স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ করেন না এবং তাদের করা কাজ সেভাবে পর্যালোচনা করা হয়না, iv) স্থানীয় ক্ষমতাবান কিছু ব্যাক্তি, ব্যক্তি স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার করেন ইত্যাদি। এসব বিষয় গুলো থেকে উত্তরণ পেলে বর্তমানে যে বাজেট দেওয়া হয়, তাতেই আগাম বন্যা প্রতিরোধে যেসব উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড হাতে নেওয়া হয়, সেগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়-ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব।

[5] হাওর এলাকার সমস্যা খতিয়ে দেখার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর, Retrieved from https://www.risingbd.com/national/news/454447

৩.৫.৪ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আগাম বন্যায় ক্ষয়-ক্ষতিতে পরিবর্তন

"হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শতভাগ মানুষেরই তার এলাকায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কোন না কোন অঙ্গ বাস্তবায়ন সম্পর্কে ধারণা রয়েছে। ৪৭১ জন (৯৮.১২%) অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতার মতে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে (২০১১) তাদের এলাকায় আগাম বন্যায় বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হত এবং প্রত্যেক কৃষকের গড় বাৎসরিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১২৩৭১৩ টাকা। অন্যদিকে, সেই সংখ্যা কমে গিয়ে বর্তমানে (প্রকল্প বাস্তবায়নের পর, ২০১৯) ৮৫% কৃষক বলেছেন যে তাদের বোরো ফসল আর আগাম বন্যা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেনা। অবশিষ্ট যে ১৫% কৃষকের বোরো ফসলের ক্ষতি হচ্ছে তার গড় বাৎসরিক ক্ষতির মূল্য ৯৩,৩১৪ টাকা। অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকের গড় বাৎসরিক ক্ষতির পরিমাণ কমেছে।

সাধারণত, আগাম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তের স্বীকার প্রধান তিনটি খাত হল কৃষি, মৎস সম্পদ ও গবাদিপশু এবং ভৌত অবকাঠামো। ২০১৭ সালের আগাম বন্যায় ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮৪০ হেক্টর জমির বোরো ফসল সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সাথে আরো ক্ষতিগ্রস্ত হয় ২১৪ মেঃ টন মাছ, ৬৬২ কি. মিটার রাস্তা ও ১৩৩ কি. মিটার বাঁধ। এই প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নে উত্তরদাতাদের কাছে প্রকল্পের পূর্বের আগাম বন্যা দ্বারা কি কি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হত তা জানতে চাওয়া হয়। দেখা যায় যে, ৬টি জেলার প্রায় শতভাগ উত্তরদাতা বোরো ফসলের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন এবং মোটের ওপর সিলেট এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তের পরিমাণ বেশী পাওয়া গেছে। কোন কোন খাতে কোন কোন জেলার কেমন ক্ষতি হয়েছে তা নিম্নের সারণী ১৯ তে দেখানো হল।

সারণী ২২: প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে আগাম বন্যায় যেসব এলাকায় যেসব খাত ক্ষতিগ্রস্ত হত

জেলা	বোরো ফসল ক্ষতিগ্রস্ত		ভৌত অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত		গবাদি পশু ক্ষতিগ্রস্ত		মৎস সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত		মোট	
	N (সংখ্যা)	% (শতকরা)	N (সংখ্যা)	% (শতকরা)	N (সংখ্যা)	% (শতকরা)	N (সংখ্যা)	% (শতকরা)	N (সংখ্যা)	% (শতকরা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
হবিগঞ্জ (৪১ জন)	৪১	১০০%	০	০%	১৮	৪%	০	০%	৫৯	৭.৩%
কিশোরগঞ্জ (৪৬ জন)	৪৬	১০০%	৪৪	৯৬%	৪১	৯%	২৬	৫%	১৫৭	১৯.৫%
মৌলভী বাজার (৬১ জন)	৬১	১০০%	০	০%	১৪	৩%	৮	২%	৮৩	১০.৩%
নেত্রকোণা (৭৩ জন)	৭৩	১০০%	১	১%	৩২	৭%	৯	২%	১১৫	১৪.৩%
সুনামগঞ্জ (৮৫ জন)	৮২	৯৬%	১	১%	১৫	৩%	৪	১%	১০২	১২.৭%
সিলেট (১৭৪ জন)	১৭৪	১০০%	৫৮	৩৩%	৫০	১০%	৭	১%	২৮৯	৩৬%
সর্বমোট (৪৮০ জন)	৪৭৭	৯৯%	১০৪	২২%	১৭০	৩৫%	৫৪	১১%	৮০৫	১০০%

একই উত্তরদাতা একাধিক উত্তর দিয়েছেন

প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে যেসব খাত ক্ষতিগ্রস্ত হত, বর্তমানে (প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে) সেসব খাতের ক্ষতির পরিমাণ কতটুকু পরিবর্তিত হয়েছে তা জানতে চাওয়া হয়। দেখা যাচ্ছে যে, ৪৮০ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৪৯ জন বলেছেন তাদের সমস্যাগুলো কিছুটা কমেছে, ১৪৮ জন বলেছেন সমস্যা অনেকটাই কমেছে এবং ৭৩ জন বলেছেন তাদের সমস্যা আগের মতই আছে। এলাকাভিত্তিক ফলাফল নিম্নের সারণী ২০-এ উল্লেখ করা হল।

সারণী ২৩: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার হারে পরিবর্তন

জেলা	আপনি কি মনে করেন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ঐসব সমস্যা কমেছে?					
	অনেক কমেছে	কিছুটা কমেছে	পূর্বের মতই আছে	সমস্যা বেড়েছে	সমস্যা তীব্রভাবে বেড়েছে	সর্বমোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
হবিগঞ্জ	১৭%	৮৩%	০%	০%	০%	১০০%

কিশোরগঞ্জ	৩৩%	৪৬%	২০%	০%	২%	১০০%
মৌলভীবাজার	০%	৬২%	৩০%	৮%	০%	১০০%
নেত্রকোণা	৪৪%	৪৫%	১১%	০%	০%	১০০%
সুনামগঞ্জ	৮৮%	১২%	০%	০%	০%	১০০%
সিলেট	১১%	৬৫%	২২%	২%	০%	১০০%
সর্বমোট	৩১%	৫২%	১৫%	২%	০%	১০০%

সাম্প্রতিক হাওড় নিয়ে এক গবেষণায় দেখা যায়, হাওড়ে আগাম বন্যার প্রভাব বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়ার ৫টি প্রধান কারণ হলঃ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা, ধান চাষ ও মাছ উৎপাদনকারীদের পানি ব্যবস্থাপনা দ্বন্দ্ব, সঠিক সময়ে বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত না হওয়া, সুশাসন সম্পর্কিত সমস্যা ও প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের অভাব।

৩.৫.৫ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় পরিবর্তন

বাংলাদেশের মোট ধান উৎপাদনের প্রায় ১৬% আসে হাওড় থেকে যার মূল্য জাতীয় আয়ের প্রায় ৬-৮ ভাগ এবং মোট উৎপাদিত ফসলের ৭৯.৫% হচ্ছে বোরো ধান। সুনামগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মতে, জেলায় ২০১৭ সালে বোরো মৌসুমে প্রায় দুই লক্ষ ২৩ হাজার ৮৭ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের চাষ হয়েছিল, ফলনও হয়েছিল ভাল। প্রায় আট লাখ ৪৩ হাজার টন চাল পাওয়া যেত এ পরিমাণ ধান থেকে, যার আর্থিক বাজার মূল্য প্রায় ৩৪ হাজার ১৬ কোটি টাকা। কিন্তু হাওড়ের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভাল না থাকায় ২৯ মার্চ ২০১৭ এর আগাম বন্যায় সব গুলো হাওড় তলিয়ে যায় এবং ৯০% ফসল নষ্ট হয়, যার আর্থিক বাজার মূল্য ২২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। ব্যাপক এই ক্ষয়-ক্ষতির পরই ২৫/১০/২০১৭ তারিখে প্রকল্পের অঙ্গগুলোকে এলাকাভিত্তিক সংশোধন করে ‘২য় সংশোধিত’ সংস্করণ অনুমোদন দেওয়া হয়। এই সংস্করণে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। যেমনঃ সুনামগঞ্জে পূর্বের সংস্করণে বিদ্যমান ‘বাঁধ পুনঃনির্মাণ’ কার্যের পরিমাণ প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি করে বর্তমানে ১২৮৪.২৩৯ কি.মি করা হয়। এই বৃদ্ধিতে ব্যয় সমন্বয় করতে ‘রেগুলেটর চালুকরণ’ ও ‘ড্রেজিং’ এর কাজ কমিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া সুনামগঞ্জে উপজেলা প্রশাসনকে সাথে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয় যারা হাওড়ের এসব বিষয়গুলো দেখভাল করে থাকে।

মার্চ ২০১৭ পরবর্তী এই ব্যবস্থা নেয়ায় এবং অবশিষ্ট প্রকল্প অঙ্গের কার্যগুলো দ্রুত শেষ করায় অত্র এলাকার জনসাধারণ ২০১৭ এর পরে প্রলয়ংকারী কোন আগাম বন্যার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হননি, এবং তাদের বোরো ফসলও ক্ষতির স্বীকার হয়নি।

সাধারণত চৈত্র মাসের শেষে (এপ্রিল-মে) হাওড়ে পানি আসা শুরু করে এবং গড়ে ৬-৭ মাস হাওড়ে পানি থাকে। এই পানি যদি ধীরে ধীরে প্রবেশ করে এবং হাওড়ের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভাল হয়, তাহলে ফসলি জমিতে পানি আটকে থাকেনা, ফলে বোরো ফসলের ক্ষতি হয়না। কিন্তু, যদি কোন কারণে মার্চ-এপ্রিল মাসে বৃষ্টি বেশী হয়, তাহলে পাহাড়ি ঢল হঠাৎ করে নেমে আসে এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভাল না হলে এই সময়ে (এপ্রিল-মে) ঘরে তোলার উপযুক্ত পাকা বোরো ধানের ক্ষেত রাতারাতি তলিয়ে যায়। যেমনঃ এই প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ কাজ শেষ করা হয় ২৪ মার্চ ২০২২ তারিখে, যখন হাওড় ছিল একেবারে শুষ্ক। আর আজ ৩ এপ্রিল নেত্রকোণার খালিয়াজুরিতে ধনু নদে অস্বাভাবিক পানি বৃদ্ধিতে বন্যার আশঙ্কা করা হচ্ছে[৬]। এজন্য হাওড়ের নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভাল হওয়া অতীব জরুরি।

প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নে, খানা জরিপে উত্তরদাতাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয় প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে হাওড়ে বন্যার পানি বছরে কতদিন স্থায়ী হত এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে কতদিন স্থায়ী হচ্ছে। দেখা গেছে যে, ২০১১ সালের পূর্বে বন্যার পানি বছরে গড়ে ৫ মাস বন্যার পানি আটকে থাকত যা প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে কমে গিয়ে ৩-৪ মাস স্থায়ী হচ্ছে। ৮৩% (৩৯৯ জন) উত্তরদাতা মনে করেন যে, এই প্রকল্পের কারণে তাদের এলাকায় বন্যার পানির জমে থাকার স্থায়িত্ব কম হয়েছে। এলাকাভেদে বিভাজন করলে দেখা যায় যে, হবিগঞ্জের ৭০% (N=৪১) ও সিলেটের ১৪% (N=১৭৪) উত্তরদাতা মনে করেন যে, এই প্রকল্পের কারণে তাদের এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত হয়নি। উক্ত বিষয়ে দলীয় আলোচনায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা বলেন-

[6] নেত্রকোনায় হাওরে পানি বাড়ছে, বন্যার শঙ্কা-৩ এপ্রিল, প্রথম আলো

" প্রাকৃতিক ভাবে আগাম বন্যার প্রকোপ কমে যাওয়ায় বর্তমানে আগাম বন্যায় বোরো ফসল কম প্লাবিত হচ্ছে। কিন্তু যেকোন সময়ে ২০১৭ এর মত বন্যা হতে পারে। হলেই হাওড়ের বোরো ফসল তলিয়ে যাবে "

এক গবেষণায় দেখা গেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ২০৫০ সাল নাগাদ হাওড় অঞ্চলের পানির উচ্চতা প্রাক-বর্ষা মৌসুমে দশমিক ৩ থেকে দশমিক ৬ মিটার পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। অথচ এখনও আগাম বন্যা প্রতিরোধের মূল অস্ত্র হিসেবে ডুবন্ত বাঁধকেই বেছে নেওয়া হয়েছে, যা প্রতিবছরের বন্যায় ৩০-৪০% ভেঙ্গে যায়, এবং বারংবার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিবছর ঐ বাঁধগুলো মেরামত করা হয়। কিছু কিছু স্থানে স্থানীয় পিআইসি কমিটির মাধ্যমে মেরামত করা হচ্ছে, আবার কোথাও কোথাও বাপাউবো নিজেরাই মেরামত করছে। যেমনঃ সুনামগঞ্জে যে পিআইসি-র মাধ্যমে করা হচ্ছে, উপজেলা প্রশাসন থেকে তাদের দেখভাল করা হচ্ছে। সর্বোপরি, হাওড় কে নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রয়োজন বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট সকল জনসাধারণ এবং জনপ্রতিনিধিগণ।

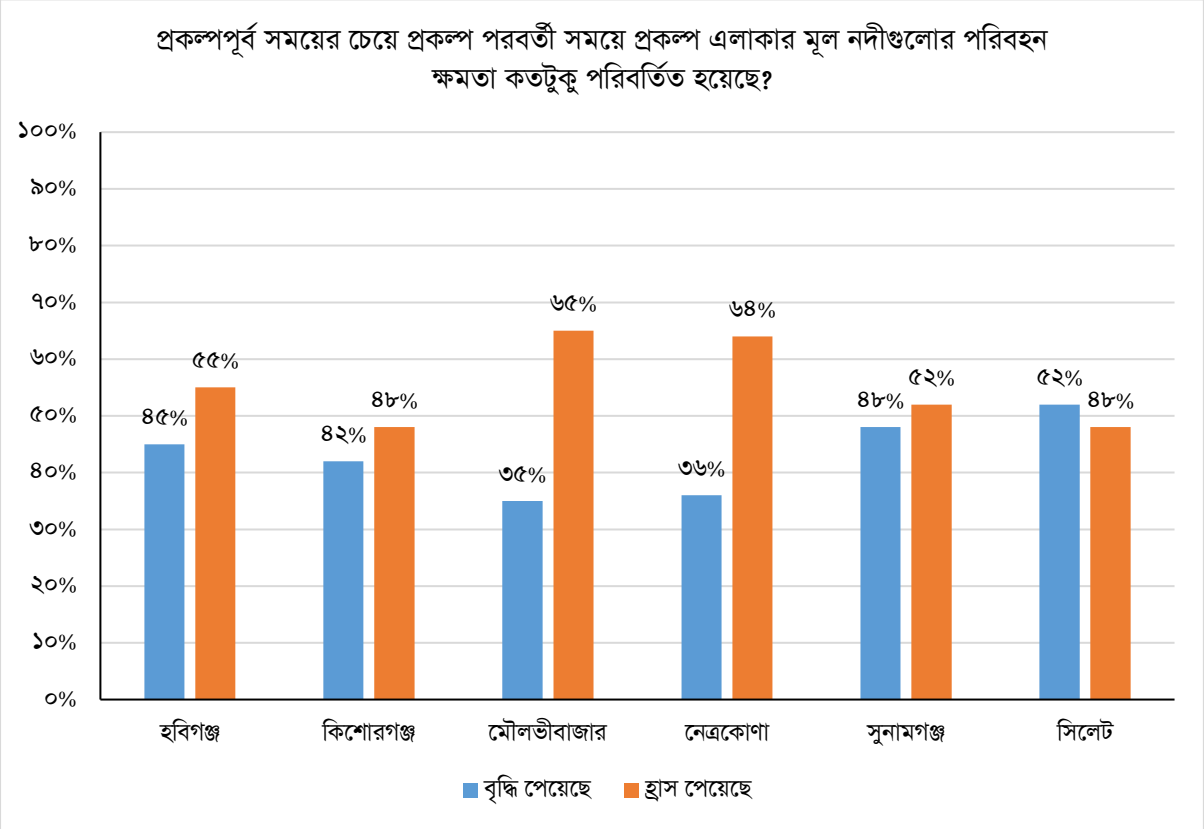

চিত্র ৮: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মূল নদীগুলোর পরিবহন ক্ষমতায় পরিবর্তন

আলোচ্য প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য ছিল, খাল খনন ও নদী ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি। প্রকল্প এলাকার সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে আলোচ্য প্রকল্পের কারণে হাওড়ের মূল নদীগুলোর পরিবহন ক্ষমতায় কতটুকু পরিবর্তন এসেছে তা যাচাই করা হয়। এক্ষেত্রে সবগুলো জেলা মিলিয়ে গড়ে ৪০% বৃদ্ধি পেলেও একটি বড় অংশের মানুষ মনে করেন, নদীর পরিবহন ক্ষমতার আরো বৃদ্ধি দরকার। মৌলভীবাজার এ এই সংখ্যাটি সর্বোচ্চ।

৩.৫.৬ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আর্থ-সামাজিক অবস্থায় পরিবর্তন

প্রায় ২ কোটি জনসংখ্যার হাওড় এলাকার ৯০ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজের সাথে সরাসরি জড়িত। পূর্বে হাওড় এলাকার কৃষি এক-ফসলী কৃষি বলে পরিচিত থাকলেও বর্তমানে এখানের কৃষকরা বোরো ফসল ছাড়াও অন্যান্য ফসল করতে পারেন যেমনঃ আমন ধান চাষ, বিভিন্ন ধরণের শাকসবজি চাষ ইত্যাদি। প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা হয় তারা বোরো ফসল বাদে অন্যান্য মৌসুমি ফসল বা অন্যান্য পেশার সাথে জড়িত আছেন কিনা। দেখা গেছে যে, ৪৮০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪৭৬ জন-ই কোন না কোন ভাবে অন্যান্য মৌসুমী ফসল বা অন্যান্য পেশার সাথে যুক্ত। এর মধ্যে, ২১০ জন গবাদি পশু পালন, ১৯ জন মৎস চাষ, ১০১ জন শাক সবজি চাষাবাদ, ৯১ জন কৃষিশ্রম, ১১৩ জন দৈনন্দিন কামলা হিসেবে, এবং ১৪ জন ব্যবসা সহ আরো অন্যান্য

নিম্ন-মধ্যবিত্ত পেশার সাথে জড়িত। শুধুমাত্র বোরো ফসলের মাধ্যমে তাদের জীবিকা অর্জিত না হওয়ায় তারা অন্যান্য পেশার সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে। সারণী ২৪-এ, এলাকাভিত্তিক ভাবে মানুষের ২য় পেশা কে দেখানো হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, যেসব এলাকায় আগাম বন্যার প্রকোপ কমেছে (যেমনঃ হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা) সেইসব এলাকার মানুষজন ২য় পেশায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কম। পক্ষান্তরে, যেসব এলাকায় প্রতিবছরই কম-বেশী আগাম বন্যা হচ্ছে (যেমনঃ সিলেট, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ) সেইসব এলাকার মানুষজন বোরো ফসল চাষাবাদ ছাড়াও ২য় কোন পেশাকে বেছে নিচ্ছে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য। এছাড়া, হাওড় এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানির অভাব প্রকটতর হওয়ায় কৃষকেরা অন্যান্য পেশার দিকে ঝুঁকছে। তবে, দলীয় আলোচনা থেকে পাওয়া যায় যে, বর্তমানে হাওড়ের ফসল পূর্বের চেয়ে কম নষ্ট হওয়ায় তারা মহাজন থেকে নেওয়া ঋণ শোধ করতে পারছেন, তাদের ছেলে মেয়েরা স্কুলে যেতে পারছে, বাজার-ঘাটে যাওয়া সহজ হয়েছে, সর্বপরি, তাদের জীবনমান পূর্বের (২০১১) তুলনায় অনেক পরিবর্তিত হয়েছে।

সারণী ২৪: বোরো চাষাবাদ বাদে দ্বিতীয় পেশায় মানুষের সংশ্লিষ্টতা

পেশা	জেলা						সর্বমোট
	হবিগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ	মৌলভীবাজার	নেত্রকোণা	সুনামগঞ্জ	সিলেট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বোরো বাদে অন্যান্য ধান চাষ	০	৪৫	২৩	১	২১	৮৫	১৭৫
গবাদি পশু পালন	০	৩৪	৫৩	৩১	১৮	৭৪	২১০
মৎস চাষ	০	৯	২	০	৩	৫	১৯
শাকসবজি চাষাবাদ	০	২১	০	০	০	৮০	১০১
কৃষি শ্রম	০	১০	১৬	২	১১	৫২	৯১
কামলা	০	৫	২৭	৫	১৯	৫৭	১১৩
রাজমিস্ত্রি	০	১	৩	০	১২	৯	২৫
পরিবহন শ্রম	০	৩	১	৩	২	৫	১৪
হোটেল বা রেস্টুরেন্টে শ্রম	০	০	০	০	১	১	২
ব্যবসা	১	১৩	১০	১১	২১	২৬	৮২
ধর্মীয় কার্যাবলী	৩	১	৪	৫	১৪	৮	৩৫
চাকুরি	০	২	০	০	০	০	২
গ্রাম্য ডাক্তার	০	০	০	০	০	০	০
ভাড়া জমি থেকে আয়	০	২৮	১	০	১	২	৩২
বৈদেশিক আয়	০	৫	২০	০	০	১৯	৪৪
অন্যান্য	৫	১	১২	১৮	০	২৩	৫৯
সর্বমোট	৯	১৭৮	১৭২	৭৬	১২৩	৪৪৬	১০০৪

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে অন্যতম অন্তরায় হল, কোন প্রকার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ছাড়াই, বছরের পর বছর হাওড় এলাকায় অসংখ্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন যা কোন সুদূরপ্রসারি পরিবর্তন বয়ে আনেনা। এ প্রসঙ্গে সুনামগঞ্জের উপজেলা চেয়ারম্যান বলেন-

"কোনো রকম দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ছাড়াই হাওড়ে প্রতিবছর অসংখ্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যা বছর ঘুরে আসতে না আসতেই নিঃশেষ হয়ে যায়। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে, সাথে রয়েছে সীমাহীন দুর্নীতি। এসব কারণে কোন টেকসই ফলাফল পাওয়া যাচ্ছেনা"

৩.৫.৭ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশগত পরিবর্তন

বাংলাদেশের ভূ-বৈচিত্রের এক অনন্য স্বতন্ত্র দিক হচ্ছে হাওড়, যা প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার হিসেবে পরিচিত। সারা বাংলাদেশের জন্য একটি ইকোসিস্টেমের আধার ও বটে। হরেক প্রজাতির পরিযায়ী ও আবাসিক পাখির বিচরণভূমি এই হাওড়। পাখির

কলকাকলিতে মুখরিত হয় চারপাশ, রঙবেরঙা অসংখ্য চেনা-অচেনা পাখির মনোমুগ্ধকর মেলা আকৃষ্ট করে হাওড়প্রিয় মানুষকে। বর্ষায় হাওড় যখন পানিতে ভর্তি হয়ে যায়, দেশ বিদেশ থেকে অসংখ্য পর্যটক চলে আসেন হাওড়ের অপার সৌন্দর্য উপভোগ করতে। কিন্তু, হাওড়ের এই পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করতে প্রতিবছরই প্রকল্প লেগেই থাকে অত্র এলাকায়। আর এসব প্রকল্প গুলোতে নির্মাণ কাজের উপস্থিতি থাকায় হাওড়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপন্ন হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যায়। "হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নে উত্তরদাতাদের কাছে প্রকল্পের অঙ্গসমূহের নির্মাণ কাজের কারণে পরিবেশের কোন ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে তারা মনে করেন কিনা তা জানতে চাওয়া হয়। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৪৪% (২১১ জন)উত্তরদাতার মতে পরিবেশ পূর্বের চেয়ে ভাল হয়েছে, ৪৬% (২২১ জন) উত্তরদাতার মতে পরিবেশ আগের মতই আছে এবং ১০% উত্তরদাতার মতে হাওড়ের পরিবেশ পূর্বের চেয়ে খারাপ হয়েছে। সর্বপরি নেতিবাচক উত্তর বেশী পাওয়া গেছে, যার মধ্যে মৌলভীবাজার এর ৯৫ শতাংশ উত্তরদাতার মতে হাওড়ের পরিবেশ পূর্বের থেকে হ্রাস পেয়েছে। পরবর্তীতে, এলাকাভিত্তিক এই পরিবেশগত নেতিবাচক পরিবর্তনে ভিন্নতার কারণ অনুসন্ধান করা হয়। দেখা গেছে যে, সিলেট, সুনামগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জের হাওড় এলাকার মানুষ গ্রীষ্ম মৌসুমে সেচের পানির অভাব কিছুটা কম অনুভব করলেও, মৌলভীবাজার বা নেত্রকোণার কৃষকেরা সেচের পানির অভাবে ফসল চাষাবাদ করতে পারছেন না। সরেজমিনে মৌলভীবাজার এর শ্রীমঙ্গল উপজেলার ফসলি জমি পরিদর্শনকালে এই চিত্রের সত্যতা পাওয়া যায়। এছাড়াও, এই উপজেলার বরুণা নামক এলাকার মানুষ জনের সাথে দলীয় আলোচনা থেকে পাওয়া যায় যে, i) যেসব ছড়া থেকে পূর্বে পানি পাওয়া যেত সেগুলো ভোগ-দখল পূর্বক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ii) অভ্যন্তরীন খাল গুলোর অবস্থা খুবই শোচনীয়, ন্যূনতম পানিও পাওয়া যায়না সেখান থেকে, iii) পানির অভাবে অনেকের ধান নষ্ট হয়ে গেছে। দলীয় আলোচনায় এক কৃষক আরো বলেন-

"এখন থেকে দশ বছর আগেও আমরা সেচের জন্য পানি পাইতাম ছড়া থেকে খাল হয়ে নেমে আসা পানি থেকে। তখন খাল গুলোর পানি ধারণ ক্ষমতা বর্তমানের তুলনায় অন্তঃত দশগুণ বেশী ছিল। এখন তো ছড়াও বন্ধ করে রেখেছে, খালেও পানি নাই"

ফলশ্রুতিতে তারা মনে করছেন হাওড়ের পরিবেশ পূর্বের চেয়ে খারাপ হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাওড়ের পরিবেশ কে সুস্থ্য ও নির্মল রাখা, কিন্তু তারা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নতুন হওয়ায় কোন বাস্তবায়নজনিত কাজ তারা এখনও করেননি। তারা বর্তমানে হাওড় এলাকায় বাপাউবো-র বাস্তবায়িত প্রকল্প গুলো সরেজমিনে পর্যালোচনা করে থাকেন, এবং মতামত গুলো বাপাউবো-র কেন্দ্রীয় দপ্তরে প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে বাপাউবো থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

৩.৬ প্রকল্প টেকসইকরণ পর্যালোচনা

টেকসইকরণ পরিকল্পনা হল একটি প্রকল্পের ফলাফলকে দীর্ঘমেয়াদী করার কৌশল, যা প্রকল্প প্রণয়নের সময় করা হয়ে থাকে। এটি নিশ্চিত করে কিভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে, কিভাবে শেষ হবে, কিভাবে প্রকল্পের ফলাফলকে বাহ্যিক প্রভাবক এবং অতিরিক্ত বরাদ্দ ছাড়াই দীর্ঘ-মেয়াদী করা যায়। মোদ্দাকথায়, কিভাবে প্রকল্পটি তার মেয়াদকাল শেষে তার ফলাফলকে সুদূরপ্রসারী করবে তারই একটি নকশা।

প্রকল্পটি প্রণয়নকালে ও প্রকল্প বাস্তবায়ন উত্তর টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে কোন Exit Plan করা হয়নি। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ের বাপাউবো অফিসের তত্বাবধায়নে বিদ্যমান জনবল দ্বারা প্রকল্প অঙ্গগুলো পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের টেকসইকরণে *"দ্যা ফোর পিলারস অব সাস্টেইনেবিলিটি"* মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন অবকাঠামোর স্থায়িত্ব রক্ষার্থে স্টেকহোল্ডারদের মাধ্যমে অবকাঠামো পরিচালনা নীতিমালা ও জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এর বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রকল্পের সুফল নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্প এলাকায় বাপাউবো-এর তত্বাবধায়নে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নেতৃত্ব নিশ্চিত করা যেতে পারে। বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে এসব অবকাঠামোর স্থায়িত্ব রক্ষায় নির্মাণ কাল থেকেই কঠোর মনিটরিং প্রয়োজন, সাথে প্রয়োজন নিয়মতান্ত্রিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।

- স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে কথা বলা জানা যায়, তারা বর্তমানে তার এলাকায় বাস্তবায়িত প্রকল্প গুলো সম্পর্কে অবহিত হন না। এক্ষেত্রে, পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকার আলোকে অংশগ্রহণমূলকভাবে টেকসই পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।
- বাপাউবো-র সকল প্রকল্পের সাথে স্থানীয় প্রশাসনের সংযুক্তির মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালনা করতে হবে।

- হাওড় এলাকায় বাঁধ নির্মাণের পর বাপাউবো প্রতিবছর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন করা হয়, যা জনসাধারণের মতে অকার্যকর একটি প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে স্থানীয় জনসাধারণ, জনপ্রতিনিধিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করা দরকার।
- প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদির Sustainability নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাপাউবো-র রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত।
- প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও বিভিন্ন সময়ে অডিট হতে প্রাপ্ত আইএমইডি-র মন্তব্য গুলো আদৌ বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৩.৭ কেসস্টাডি

ক. জনাব কাচা মিয়া, বোরো চাষী, কোম্পানিগঞ্জ, সিলেট

জনাব কাচা মিয়া, বয়স ৫০ বছর। সিলেট জেলার কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার কোম্পানিগঞ্জ গ্রামের একজন স্থায়ী বাসিন্দা। পেশায় কৃষক। তিনি জানান, তিনি ৩০ বছর ধরে কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। প্রথমে অন্যের জমিতে দিনমজুর হিসেবে কাজ করতেন। কিন্তু তখন বছরের একটা বড় সময় ধরে তার এলাকা আগাম বন্যায় তলিয়ে যেতো। ফলে ধান বা ফসল তোলার মৌসুমে তারা কাজ বিহীন বসে থাকতে হত। তখন মাছ ধরে কোনোমতে পেট চালাতেন। বছরের অধিকাংশ সময় পানিতে তলিয়ে থাকায় কখনো জমি বর্গা নিয়ে নিজে চাষ করার সাহস করেননি। তিনি বলেন, ৭/৮ বছর আগে পানি উন্নয়ন বোর্ড আমার এলাকায় ৪/৫ টা বাঁধ, কজওয়ে এবং রেগুলেটর নির্মাণ করে। নির্মাণের পরবর্তী ২/৩ বছর আমাদের বোরো ধানের তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। তিনি আরও বলেন, আমি সাহস করে কিছু জমি বর্গা নিয়ে চাষ শুরু করি। কয়েক বছর এভাবে ভালোই লাভবান হয়েছিলাম, অল্প কিছু জমিও কিনেছিলাম। ফলে নিজের জমিতেই ফসল ফলাইতে পারতাম। এরপর ২০১৭ এর ভয়ংকর বন্যা হল। ২০১৭ এর বন্যায় সব তলিয়ে যাওয়ার পর আবার বাঁধ নির্মাণের কাজ করা হয়। তা দিয়ে আমরা ২০১৮, ২০১৯-এ ঝামেলা ছাড়াই বোরো ফসল ঘরে তুলতে পেরেছি। কিন্তু, যেহেতু বাঁধগুলো ২/৩ বছরের বেশি স্থায়ী হয়না। তাই আমরা শঙ্কায় আছি যে, হঠাত আগাম বন্যা হলে আমাদের ফসলের কি হবে। তিনি জানান, আগে একটা ফসল হত। এখন কখনো কখনো দুটি ফসল উত্তোলন করা যায়। তবে, যেহেতু বর্তমানে বোরো ধানের ফলন অনেক ভাল হয়, তিনি কোনভাবেই তার বোরো ফসলকে বিন্দুমাত্র তলিয়ে যেতে দিতে চান না। হাওড়ের অভ্যন্তরীণ খালগুলোর পাশে নির্মিত বাঁধগুলো যাতে আরো শক্তিশালী হয় সেই বিষয়ে জোর দাবি জানান। তিনি আরো বলেন, তাদের এলাকায় আরো কিছু রেগুলেটর ও কজওয়ে নির্মাণ করা হলে তারা তাড়াহুড়ো করে ফসল ঘরে তোলার চিন্তামুক্ত থাকতে পারবেন। তিনি আশা করেন সরকার এ ধরনের কাজের সঠিক তাদারকি করবে, রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং স্থায়ী সমাধান করে তাদের জীবন মান উন্নয়নে আরও ভূমিকা রাখবে। তিনি সরকারের প্রতি বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

খ. আব্দুল ওহাব, ছোট ব্যবসায়ী, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ

জনাব আব্দুল ওহাব, বয়স ৫৫ বছর। সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার দক্ষিণ শ্রীপুর গ্রামের একজন স্থায়ী বাসিন্দা। পেশায় ছোট ব্যবসায়ী এবং কৃষক। তিনি জানান, তিনি আজ ৩২ বছর ধরে কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। ২০০২ সালে কৃষির পাশাপাশি ঘরের উঠানে, রাস্তার পাশে একটি ছোট মুদি দোকান দিয়েছেন। বোরো ধানের উপরে ভরসা করে তিনি তার পরিবারের চাহিদা মেটাতে পারেন না, বিধায় তিনি এই দোকান দিয়েছেন। তিনি বলেন, বোরো ধান চাষের কোন ভবিষ্যৎ নেই। কখন যে বন্যা চলে এসে তাদের ফসল ডুবিয়ে দেয় তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তারা এভাবেই সংগ্রাম করে এ পর্যন্ত এসেছেন। তবে, তিনি এটাও বলেন যে, ২০১০ সালের পর থেকে তাদের এলাকায় চোখে পড়ার মত বেশ কিছু কাজ শুরু হয়। বাঁধের কাজ হয়, খাল খনন করা হয়, মাধের মাঝে মাঝে কজওয়ের ব্যবস্থা করা হয় ইত্যাদি। এসব কাজের পর থেকে তাদের আগের মত আর ফসল নষ্ট হয় না। আলোচ্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তার তেমন ধারণা নেই। কিন্তু, ২০১১ সালের পর বেশ কিছু নতুন বাঁধ এবং রেগুলেটর নির্মাণ করা হয় তার এলাকায়। ঠিক কোন বছরে সেগুলো নির্মাণ করা হয়, তা বলতে পারেননি। তবে, ২০১৩-১৪ এর দিকে হবে বলে তিনি ইঙ্গিত দেন। নির্মিত অঙ্গগুলো থেকে প্রাপ্ত সুবিধা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, নির্মাণের পরবর্তী ২/৩ বছর আমাদের বোরো ধানের তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। কিন্তু ২০১৭ সালের আগাম বন্যায় তার ফসলসহ বাড়ি-ঘর তলিয়ে যায়। এরপর অনেক কষ্ট উৎরিয়ে নতুন জীবন শুর করেন, দোকানটা সংস্কার করেন, বোরো চাষাবাদ শুরু করেন। তিনি বলেন, ২০১৭ এর বন্যার পর বেশ জোরে-শোরে তার এলাকায় বাঁধের কাজ করা হয়। ফলশ্রুতিতে, তারা ২০১৮, ২০১৯-এ ঝামেলা ছাড়াই বোরো ফসল ঘরে তুলতে পেরেছিলেন। কিন্তু, যেহেতু বাঁধগুলো ২/৩ বছরের বেশি স্থায়ী হয়নি। তাই আমরা শঙ্কায় আছি যে, হঠাত আগাম বন্যা হলে আমাদের ফসলের কি হবে। তিনি জানান, আগে একটা ফসল হত। এখন কখনো কখনো দুটি ফসল উত্তোলন করা যায়। হাওড়ের অভ্যন্তরীণ খালগুলোর পাশে নির্মিত বাঁধগুলো যাতে আরো শক্তিশালী হয় সেই বিষয়ে জোর দাবি জানান। তিনি খালগুলো গভীর করে খননের উপর জোর দাবি জানান এবং খাল পাড়কে আরো মজবুত করার কথা বলেন। এছাড়া নির্মাণকৃত বাঁধগুলো যেন প্রতিবছরে সঠিকভাবে সংস্কার করা হয় এবং সবগুলো বাঁধকে সংস্কারের আওতায় নিয়ে আসা হয় তার ব্যবস্থা করতে বলেন।

৩.৮ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা

২৪ শে এপ্রিল ২০২২ তারিখে সিলেট সদর উপজেলায় স্থানীয় পর্যায়ে একটি অংশগ্রহণমূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয় এবং জুম প্লাটফর্মে সঞ্চালিত হয়। অনলাইনে উক্ত কর্মশালায় যোগদান করেন প্রধান অতিথি, মহাপরিচালক, আইএমইডি সেক্টর-৪; বিশেষ অতিথি, পরিচালক, আইএমইডি সেক্টর-৪; প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বাপাউবো; কর্মশালাটির সঞ্চালক, উপপরিচালক, আইএমইডি সেক্টর-৪; এবং প্রকল্প এলাকার ৬টি জেলার বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ। কর্মশালাটিতে স্ব-শরীরে উপস্থিত ছিলেন, বিশেষ অতিথি, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, সিলেট সদর উপজেলা এবং অনুষ্ঠানে স্ব-শরীরে থেকে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সিলেট সদর উপজেলা। এছাড়া কর্মশালাটিতে স্ব-শরীরে আরও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ, উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, প্রকল্পের উপকারভোগীগণ এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ সহ সর্বমোট ৫০ জন।

কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমূহ –

- হাওড়ের মূল যে এলাকায় ক্ষতি সবচেয়ে বেশী হয় সেখানে নজর দিতে হবে।
- স্থানীয় কর্মশালাকালীন চলমান আগাম বন্যায় ২৪-২৫ দিনেও সুনামগঞ্জের বন্যার পানি নামছে না। কানাইঘাট সিলেট থেকে দ্রুত পানি চলে আসছে সুনামগঞ্জে। ৪০০০ কিউমেক পানি ঢুকলে ১০০০ কিউমেক প্রবাহিত হয়ে গেলেও ৩০০০

কিউমেক পানি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। নেত্রকোণা দিয়ে পানি পাস করছে ২৫০০ কিউমেক। সমন্বিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা অতীব জরুরি।

- হাওড়ে ১ বছরে ১৭-১৮ কোটি টাকার কাজ করা হলে ফসল থেকে রিটার্ণ আসে ১০০০ কোটি টাকার উপরে। এই ধরণের প্রকল্প শেষ হওয়ার ১ম দুই-তিন বছরেই ৮০-৯০% সুবিধা পাওয়া যায়, এরপর বন্যার কারণে বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় রিটার্ণ কমতে থাকে। নিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর জোর দিতে হবে। খালের নেটওয়ার্ক-এর নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিয়ে নতুন প্রকল্প গ্রহণ জরুরি
- যেকোন একটি-দুইটি খাল, বা একটি-দুইটি নদী কে সর্বোচ্চ গুরুত্বদিয়ে খনন করা যাতে সেটি টেকসই হয়।
- হাওড়কে নিয়ে একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা জরুরি। তবে প্রকল্পের সাথে স্থানীয় জনসাধারণকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, তাহলে প্রকৃত বিষয়গুলো উঠে আসবে এবং দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল পাওয়া যাবে।

প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, প্রকল্প অঙ্গগুলো নির্মাণের বছর এবং নির্মাণ পরবর্তী ১-২ বছর কার্যকর ছিল এবং তারা সুবিধা পেয়েছেন। কিন্তু এরপর আগাম বন্যায় সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। তারা এমন প্রকল্প আবারো গ্রহণের উপর জোর দাবি জানান।

ছবি ৫: স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা (সিলেট সদর উপজেলা)

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) পর্যালোচনা

৪.১ প্রকল্পের সবলতা-দুর্বলতা-সুযোগ-ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ

"হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণে সেকেন্ডারি ডকুমেন্টস রিভিউ, খানা জরীপ, মুখ্য ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা, কেস স্টাডি ও সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্ধারিত দায়িত্ব-কর্তব্য ও প্রকল্প কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা শনাক্তকরণের জন্য বিভিন্ন ডকুমেন্ট ও রিপোর্টসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। সকল পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে উপস্থাপন করা হল-

৪.১.১ প্রকল্পের সবল দিকসমূহ

- হাওড় এলাকায় ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে বোরো ফসল রক্ষাঃ প্রকল্পের আওতায় যেসব হাওড়ে ফসল রক্ষা বাঁধ/ডুবন্ত বাঁধ নির্মিত হয়েছিল, সেসব এলাকায় আগাম বন্যা হতে বোরো ফসলকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।
- আগাম বন্যার আঘাত থেকে স্থানীয় জনসম্পদকে রক্ষাঃ প্রকল্পের আওতায় ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ ও পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধিতে খাল খনন, নদী ড্রেজিং করার কারণে বন্যার আঘাত থেকে স্থানীয় জনসম্পদকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।
- ক্রপিং প্যাটার্ণের পরিবর্তনঃ প্রকল্পের হস্তক্ষেপের কারণে আগাম বন্যার পানি জমে থাকার স্থায়িত্ব কমে যাওয়ায় ফসল চাষাবাদের জন্য একটি বছরে পূর্বের তুলনায় বেশী সময় পাওয়া যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে কৃষকেরা বোরো ফসল ছাড়াও শাক-সবজি জাতীয় অন্যান্য ফসল চাষাবাদ করার সুযোগ পাচ্ছেন।
- প্রকল্প মনিটরিং কাজে পরিবর্তনঃ ২০১৭ সালের আগাম বন্যার পর গঠিত টাস্কফোর্সের মাধ্যমে প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম, ঠিকাদার নিয়োগ ও অন্যান্য মনিটরিং কাজ পরিচালনা করায় প্রকল্পের কাজের গুণগত মান নিশ্চিত হয়েছে।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে মৎস উৎপাদন বৃদ্ধিঃ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা জোরদার করার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় আগাম বন্যার পানি ছাপিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে। যার কারণে হাওড় এলাকায় কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধি ছাড়াও মৎস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সেচ কাজে সুবিধাঃ প্রকল্পের আওতায় ইরিগেশন ইনলেট ও ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণের কারণে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে সেচ সহজ হয়েছে। ইরিগেশন ইনলেটের মাধ্যমে সরাসরি কৃষি জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে এবং ড্রেনেজ আউটলেটের কারণে কৃষিজমির অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনে সুবিধা পাওয়া গেছে।

৪.১.২ প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ

- অসম প্রকল্প অগ্রগতিঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ৮ বছরে সমানভাবে প্রকল্পের অগ্রগতি হয়নি। প্রথম ছয় বছরে মাত্র ২৫.৩৯% সমাপ্ত হয়েছে এবং শেষ দুই বছরে ৬৭.৩% কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। সুষমভাবে সমাপ্ত হলে ২০১৭ সালের বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশে কমানো সম্ভব হত।
- প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট এক্সিট প্লান না থাকাঃ আলোচ্য প্রকল্প থেকে নির্মিত অঙ্গসমূহ কিভাবে দীর্ঘমেয়াদী করা যায়, এই বিষয়ে কোন টেকসই পরিকল্পনা না থাকায় প্রকল্প পরবর্তী বাস্তবায়িত অঙ্গসমূহ রক্ষণাবেক্ষণে কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই।
- আলোচ্য প্রকল্পের জন্য পূর্ণকালীন জনবল না থাকাঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সময় বারংবার প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তিত হওয়ায় প্রকল্প দীর্ঘসূত্রিতার স্বীকার হয়েছে, তদারক কাজ ব্যহত হয়েছে, ক্রয়-সেবা-ঠিকাদার কার্যক্রম বিলম্বিত হয়েছে।
- প্রয়োজনীয় অর্থ সময়মত বরাদ্দ না হওয়াঃ প্রকল্পের সম্পূর্ন সময়কালে প্রকল্পের বছরভিত্তিক বরাদ্দ সমান হয়নি, এবং বরাদ্দকৃত অর্থ প্রাপ্তিতেও দীর্ঘসূত্রিতা হয়েছে। যার কারণে প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ক্ষতিগ্রস্তের স্বীকার হয়েছে।

- প্রকল্প অঙ্গসমূহের স্থান নির্বাচনে দুর্বলতাঃ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অঙ্গসমূহের নির্মাণ স্থান নির্ধারণে যথার্থতা যাচাই-বাছাই একটি কাঠামোগত গবেষণা ছাড়াই নির্ধারণ করা হয়েছে, যার কারণে প্রয়োজনীয় স্থানে প্রয়োজনীয় অঙ্গটি নির্মিত হয়নি।
- সেচ কাজে প্রকল্প শেষ হওয়ার পর তিন বছর অতিক্রম করেছে। এই তিন বছরে আগাম বন্যায় পলি জমে অভ্যন্তরীণ খালগুলোর গভীরতা অনেক কমে গিয়েছে এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থা ন্যূনতম হয়ে পড়ছে; শুষ্ক মৌসুমে হাওড় হয়ে যাচ্ছে পানি শূন্য। পানির অভাবে বোরো ফসল হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত।
- অস্থায়ী কাঠামোঃ হাওড় এলাকার বিশেষ ভৌগলিক বৈচিত্রতার কারণে হাওড়ে পানি প্রবেশের সুযোগ করে দিতে হয়, আবার ঋতু শেষে পানি নেমে যেতে দিতে হয়। এজন্য এখানে ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ করা হয়, যা একটি অস্থায়ী কাঠামো এবং বছর-বছর আগাম বন্যার পর তা সংস্কার করতে হয়।

৪.১.৩ প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সুযোগসমূহ

- কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিঃ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা)-র মাধ্যমে স্থানীয় শ্রমিকদেরকে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়া হয়, যার মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণ উপকৃত হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্প-পূর্ব সময়ের তুলনায় প্রকল্প-পরবর্তী সময়ে বোরো ফসল তুলনামূলক কম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কৃষি চাষাবাদে মানুষের সংশ্লিষ্টতা বাড়ছে, ফলশ্রুতিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- কৃষি উদ্যোক্তা সৃষ্টিঃ আলোচ্য প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে কৃষি ও মৎস উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় জনসাধারণ কৃষি ও মৎস উৎপাদনে ঝুঁকছে। ফলশ্রুতিতে, কৃষিতে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।
- সহজে ফসল পরিবহনের সুযোগ সৃষ্টিঃ আলোচ্য প্রকল্পর আওতায় মোট ১৬৭৩ কি. মি বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এই বাঁধগুলো নির্মাণের কারণে একদিকে যেমন আগাম বন্যার পানি ফসলি জমিতে প্রবেশ করতে বাধা পাচ্ছে, অন্যদিকে এই বাঁধগুলোর কারণে ফসলি জমি থেকে ফসল পরিবহনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- পর্যটন শিল্পে সুযোগ সৃষ্টিঃ আগাম বন্যায় হাওড় এলাকা পূর্বের মত তলিয়ে না যাওয়ায় এবং জমে থাকা পানি নিয়ন্ত্রণে থাকায় হাওড় এলাকায় পর্যটকের আনাগোনা বৃদ্ধি পেয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে পর্যটন সম্পর্কিত নানান জীবিকা ও পেশা।

৪.১.৩ প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ

- সদ্য নির্মিত প্রকল্প অঙ্গের ক্ষতিঃ প্রাকৃতিকভাবে হাওড় বছরের অধিকাংশ সময় পানিভর্তি থাকায় মাত্র ৩-৪ মাস নির্মাণ কাজ করার সময় পাওয়া যায়, যার কারণে নির্মাণ কাজ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া, নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার সাথে সাথে আগাম বন্যা হয়ে গেলে সদ্য নির্মিত প্রকল্প অঙ্গগুলোর ক্ষতির ঝুঁকি বেড়ে যায়।
- ভূমিগত বৈচিত্রতার ঝুকিঃ প্রতিবার হাওড়ে বন্যা হওয়ার পর ভূমিগত বৈচিত্রতা দেখা যায়, খালগুলোর দিক পরিবর্তিত হয়ে যায়, পলি জমে পানি প্রবাহের দিক পরিবর্তিত হয়ে যায়। এসব কারণে প্রকল্প থেকে নির্মিত অঙ্গসমূহ একটি মৌসুমে কার্যকর থাকলেও পরবর্তী মৌসুমে এগুলোর কার্যকারিতা কমে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।
- অবৈধভাবে দখল ও ব্যবসায়িক সুবিধার্থে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বাঁধগুলো কেটে দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ঝুকিঃ ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থার কারণে হাওড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই থাকে। আলোচ্য প্রকল্পের প্রকল্প এলাকাসমূহ আগামী দশকগুলোতে জোয়ার, আগাম বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ নানা দুর্যোগের কবলে পড়তে পারে যার কারণে প্রকল্প কর্মকান্ডগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ

নির্ধারিত নির্দেশকসমূহের প্রভাবের উপর ভিত্তি করে প্রকল্পটির কার্যকারিতা পরিমাপ করা হয়েছে। প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত অর্জন প্রকৃত অর্জন নির্ধারিত লক্ষ্যগুলোর সাথে মূল্যায়ন করা হয়েছে। সমীক্ষাদলটি উপকারভোগী জনগণের নিকট হতে জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত মতামত বিশ্লেষণ, মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন, মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রদত্ত মতামত বিশ্লেষণপূর্বক প্রকল্প বাস্তবায়ন, অগ্রগতি ও উদ্দেশ্য অর্জন সম্পর্কে সার্বিক পর্যবেক্ষণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

৫.১ প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়ঃ সম্পূর্ণ সরকারী অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির মূল প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৬৮৪৯৪.১০ লক্ষ টাকা, যা প্রথম সংশোধনের পর ৭০৪০৭.৩৬ লক্ষ টাকায় অনুমোদিত হয়। এরপর ২০১৭ সালের আগাম বন্যায় সুনামগঞ্জে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার পর সেখানকার কিছু প্রকল্প অঙ্গের বাস্তবায়ন কমিয়ে ২৫/১০/২০১৭ তারিখে ২য় সংশোধন অনুমোদন দেওয়া হয়। এই ২য় সংশোধনে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় দাঁড়ায় ৫৮৭২৯.৬৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় জটিলতার কারণে কিছু কম্পোনেন্ট বাস্তবায়িত হয়নি, যার কারণে প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৯২.৭০ শতাংশ। এছাড়া প্রকল্পের বছরভিত্তিক বরাদ্দে সমতা না থাকায় আট বছরের প্রকল্পে প্রথম ছয় বছরে আর্থিক এবং ভৌত উভইয়েরই ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি হয়েছিল মাত্র ২৫.৩৯ শতাংশ, এবং সপ্তম বছরে ২২.৫১ শতাংশ এবং শেষ বছরে ৪৪.৮০ শতাংশ। বছরভিত্তিক বরাদ্দের অসমতার কারণে প্রকল্প অঙ্গসমূহের যথার্থ অগ্রগতি হয়নি, ফলশ্রুতিতে ২০১৭ এর আগাম বন্যায় প্রকল্পের ভূমিকা আশানুরূপ ছিলনা। *(অনুচ্ছেদ ৩.১.১)*

৫.২ ডিপিপি/আরডিপিপি প্রণয়ন, অনুমোদন পর্যবেক্ষণঃ "হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)"- শীর্ষক প্রকল্পটি ১২/০৪/২০১১ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির দ্বিতীয় সংশোধনীটি পরিকল্পনা কমিশনে ২৮/০৯/২০১৬ তারিখে ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ০১/১০/২০১৬ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২/০১/২০১৭ তারিখে যোক্তিকতা সভার মাধ্যমে দ্বিতীয় সংশোধনীর উপর আরডিপিপি প্রণয়নের যৌক্তিকতা পেশ করে এবং এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২২/০১/২০১৭ তারিখে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটির প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় আরডিপিপি প্রণয়ন করা হয় এবং অক্টোবর ২০১৭ তে অনুমোদিত হয়। দেখা যাচ্ছে যে, প্রকল্প প্রণয়ন এবং অনুমোদনের প্রত্যেকটি ধাপে অতিরিক্ত সময় লেগেছে এবং ফলশ্রুতিতে প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হয়েছে। *(অনুচ্ছেদ ১.৪)*

৫.৩ প্রাক্কলিত ব্যয় ও ভৌত অগ্রগতিতে ভিন্নতার পর্যালোচনাঃ "হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটির প্রধান অঙ্গসমূহের বাস্তবায়নের লক্ষ্য ও অর্জন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২য় সংশোধনের পর মোট বরাদ্দ ৫৮৭২৯.৬৩ লক্ষ টাকার বিপরীতে মে, ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৪৪৩৮.২৮ লক্ষ টাকা, যা অনুমোদিত ব্যয়ের ৯২.৭০%। বাস্তবায়নভিত্তিক কিছু জটিলতার কারণে প্রকল্পের কিছু অঙ্গ পরিকল্পনা থেকে কম বাস্তবায়িত হয়। যেমনঃ ডিপিপি অনুযায়ী সিলেটে নির্ধারিত ১৪টি ড্রেনেজ আউটলেটের মধ্যে ২টি এবং ২২টি ইরিগেশন ইনলেটের মধ্যে ৭টি বাস্তবায়িত হয়নি। এছাড়া, কজওয়ের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে বরাদ্দ থাকলেও বাস্তবে তার প্রয়োজন পড়েনি। এসব কারণে ভৌত অগ্রগতি কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৯২.৭০ শতাংশ। *(অনুচ্ছেদ ৩.১.১)*

৫.৪ ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ পর্যালোচনাঃ প্রকল্পের আওতায় ১৮৩৭২.২৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যায়ে ১৬৭৩.৯৭১ কি. মি বাঁধ নির্মাণের বন্দোবস্ত ছিল, যা বাস্তবে শতভাগ সম্পূর্ণ হয়েছে। শুধুমাত্র সুনামগঞ্জেই ডুবন্ত বাঁধের কাজ হয়েছে ১২৮৪.২৩৯ কি. মি। আলোচ্য প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় ৫টি ডুবন্ত বাঁধ পর্যবেক্ষণ করা হয়। এর মধ্যে ১টি বাঁধ ২০১৫ সালে, ১টি ২০১৬ সালে এবং অবশিষ্ট ৩টি বাঁধ ২০১৮ সালে পুনরাকৃতিকৃত। পরিদর্শনকৃত ৫টি বাঁধের উচ্চতা ডিপিপি-র বিধান অনুযায়ী এলাকাভেদে গড়ে ৬-১০ মিটার পিডব্লিউডি থাকলেও বাস্তবে রয়েছে ২-৪ মিটার পিডব্লিউডি। বাঁধের উচ্চতা এবং প্রশস্ততা তুলনামূলক ভাবে অনেক কম, যা ছোট-খাট বন্যায় সহজেই তলিয়ে যেতে পারে। এছাড়া পর্যবেক্ষণকৃত ৫টি বাঁধের ক্ষেত্রেই river side এবং country side-এ কোন slope নেই বললেই চলে। প্রকল্পটি ২০১৯ সালে শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই বাঁধগুলোকে সংস্কারের আওতায় না

নিয়ে আসার কারণে বাঁধগুলোর অবস্থা আশানুরূপ পাওয়া যায়নি। পরবর্তী আগাম বন্যা মৌসুমের পূর্বেই এগুলোকে মেরামত না করলে পরবর্তী আগাম বন্যায় এগুলো থেকে কোন ফলাফল না পাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। *(অনুচ্ছেদ ৩.৩.১ ক)*

৫.৫ কজওয়ের বর্তমান অবস্থা ও কার্যকারিতা পর্যালোচনাঃ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোনায় ১টি, হবিগঞ্জে ২টি ও সিলেট জেলায় ১০টি কজওয়ে নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে কোম্পানীগঞ্জ কজওয়ে (প্যাকেজ নং Shafiq-W-০২/২০১৪-২০১৫), নাওটানা কজওয়ে (প্যাকেজ নং W-৩৭/১৬-২০১৭) এবং আমরাখাই এলাকা, মকলকান্দি হাওড় (প্যাকেজ নং W/Hab-১/২০১৭-২০১৮) ৩টি পরিদর্শন করা হয়। কজওয়ে গুলো যথাক্রমে ২০১৬, ২০১৮, ২০১৮ সালে নির্মিত। তিনটি কজওয়ের-ই নকশা ডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত ডিজাইন/স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী পাওয়া গিয়েছে। তবে খালিয়াজুরির কজওয়েটিকে বাঁধের সাথে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। Upstream এবং downstream-এ অন্তঃত ৫ফুট বিচ্যুতি রয়েছে। ঢালের ক্ষেত্রে, country side-এ ১:২ এবং river side-এ ১:৩ ঢাল থাকার বন্দোবস্ত থাকলেও বাস্তবে সমতল ভূমি পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া, তিনটি কজওয়েতেই downstream-এ পানি জমে Pothole (landform) তৈরী হয়ে ড্রেনেজ সিস্টেম বাঁধাগ্রস্ত হয়ে আছে। জানা যায় যে, নির্মাণ পরবর্তী সময়ে এগুলোকে আর রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়নি। *(অনুচ্ছেদ ৩.৩.১ ঙ)*

৫.৬ রেগুলেটরের বর্তমান অবস্থা ও কার্যকারিতা পর্যালোচনাঃ প্রকল্পের আওতায় ৩১২৫.৯৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১১টি রেগুলেটর নতুন করে নির্মাণের বন্দোবস্ত থাকলেও জটিলতার কারণে ১টি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি; এবং ১০৯৫.০৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১১১টি রেগুলেটর পুনর্বাসন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪টি নতুন নির্মিত রেগুলেটর এবং ২টি পুনর্বাসিত রেগুলেটর সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণকৃত রেগুলেটরগুলোর নকশা/স্পেসিফিকেশন ডিপিপি অনুযায়ী সঠিক থাকলেও রেগুলেটরগুলোর সাথে বাঁধের সংযোগগুলো ক্ষতিগ্রস্ত। এছাড়া, পর্যবেক্ষণকৃত প্রত্যেকটি রেগুলেটরের গেট জ্যাম অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। বাপাউবো, সিলেট থেকে জানা যায় যে, নির্মাণ পরবর্তীতে এই রেগুলেটরগুলোকে আর মেরামত করা হয়নি। রাজস্ব বাজেটের সম্পূর্ণ বরাদ্দই বাঁধ মেরামতকরণে ব্যয় হয়ে যায়। অতিসত্বর এই রেগুলেটরগুলোকে মেরামত না করলে পরবর্তী আগাম বন্যায় এগুলোর কোন প্রকার কার্যকারিতা না পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। *(অনুচ্ছেদ ৩.৩.১ গ)*

৫.৭ কম্পার্টমেন্টাল ডাইকের বর্তমান অবস্থা ও কার্যকারিতা পর্যালোচনাঃ প্রকল্পের আওতায় ৬৭৪.৭২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত এবং ৪৯৬.৭০ লক্ষ টাকা প্রকৃত ব্যয়ে ২৬.৮৫৩ কি. মি কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণ করা হয়। এর মধ্যে ২০১৬ সালে পাথরচলি হাওড়ে নির্মিত ডাইকটি (প্যাকেজ নং Patho-W-০৬/২০১৪-২০১৫) পর্যবেক্ষণ করা হয়। ডাইকটির জন্য দরপত্র আহবান করা হয় ৭/১২/২০১৫ তারিখে, ঠিকাদারের সাথে চুক্তি হয় যথাক্রমে ১৩/০৩/২০১৬, তারিখে এবং নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় ৩০/০৪/২০১৭ তারিখে। মার্চ ২০২২-এ পরিদর্শনকালে তার ক্ষীণ উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে (২ফুট উচ্চতা)। এর কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে, হাওড় এলাকায় প্রতিবছর ৫ সে.মি করে বেডের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। কোন কোন বছর সেটি দ্বিগুণ বা তিনগুণ ও হয়ে যায়। আলোচ্য অঙ্গটি ২০১৭ তে নির্মিত হওয়ায় এবং এরপর কয়েকটি আগাম বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পরেও পুনরায় রক্ষণাবেক্ষণ না করার ফলে ডাইকের উচ্চতা কমে গিয়েছে। *(অনুচ্ছেদ ৩.৩.১ খ)*

৫.৮ ড্রেনেজ আউটলেটের বর্তমান অবস্থা ও কার্যকারিতা পর্যালোচনাঃ প্রকল্পের আওতায় ৬৩৩.৫৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং ৩৮৫.৬১ লক্ষ টাকা প্রকৃত ব্যয়ে ১২টি ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ করা হয়। ডিপিপি অনুযায়ী ১৪টি নির্মিত হওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবায়ন জটিলতার কারণে ১২টি নির্মাণ করা সম্ভব হয়। এর মধ্যে ২০১৫ সালে কোম্পানীগঞ্জ, সিলেটে নির্মিত ডাইকটি (প্যাকেজ নং Patho-W-১৪/২০১৪-২০১৫) পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, আউটলেটটি ডিপিপি অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে এবং নির্মাণ পরবর্তী সময়ে কৃষকেরা এটির নির্মাণ নিয়ে অনেক সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু মার্চ-২০২২ এ পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, আউটলেটটি আশেপাশের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার সাথে অসামঞ্জস্য হয়ে গিয়েছে। ২০১৫ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে পলি জমে, এবং প্রত্যেক আগাম বন্যায় পানির স্রোতের কারণে পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ আউটলেটের সাথে স্থানীয় কোন ড্রেনের সংযোগ নেই, যার ফলে এটি অকার্যকর হয়ে আছে। *(অনুচ্ছেদ ৩.৩.১ ঘ)*

৫.৯ অভ্যন্তরীণ খাল খননের বর্তমান অবস্থা ও কার্যকারিতা পর্যালোচনাঃ প্রকল্পের আওতায় ২৪০৪.১৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৪৬.১০ কি. মি খাল খননের বন্দোবস্ত ছিল। বাস্তবে, ১৯১০.৪৭ লক্ষ টাকা প্রকৃত ব্যয়ে সম্পূর্ণ কাজটি বাস্তবায়িত হয়। এর মধ্যে ২০১৬ সালে খননকৃত হুমাইপুর অংশ (প্যাকেজ নং W-০৪/২০১৫-২০১৯) এবং ২০১৭ সালে খননকৃত কুচিমোড়া খাল খনন, ৬.১৮৫ কি. মি থেকে ৭.৭৭৫ কি. মি (প্যাকেজ নং KHK-০১/২০১৫-২০১৬) অংশ পর্যবেক্ষণ করা হয়। স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, খাল খনন পরবর্তী ২-৩টি আগাম বন্যায় তারা খাল খননের কারণে ফসল সময়মত তুলতে পেরেছিলেন। কিন্তু ২০১৭ সালের পর আর আলোচ্য প্রকল্পের খননকৃত স্থানে কোন নতুন খননের কাজ না হওয়ায় এবং প্রতি আগাম বন্যার পর সিলটেশন হারের কারণে খালের গভীরতা কমে গিয়েছে। পরিদর্শনকৃত দুইটি স্থানেই খালের গভীরতা পার্শবর্তী জমির সমতল ভূমির সমান এবং দেখা গেছে যে, খালের মধ্যেও বোরো ধান চাষাবাদ হচ্ছে। *(অনুচ্ছেদ ৩.৩.১ ছ)*

৫.১০ সুরমা বৌলাই রিভার ড্রেজিং এর বর্তমান অবস্থা ও কার্যকারিতা পর্যালোচনাঃ প্রকল্পের আওতায় ২৫৩০৮.৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১৬.১২৫ কি.মি নদী ড্রেজিং এর বরাদ্দ ছিল। বাস্তবে, ১৫৮৯৬.২৪ লক্ষ টাকা প্রকৃত ব্যয়ে সম্পূর্ণ কাজটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। ডিপিপি অনুযায়ী খননের পরিমাণ ১৫.৮৫ মিলিয়ন ঘনমিটার। কাজ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিমাপ অনুযায়ী মাটি খননের পরিমাণ কমে ১১.৫০ মিলিয়ন ঘনমিটার হয়েছে। এছাড়া চূড়ান্ত পরিমাপ অনুযায়ী কিছু ক্ষেত্রে সিলটেশনের কারণে কাজ করা যায়নি এবং কিছু ক্ষেত্রে মাটির অবস্থা অনুকূলে না থাকায় কাজ সমাপ্ত করা যায়নি। এসব কারণে মাটি খননের পরিমাণ ৩৭% হয়েছে। এগুলোর মধ্যে চামটি হাওড়, সুনামগঞ্জ (প্যাকেজ নং Sunam-dredging-০৬/Chamti/২০১৭—২০১৮) ও পুরাতন সুরমা নদী (প্যাকেজ নং Sunam-dredging-০৪/old surma/২০১৭—২০১৮)-এর আওতায় বাস্তবায়িত অংশ পরিদর্শন করা হয়। এক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, ড্রেজিং পরবর্তী ২-৩টি আগাম বন্যায় স্থানীয় জনসাধারণ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নীতকরণের কারণে আগাম বন্যা দ্বারা নির্মাণ পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় সুবিধা পেয়েছেন। কিন্তু ২০১৯ এর পর আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ড্রেজিংকৃত স্থানে নতুন ড্রেজিং এর কাজ না হওয়ায় এবং প্রতি আগাম বন্যার পর সিলটেশন হারের কারণে নদীর প্রশস্ততা এবং গভীরতা উভয়ই কমে গিয়েছে। *(অনুচ্ছেদ ৩.৩.১ জ)*

৫.১১ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনাঃ প্রকল্পের দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় খাতে প্যাকেজ জি-১, জি-২ ও জি-৫ এর আওতায় ৫-দরজা বিশিষ্ট জিপ (প্রগতি লিমিটেড থেকে) (২টি), লং বুম এক্সকাভেটর (৫টি) ও এম্ফিবিয়ান এক্সকাভেটর (৩টি) ক্রয় করা হয়েছে। প্যাকেজ তিনটি মূল ডিপিপি অনুযায়ী ওটিএম/ডিপিএম/পিআইসি ক্রয় পদ্ধতিতে পণ্যগুলো ক্রয় করার সংস্থান রয়েছে এবং এক্ষেত্রে ডিওএফপি গাইডলাইন অনুযায়ী চুক্তি অনুমোদনের বিধান রাখা হয়েছে। প্রকল্পে কার্য, পণ্য ও সেবা ক্রয় করার ক্ষেত্রে টেন্ডার সংক্রান্ত কার্যকলাপ পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ বিধি অনুসরন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের পণ্য ক্রয়ের প্যাকেজ সমূহ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর তৃতীয় অধ্যায়ের বিধি ১৩-৬০ অনুসরণ করেছে।*(অনুচ্ছেদ ৩.৩.২)*

৫.১২ এক্সিট প্ল্যান ও টেকসইকরণ পর্যালোচনাঃ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প চলাকালীন প্রকল্প অঙ্গ পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১০০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থান রয়েছে। প্রকল্প শেষ হওয়ার পর পওর এর জন্য অনুন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেট হতে সমন্বয় করার বিধান রয়েছে। কিন্তু এই অর্থ কিভাবে ব্যয় করা হবে, কোন কোন অঙ্গের কতটুকুতে কত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হবে পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তার কোন সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। বাপাউবো (কিশোরগঞ্জ)'র ভাষ্যমতে, বাস্তবে দাবিকৃত অর্থের ৫-১০ শতাংশ পাওয়া যায় প্রতি মৌসুমে পওর এর কাজ করার জন্য, যা তাদের জন্য মোটেও যথার্থ নয়। খানা জরিপ, সেকেন্ডারী তথ্য ও সরেজমিনে পরিদর্শনের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্প হতে নির্মিত সবগুলো অঙ্গ পওর এর আওতায় নিয়ে আসা হয়নি। কিছু কিছু অঙ্গ শুধুমাত্র নির্মাণ করা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রয়েছে। ডিপিপি অনুযায়ী স্থানীয় নির্বাহী প্রকৌশলীর জনবল দিয়ে পওর এর কাজ করার বিধান থাকলেও বাস্তবে তদারক কাজে জড়িত জনবলের ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া অর্থ ঘাটতির কারণে প্রতি বছর সবগুলো অঙ্গ পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয়ে উঠেনা। উপকারভোগীদের মতে, টেকসই প্রকল্প উদ্দেশ্য অর্জনে স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদেরকে সমন্বয় করে বাস্তবায়িত প্রকল্প অঙ্গগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা যেতে পারে। *(অনুচ্ছেদ ৩.৬)*

৫.১৩ প্রকল্প পরিচালক ও জনবল সংক্রান্ত পর্যালোচনাঃ আলোচ্য প্রকল্পের মোট ১৩ জন প্রকল্প পরিচালক ছিলেন। বারংবার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন হওয়ার কারণে ঠিকাদার নিয়োগ, চুক্তি যাচাই ও কার্য সম্পাদনে বার বার ব্যাঘাত ঘটেছে। এছাড়া তদারকির অভাবে কাজের গুণগত মানে প্রভাব পড়েছে। যার ফলে প্রকল্পটিকে দুই বার সংশোধন করতে হয়েছে এবং ২০১৫ সালে সমাপ্ত হওয়ার জন্য বন্দোবস্ত প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি করে ২০১৯ সালে এসে শেষ হয়েছে। সময়মত প্রকল্প সমাপ্ত না হওয়ায় এবং প্রকল্পের অসম অগ্রগতির কারণে ২০১৭ সালে প্রকল্পটি শক্তিশালী আগাম বন্যার স্বীকার হয়েছে। এতে সমস্ত প্রকল্প অঙ্গ ভয়ংকরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে বাপাউবো থেকে প্রতিটি প্রকল্পের জন্য সম্পূর্ণকালীন একজন প্রকল্প পরিচালকসহ পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। *(অনুচ্ছেদ ৩.৪.১)*

৫.১৪ প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণঃ আলোচ্য প্রকল্পটি জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত চলমান ছিল। এই সময়ে প্রকল্পের আওতায় ৬টি জেলায় বিভিন্ন অর্থবছরে মোট ২০টি অডিট হয়েছে। উল্লেখ্য যে,.২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ সালে অডিটের তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। এর মধ্যে সর্বশেষ যে অডিট হয়েছে সেটি হল বাংলাদেশ কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয় থেকে, পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের আওতায় উক্ত প্রকল্পের পারফরমেন্স অডিট। রিপোর্টের সন ২০১৭-২০১৮ এবং অডিট রিপোর্ট প্রদানের তারিখ ১৫/১০/২০১৮। প্রকল্পের ইন্টার্নাল কোন অডিট হয়নি। উল্লিখিত ২০টি অডিট পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রত্যেকটি অডিট থেকে প্রাপ্ত আপত্তির বিপরীতে বাপাউবো'র সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে প্রমাণকসহ ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।*(অনুচ্ছেদ ৩.২.২)*

৫.১৫ প্রকল্পের অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতি পর্যবেক্ষণঃ প্রকল্পের আওতায় চারটি খাতে বিশ্লেষণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতি নিরূপণ করা হয়েছে। আগাম বন্যা থেকে

৫.১৬ প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা পর্যবেক্ষণঃ প্রতি বছরে হাওড়ের আগাম বন্যার প্রকোপ, মাত্রা, হাওড়ে বিদ্যমান নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং বোরো ফসল কে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। প্রকল্প অঙ্গসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে হাওড়ের আগাম বন্যা থেকে বোরো ফসল কে রক্ষা করা যাবে, হাওড় এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত হবে, সর্বপরি দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নদীসমূহের নাব্যতা বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হয়েছিল। এসকল উন্নয়ন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরীতে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহযোগিতার ভিত্তিপ্রস্তর সৃষ্টি করবে। গৃহীত প্রকল্প এলাকাগুলোতে প্রতিবছরই কম-বেশী আগাম বন্যার স্বীকার হয়। চৈত্র মাস আসা মাত্রই কৃষকরা চিন্তিত হয়ে পড়েন, এই বুঝি পাহাড়ের ঢল থেকে পানি এসে তাদের পাকা বোরো ফসল কে তলিয়ে দিয়ে যায়। ২০০৪ এর মধ্য এপ্রিল ও ২০১০ এ এপ্রিলের শুরুতে ঘটা আগাম বন্যা ব্যপকভাবে গৃহীত প্রকল্প এলাকাকে আঘাত করে এবং বিপুল পরিমাণ সম্পদের ক্ষতিসাধন করে, যার ফলশ্রুতিতে ২০১১ সালে এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এছাড়া, ২০১৭ তে যে ভয়াবহ আগাম বন্যা হয়েছে এবং যে পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হয়েছে, আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে বন্যা প্রতিরোধক ব্যবস্থা ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না করা হলে ক্ষতির মাত্রা কয়েকগুণ বেশী হত বলে প্রতীয়মান হয়। সর্বোপরি, আগাম বন্যা থেকে হাওড় এলাকার বিপুল সম্ভাবনাময় খাত গুলোকে টিকিয়ে রাখতে এমন একটি প্রকল্প গ্রহণ যুক্তিযুক্ত ছিল। *(অনুচ্ছেদ ৩.৫.১)*

৫.১৭ বিভিন্ন খাতে প্রকল্পের প্রভাব পর্যালোচনাঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কৃষিক্ষেত্রে মানুষের সংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। হাওড়ে পানি জমে থাকার স্থায়িত্ব কমে যাওয়ায় বোরো ফসলের পাশাপাশি আরো অন্যান্য শাক-সবজি জাতীয় ফসল চাষাবাদের সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে। তবে হাওড় অঞ্চলে কিভাবে প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে বোরো চাষাবাদে পরিবর্তন নিয়ে আসা যায় বা অন্যান্য হাইব্রিড প্রযুক্তির পরিচয় ঘাটানো যায়, এসব বিষয় নিয়ে কৃষকদেরকে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় এলাকায় নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে এবং এলাকার সর্বাত্মক আর্থ-সামাজিক অবস্থায় উন্নতি হওয়ার ফলে স্থানীয় জনসাধারণ কৃষি সম্পর্কিত নানান পেশায় ঝুঁকছে। ফলশ্রুতিতে প্রকল্পটি দারিদ্রতা দূরীকরণে ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণের কারণে কৃষকেরা আগাম বন্যা থেকে রক্ষার পাশাপাশি ফসল পরিবহনে সুবিধা পাচ্ছেন। এছাড়া প্রকল্পটির কারণে প্রাথমিক দুর্যোগ মোকাবেলা সহজ হয়েছে এবং হাওড়ের পরিবেশে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। *(অনুচ্ছেদ ৩.৫)*

৫.১ প্রকল্প বাস্তবায়নের দক্ষতা ও কার্যকারিতা

আলোচ্য প্রকল্পের কার্যকারিতা পরিমাপ ক নির্দেশকগুলো হলঃ বোরো ফসল চাষাবাদে প্রভাব, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় প্রভাব, প্রকল্পের অঙ্গসমূহের কার্যকারিতা ও গুণগত মান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রভাব, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে প্রভাব, হাওড় এলাকার পরিবেশ উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব ইত্যাদি।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের অর্জন
১	২
আগাম বন্যার কবল থেকে হাওড় এলাকার বোরো ফসল কে রক্ষা করা	প্রকল্প পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আগাম বন্যার কবল থেকে প্রকল্প এলাকার ৮০% বোরো ফসল রক্ষা পেয়েছে। এছাড়া পূর্বের তুলনায় বোরো ফসল কম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কৃষিতে মানুষের অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, ক্রপিং প্যাটার্ন পরিবর্তিত হয়েছে, ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সর্বোপরি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।
হাওড় এলাকার মূল নদীগুলোর পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা	৮টি নদীতে নদী ড্রেজিং এর কাজ করা হয়েছে মোট ১১৬.১২৫ কিলোমিটার। যার কারণে আগাম বন্যার পানির উচ্চতা কম থাকছে এবং পানি দ্রুত নিষ্কাশিত হচ্ছে। ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, প্রকল্প-পূর্বের চেয়ে প্রকল্প পরবর্তী সময়ে প্রকল্প এলাকার মূল নদীগুলোর পরিবহন ক্ষমতা অন্তঃত ৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের অর্জন
১	২
অভ্যন্তরীণ খালগুলোর পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা	১৪৬.১০ কিলোমিটার খাল খনন/পুনঃখনন করার কারণে অভ্যন্তরীণ খাল গুলর পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, অভ্যন্তরীণ খাল খনন করার কারণে প্রকল্প এলাকার অভ্যন্তরীণ খালগুলোর পানি ধারণ ক্ষমতা অন্তঃত ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া অত্র এলাকায় বছরজুড়ে নৌ-চলাচল সহজ হয়েছে।
দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নাব্যতা উন্নত করা	১১৬.১২৫ কিলোমিটার নদী ড্রেজিং এবং ১৪৬.১০ কিলোমিটার অভ্যন্তরীণ খাল খনন করার কারণে ভৌতভাবে নদীর গভীরতা এবং প্রশস্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে, বছরজুড়ে নদীতে সেচের জন্য পানি পাওয়া যাচ্ছে এবং পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নাব্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫.২ অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

ক. প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহের কাজের গুণগত মান

হাওড়ের বিচিত্র ভৌগলিকতার কারণে বছরে ৫-৭ মাস নির্মাণ কাজ করার সময় পাওয়া যায়। প্রায়ই দেখা যায়, নির্মাণ কাজ চলাকালীন আগাম বন্যা চলে এসেছে। যার কারণে সদ্য নির্মিত প্রকল্প অঙ্গটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আশানুরূপ মান পাওয়া যায় না। অনেক সময় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানগুলো ইচ্ছাপূর্বক গড়িমসি করে কাজ করেন যাতে আগাম বন্যা চলে আসে এবং আগাম বন্যা দ্বারা ক্ষতি দেখিয়ে দরপত্রের মূল্য দাবি করে থাকে।

প্রকল্পটি ২০১১ থেকে ২০১৯ সালে শেষ হয়েছে এবং ২০২২ সালে এসে প্রভাব মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এই দীর্ঘ সময় পর পরিচালনা করা, প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার সরেজমিনে পর্যবেক্ষণকালে দেখা যায় যে, RCC structure গুলো যেমনঃ ড্রেনেজ আউটলেট এবং রেগুলেটরগুলো ডিপিপি অনুযায়ী সঠিক নকশা/স্পেসিফিকেশনে নির্মিত হলেও এবং গুণগত মানে সঠিক থাকলেও, মাটি দ্বারা তৈরী ডুবন্ত বাঁধগুলো বারংবার আগাম বন্যার আঘাতে মূল নকশা হতে বিচ্যুত।

খ. প্রকল্প সম্পর্কে জনসাধারণের মতামত

প্রাকৃতিকভাবেই, হাওড়ের বৈশিষ্ট্য হল, হাওড়ে পানি প্রবেশের ব্যবস্থা করে দিতে হবে এবং নেমে যাওয়ার সুযোগ থাকতে হবে। যেহেতু ৮ লাখ ৫৮ হাজার ৪৬০ হেক্টর আয়তনের বিশাল হাওড় এলাকাকে RCC Structure দিয়ে বেষ্টন করা অত্যাধিক ব্যয়বহুল, এজন্য এখানে ফসল রক্ষার জন্য ডুবন্ত বাঁধের ব্যবস্থা করা হয় এবং দীর্ঘ এই বাঁধগুলোর মাঝে মাঝে কজওয়ে এবং রেগুলেটর সেট করার মাধ্যমে বাঁধের দুইপাশের পানি আদান-প্রদান করা হয়। এছাড়া পাহাড়ি ঢল থেকে নেমে আসা পানি ফসলি জমিতে যাতে না প্রবেশ করতে পারে, এজন্য ড্রেজিং করে নদীগুলোর নাব্যতা বৃদ্ধি করা হয় এবং অভ্যন্তরীণ খালগুলো খননের মাধ্যমে নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করা হয়। একারণে হাওড়ে গৃহীত প্রকল্পসমূহ অধিকাংশই স্বল্প-মেয়াদী এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের দুই থেকে তিন বছরের মধ্যেই প্রকল্পের উদ্দেশ্যের ৯০-৯৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়ে যায়। স্থানীয় জনসাধারণের সাথে আলোচনায় বিষয়টি প্রমাণিত হয়। তারা প্রকল্প বাস্তবায়নের পরবর্তী দুই-তিন বছর সর্বোচ্চ সুফল ভোগ করেন। এরপর ধীরে ধীরে তা কমতে থাকে। আলোচ্য প্রকল্পের কারণে কৃষকেরা ৮ বছর সরাসরি সুবিধা পেয়েছেন এবং বোরো ফসলকে সুরক্ষিত করতে পেরেছেন।

গ. হাওড়ে অস্থায়ী কাঠামো নির্মাণের কারণ

প্রকৃতির এক অপূর্ব লীলাভূমি এই হাওড় অঞ্চল। ফেব্রুয়ারি-মার্চের দিকে এখানে এলে যত দূর দৃষ্টি যায় দেখা মেলে সবুজ আর সবুজ। আবার জুলাই-আগস্টে এলে এখানে দিগন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না; চারদিকে শুধু পানি আর পানি, যেন এক সমুদ্র। এই হাওড় থেকেই আসে দেশের মোট ধান উৎপাদনের ১৮ শতাংশ, অন্যদিকে দেশের উন্মুক্ত উৎস থেকে আহরিত মাছের ২৮ শতাংশও আসে এই হাওড় অঞ্চল থেকে। আগাম বন্যা থেকে ফসল রক্ষা করতে এখানে বাঁধ দেওয়া হলেও মাছের কথা বিবেচনা করে হাওড়কে বাঁধ দিয়ে পুরো ঘিরে ফেলা যাবে না। এজন্য এখানকার বাঁধগুলোও এমনভাবে তৈরি হয় যাতে একটা নির্দিষ্ট সীমার পর বর্ষা মৌসুমে হাওড়ে ঠিকমতো পানি প্রবেশ করতে পারে, যা ডুবন্ত বাঁধ (submersible embankment) নামে পরিচিত। এ

বাঁধগুলোর প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে আগাম বন্যা থেকে ফসল রক্ষা করা। আরও স্পষ্ট করে বললে, ১৫ মে পর্যন্ত (ধান তোলা পর্যন্ত) হাওড়ে পানি প্রবেশ আটকে রাখা। বাধগুলো আগাম বন্যার ৬ মিটার উচ্চতার পানির চাপকে গড়ে ১৫ দিন পর্যন্ত সুরক্ষা দিতে পারে। তবে এ বাঁধগুলোর উচ্চতা নির্ধারণ করা হয়েছে ১০ বছর রিটার্ন পিরিয়ড ধরে (যেখানে অন্যান্য নদীতে স্থাপনা নির্মাণে ২০, ৫০ বছর, এমনকি গুরুত্বভেদে ১০০ বছর পর্যন্ত রিটার্ন পিরিয়ড ধরে নকশা করা হয়)। অর্থাৎ প্রতি ১০ বছরে অন্তত একবার হলেও এ বাঁধ উপচে পানি হাওড়ে প্রবেশ করবে-এটা ধরে নিয়েই এ বাঁধের নকশা করা হয়েছে। এখানে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আগাম বন্যা নিয়ন্ত্রণে কেন ২০ বা ৫০ বছর রিটার্ন পিরিয়ড ধরে নকশা করা হয় না? এর উত্তর হলো, ১০ বছরের বেশি রিটার্ন পিরিয়ড ধরে নকশা করা হলে বাঁধের উচ্চতা বেশি হবে। এতে বাঁধ নির্মাণে খরচ যেমন বাড়বে; তেমনি আবার হাওড়ের স্বাভাবিক জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট হবে। ফসল তোলার পর এখানকার স্থানীয় লোকজনই বিভিন্ন জায়গায় বাঁধ কেটে দেয় হাওড়ে দ্রুত পানি নেওয়ার জন্য। এতে করে হাওড় মাছ চাষের উপযোগী হয় এবং নৌ-চলাচল নির্বিঘ্ন হয়। পূর্ণ বর্ষায় এ হাওড়গুলো তখন পানির একটি বড় ধারক হিসাবে কাজ করে এবং এর ফলে ভাটির জেলাগুলো বন্যার হাত থেকে রক্ষা পায়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী অর্জন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একটি প্রকল্প অঙ্গ নির্মাণের পরবর্তী ২-৩ বছর অঙ্গটি দ্বারা প্রকল্প উদ্দেশ্যের ৯০ ভাগ অর্জন করেছে, এবং ধীরে ধীরে স্বভাবত তা কমে গিয়েছে। প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের মাঠ পর্যায়ের তথ্য এবং নথিপত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রতিটি উপজেলায় প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে ঐ উপজেলায় আগাম বন্যা দ্বারা যে পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতি হত, আলোচ্য প্রকল্পের অঙ্গসমূহ বাস্তবায়নের ফলে পরবর্তী বছর প্রায় ৮০ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমনঃ কিশোরগঞ্জে ২৮টি হাওড়ে ১৩ কোটি টাকা খরচ করে ৯৬ কি.মি. বাঁধের কাজ করা হয় এবং রিটার্ণ হিসেবে ঐ বছরে প্রায় ১০০০ কোটি টাকার ধান পাওয়া যায়। আবার, খানা জরিপ এবং কেআইআই এর তথ্য সমন্বয় করে দেখা যায়, প্রকল্প পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার মূল নদীগুলোর ড্রেজিংকৃত অংশে পরিবহন ক্ষমতা অন্তঃত ৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রকল্প এলাকার অভ্যন্তরীণ খালগুলোর পানি ধারণ ক্ষমতা অন্তঃত ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুপারিশমালা ও উপসংহার

৬.১ ভবিষ্যৎ প্রকল্প গ্রহণে সুপারিশ

- প্রকল্পের প্রথম ছয় বছরে আর্থিক ও ভৌত উভয়েরই ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ছিল ২৫.৩৯ শতাংশ, এবং শেষ দুই বছরে ৬৭.৬১ শতাংশ। এর ফলে প্রথম ছয় বছরে প্রকল্পের যথাযথ অগ্রগতি না হওয়ায় ২০১৭ সালের আগাম বন্যায় ব্যপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। ভবিষ্যতে এ ধরণের ক্ষতি এড়াতে বছরভিত্তিক প্রয়োজন অনুসারে সুষম অর্থ বরাদ্দ, নিয়মিত অর্থছাড় ও ভৌত অগ্রগতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। *(অনুচ্ছেদ ৫.১)*
- প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো টেকসইভাবে অর্জনের জন্য প্রকল্প অঙ্গ নির্মাণের সময়ে এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজে স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদেরকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। প্রয়োজনে আপদকালীন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্বল্প সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে আগাম ঠিকাদার নিয়োগ করা যেতে পারে। *(অনুচ্ছেদ ৫.১২)*
- বাংলাদেশের মোট ধান উৎপাদনের প্রায় ১৬% আসে হাওড় থেকে যার মূল্য জাতীয় আয়ের প্রায় ৬-৮ ভাগ এবং মোট উৎপাদিত ফসলের ৭৯.৫% হচ্ছে বোরো ধান। কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় কৃষকদেরকে ট্রেনিং এর মাধ্যমে নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচয় করানো যেতে পারে। (অনুচ্ছেদ ৫.১৭)
- হাওড় এলাকায় বছরে ৫-৭ মাস নির্মাণ কাজ করার সময় পাওয়া যায়। এই সময়ে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক থাকতে হবে এবং সঠিক বাস্তবায়নের জন্য ঠিকাদারগণের কাজ গুরুত্বের সাথে তদারকি করতে হবে। (অনুচ্ছেদ ৫.৪ – ৫.১০)
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য টেকসইকরণে প্রকল্প অঙ্গের রক্ষণাবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভবিষ্যৎ প্রকল্প গ্রহণের সময়ে কোন বছরে কোন বরাদ্দের মাধ্যমে কোন কোন প্রকল্প অঙ্গের রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে, তার সুস্পষ্ট পরিকল্পনা প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই নিশ্চিত করতে হবে। *(অনুচ্ছেদ ৫.১২)*
- আলোচ্য প্রকল্প থেকে বাস্তবায়িত অঙ্গগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করা জরুরি। এজন্য, ভবিষ্যতে হাওড়ে অন্য কোন প্রকল্প গ্রহণের সময়ে আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত অঙ্গগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করার সুযোগ করা যায় কিনা তা ভেবে দেখা যেতে পারে। *(অনুচ্ছেদ ৫.১২)*
- ভবিষ্যতে কোন প্রকল্পে অভ্যন্তরীণ খাল খনন বা নদী ড্রেজিং এর বন্দোবস্ত থাকলে, স্থানীয় এলাকার গুরুত্বের ক্রমানুসারে পর্যায়ক্রমে খনন করা যেতে পারে। সাথে সাথে খাল পাড় গুলো জিওটেক্সটাইল ব্যাগের মাধ্যমে এবং নদীর পাড় গুলো কনক্রিট ব্লকের মাধ্যমে শক্তিশালী করা যেতে পারে, যাতে পাড় ভেঙ্গে গিয়ে পুনরায় ভরাট না হয়ে যায়। (*অনুচ্ছেদ ৫.৯)*

৬.২ দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ

- বর্তমানে হাওড় এলাকায় জাইকার অর্থায়নে "হাওর অবকাঠামো ও জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প" চলমান। আগাম বন্যা ঠেকাতে এমন দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের সময়ে পুরো হাওড় এলাকাকে নিয়ে সঠিক গবেষণা করার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষামূলকভাবে, হাওড়ের একটি ছোট অংশ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে।
- পানি সম্পদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাব্য প্রভাব প্রশমিত করতে বাংলাদেশ সরকার ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ অনুমোদন করেছে। ভবিষ্যতে হাওড়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণের সময়ে বাংলাদেশ ডেলটা প্ল্যান-২১০০ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে।
- প্রকল্পের আওতায় ডিজাইনকৃত এবং নির্মিত প্রতিটি কজওয়ে এবং রেগুলেটরের আকার, হাওড়ের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। হাওড়ে পানি প্রবেশে এগুলোর ভূমিকা খুবই সামান্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পানি এগুলোর উপর দিয়ে বয়ে যায়। এজন্য ডিজাইনের সময়ে বাঁধগুলোকে উঁচু করার পাশাপাশি কজওয়ে ও রেগুলেটরের ওপেনিং বৃদ্ধি করা উচিত।

- প্রতিটি প্রকল্প যথাসময়ে বাস্তবায়িত হলে প্রকল্পের ব্যয় যেমন হ্রাস পায় তেমনি হ্রাস পায় জনদুর্ভোগও। আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সময়ে, হাওড় এলাকায় যে ৫-৭ মাস নির্মাণ কাজ করার সময় পাওয়া যায়, সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করে আরো কার্যকর এবং দক্ষতাসম্পন্ন প্রকল্প নকশা প্রদান করা উচিত ছিল, তাহলে বারংবার প্রকল্প সংশোধন করা লাগত না, ব্যয় ও মেয়াদ অপরিবর্তিত থাকত এবং জনদুর্ভোগ কম হত।
- আলোচ্য প্রকল্পের লগফ্রেমে বছরভিত্তিক উদ্দেশ্য অর্জনের কোন লক্ষ্যমাত্রা ছিলনা। ভবিষ্যতে হাওড়ে প্রকল্প গ্রহণের সময়ে বছরভিত্তিক কতটুকু অর্থব্যয় হবে, কোন কোন অঙ্গ বাস্তবায়িত হবে এবং সামগ্রিক লক্ষ্যমাত্রার আলোকে বছর-ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া যেতে পারে, যাতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট থাকে।
- গবেষণায় দেখা গেছে, ২০৫০ সাল নাগাদ হাওড়ে প্রাক-বর্ষা মৌসুমে পানির উচ্চতা দশমিক তিন থেকে দশমিক ছয় পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে, যার সরাসরি প্রভাব পড়বে হাওড়ের প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর, হাওড়কে ঘিরে পর্যটন শিল্পের ওপর। তাই, হাওড়কে নিয়ে যেকোন প্রকল্প গ্রহণের সময় হাওড়ের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যকে মাথায় রেখে প্রকল্প ডিজাইন করা উচিত।

৬.৩ সামগ্রিক সুপারিশ

হাওড় অঞ্চলের নদী খনন বা ড্রেজিং করে নদীর পানি পরিবহণ ও ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে একটি বাস্তবতা হলো হাওড়ের সব পানি মেঘনা নদীর ভৈরববাজার দিয়েই বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়ে। এখানে বর্তমানে তিনটি সেতু এবং এগুলোর স্থায়ীত্বের জন্য নদীর তলদেশে প্রতিরক্ষা সামগ্রী থাকায় এখান দিয়ে পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়। তাই হাওড়ের পানি তাড়াতাড়ি নিষ্কাশনের জন্য অন্য কোনো বিকল্প পথ বের করতে হবে। অন্যদিকে হাওড়ের ডুবন্ত বাঁধগুলোকে আরও টেকসই করতে হবে। এক্ষেত্রে নকশা অনুযায়ী বাঁধগুলোর ঢাল, মাটির যথাযথ কম্পেকশন নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলোতে বাঁধ স্থায়ীত্বের জন্য ঢালে সিসি ব্লক, জিও-ব্যাগ, জিও টেক্সটাইল, জিও-সেল ব্যবহার করে বাঁধকে আরও মজবুত করা যেতে পারে। এতে করে প্রতিবছর বাঁধ সংস্কারের খরচ কমিয়ে আনা যাবে। এ ছাড়া হাওড়ের অভ্যন্তরে বিকল্প বাঁধ বা কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণ এবং বাঁধের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলোতে স্থায়ী স্থাপনা যেমনঃ কজওয়ে, ফ্লাডফিউজ নির্মাণ করা যেতে পারে। তবে উপরে আলোচিত সবগুলো ব্যবস্থারই কিছু না কিছু সুবিধা ও অসুবিধা আছে। এসব সুবিধা-অসুবিধাগুলো বিবেচনায় নিয়ে হাওড়ে একটি স্থায়ী সমন্বিত বন্যা ব্যবস্থাপনার দিকেই এগিয়ে যেতে হবে।

৬.৪ উপসংহার

অসীম সম্ভাবনা বুকে ধারণ করে জেগে আছে হাওড়। সম্ভাব্য সবকিছু থাকা সত্বেও যুগ যুগ ধরে হাওড়াঞ্চল গুরুত্বহীন অব্যবস্থাপনার অনগ্রসরমান অবস্থায় পতিত। দুর্গম এলাকার এই সংগ্রামী মানুষ দুর্যোগ-দুর্বিপাকে দুর্বিসহ জীবন পার করে থাকে। রাষ্ট্র যদি হাওড়ের এ অপার সম্ভাবনা ও সুযোগকে কাজে লাগায়, তাহলে একদিকে যেমন হাওড়বাসী উপকৃত হবে, তেমনি দেশের অর্থনীতি আরও সমৃদ্ধিশালী হবে। হাওড়ই হতে পারে আরেক অর্থনীতিক অঞ্চলের উপযুক্ত পরিবেশ। শুকনা ও বর্ষায় হাওড়াঞ্চলের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে বহুমুখী ও পরিকল্পিত উপায়ে উদ্যোগ বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিলে খুলে যাবে সম্ভাবনার দুয়ার। আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্পষ্টত আগাম বন্যার প্রকোপ থেকে হাওড়ের বোরো ফসলকে রক্ষা করা গেছে, সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও নদীর নাব্যতা। ফলশ্রুতিতে ২০১১ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত, ১২ বছরে শুধুমাত্র একবার ২০১৭ সালের আগাম বন্যা ব্যতীত আর তীব্রভাবে হাওড়ে আগাম বন্যা আঘাত করেনি। ফলশ্রুতিতে ১২ বছরে রিটার্ণ হিসেবে, একদিকে যেমন অভ্যন্তরীণ চাহিদার জন্য ধান আমদানি করতে হয়নি, অন্যদিকে রপ্তানি করে পাওয়া গেছে বিপুল অংকের রাজস্ব আয়। হাওড়াঞ্চলের এই উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় যুক্ত করা হলে বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশ হয়ে উঠবে অল্প সময়েই।

তথ্যসূত্র

১. “হাওড় এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)” প্রকল্পের মূল ডিপিপি, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ২০১১

২. “হাওড় এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)” প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ২০১৭

৩. জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯

৪. বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩

৫. Md. S. Hossain et al., "Impact of Flash Flood on Agriculture Land in Tanguar Haor Basin", International Journal of Research in Environmental Science, vol. 3, no. 4, p. 42-45, 2017. http://dx.doi.org/১০.২০৪৩১/২৪৫৪-৯৪৪৪.০৩০৪০০৭

৬. Sarker, A., & Rashid, A. (2013). Landslide and Flashflood in Bangladesh. *Disaster Risk Reduction Approaches In Bangladesh*, ১৬৫-১৮৯. https://doi.org/১০.১০০৭/৯৭৮-৪-৪৩১-৫৪২৫২-০ ৮

৭. Kamruzzaman, M., & Shaw, R. (2018). Flood and Sustainable Agriculture in the Haor Basin of Bangladesh: A Review Paper. *Universal Journal Of Agricultural Research*, ৬(১), ৪০-৪৯. https://doi.org/১০.১৩১৮৯/ujar.২০১৮.০৬০১০৬

৮. Amaratunga, Dilanthi & Baldry, David & Sarshar, Marjan & Newton, Rita. (২০০২). Qualitative and quantitative research in the built environment: application of "mixed" research approach: a conceptual framework to measure FM performance.

সংযোজনী/পরিশিষ্টঃ প্রশ্নমালা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি

ক. বছরভিত্তিক আর্থিক এবং বাস্তব লক্ষ্যের পরিকল্পনা

প্রকল্পের নাম: হাওড় এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)
সংস্থার নাম: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
বিভাগ/মন্ত্রণালয়: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(লক্ষ টাকায়)

বাজেট হেড	আর্থিক কোড/সাব-কোড	বিবরণ	মোট বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্য				অর্থবছর: ২০১১-২০১২ (প্রকৃত)			অর্থবছর: ২০১২-২০১৩ (প্রকৃত)			অর্থবছর: ২০১৩-২০১৪ (প্রকৃত)			অর্থবছর: ২০১৪-২০১৫ (প্রকৃত)		
							আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব	
			পরিমাণ	একক প্রতি খরচ	মোট খরচ	ওজন		আইটেম এর %	প্রজেক্টের %		আইটেম এর %	প্রজেক্টের %		আইটেম এর %	প্রজেক্টের %		আইটেম এর %	প্রজেক্টের %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
ক. রাজস্ব উপাদান:																		
	৪৮২৩	পেট্রোল এবং লুব্রিকেন্ট	১	৭০.০০	৭০.০০	০.০০১২	১.০০	১.৪৩	০.০০২	৩.০০	৪.২৯	০.০০৫	৪.৫০	৬.৪৩	০.০০৮	৪.১৪	৫.৯১	০.০০৭
	৪৮২৭	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	১	২৯.৫০	২৯.৫০	০.০০০৫	০.৫০	১.৬৯	০.০০১	৩.০০	১০.১৭	০.০০৫	৩.৩৮	১১.৪৬	০.০০৬	১.২৪	৪.২০	০.০০২
	৪৮২৮	স্টেশনারী, সীলমোহর এবং স্ট্যাম্প	১	৩০.৫০	৩০.৫০	০.০০০৫	০.৫০	১.৬৪	০.০০১	১.০০	৩.২৮	০.০০২	১.০০	৩.২৮	০.০০৬	০.৯৯	৩.২৫	০.০০২
	৪৮৯৯	বিনোদন	১	১০.০০	১০.০০	০.০০০২	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	৪৮৮৩	মিটিং এর জন্য সম্মানী	১	১৫.০০	১৫.০০	০.০০০৩	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	৪৮৮৩	মধ্য-মেয়াদী মূল্যায়নের জন্য সম্মানী	১	১৫.০০	১৫.০০	০.০০০৩	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০

	৪৮০১	ভ্রমণ ভাতা	১	১০০.০০	১০০.০০	০.০০১৭	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	৪৮৪২	সেমিনার/ওয়ার্ক শপ ইত্যাদি	১	৫০.০০	৫০.০০	০.০০০৯	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	৪৮২৯	১৫ টি হাওরের এসআইএ সহ আইইই স্টাডি	১	৬৮.৫০	৬৮.৫০	০.০০১২	৫.০০	৭.৩০	০.০০৯	৫২.৫০	৭৬.৬৪	০.০৮৯	৩.০০	৪.৩৮	০.০০৫	৮.০০	১১.৬৮	০.০১৪
	৪৮৮৬	বাঁধ বরাবর এবং নিষ্কাশন খালের পুনঃখননের টপোগ্রাফিক জরিপ	১	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০৮৫	৩.০০	০.৬০	০.০০৫	১১৫.৫০	২৩.১০	০.১৯৭	৩.০০	৪.৩৮	০.০০৫	০.০০	০.০০	০.০০০
	৪৮৮৬	রিভার ড্রেজিং এর পূর্ব এবং পরবর্তী কাজের জরিপ	১	৩০০.০০	৩০০.০০	০.০০৫১	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	৪৮২৯	হাওর এলাকায় সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের উপর গাণিতিক মডেল স্টাডি	১	৩০০.০০	৩০০.০০	০.০০৫১	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	৪৮২৯	হাওর এলাকায় সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের উপর ভৌত মডেল স্টাডি	১	২০০.০০	২০০.০০	০.০০৩৪	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০
উপ মোট (ক):				**১৬৮৮.৫০**	**১৬৮৮.৫০**	**০.০২৯**	**১০.০০**		**০.০১৭**	**২০৭.৫০**		**০.৩৫৩**	**১৪.৮৮**		**০.০২৫**	**১৪.৩৭**		**০.০২৪**
খ. মৌলিক উপাদান																		
	৬৮০০	**<u>সম্পদ অধিগ্রহণ :</u>**																
	৬৮০৭	১) জিপ (২৩৫০ সিসি)	২	৫০.৯৭৫	১০১.৯৫	০.০০১৭	১০১.৯৫	১০০.০০	০.১৭৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০

	৬৮০৯	২) ইঞ্জিনসহ স্পিড বোট	২	০.০০০	০.০০	০.০০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	৬৮১৪	৩) বিভিন্ন জিপিএস ডিভাইস	১	১০.০০০	১০.০০	০.০০০২	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	৬৮১৪	৪) এক্সিবিয়ান এক্সাভেটর - ৫ টি এবং লং বুম এক্সাভেটর – ৩ টি	৮	১১৪.০৭৭	১৪৮৩.০০	০.০২৫৩	৫০.০০	৩.৩৭	০.০৮৫	৫৬৭.০০	৩৮.২৩	০.৯৬৫	৫০.০০	৩.৩৭	০.০৮৫	০.০০	০.০০	০.০০০
	৬৮১৫	৫) কম্পিউটার (ব্রান্ডঃ Pentium lV) এবং লেজার প্রিন্টার	৮	১.০০০	৮.০০	০.০০০১	৪.০০	৫০.০০	০.০০৭	৪.০০	৫০.০০	০.০০৭	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	৬৯০১	৬) কজওয়ের জন্য জমি অধিগ্রহণ	৪৮	১২.০০০	৫৭৬.০০	০.০০৯৮	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	৭০০০	**<u>নির্মাণ কাজঃ</u>**																
	৭০৮১	১) ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ করা	১৬৭৩.৯৯৬	৯.৮৪	১৬৪৭৮.০৪	০.২৮০৬	৪৫৫.৫৫	২.৭৬	০.৭৭৬	১৪৭৪.০০	৮.৯৫	২.৫১০	১৮৫০.১১	১১.২৩	৩.১৫০	১৬২৩.৬৩	৯.৮৫	২.৭৬৫
	৭০৮১	২) কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণ	২৬.৮৫৩	২৫.১৩	৬৭৪.৭৩	০.০১১৫	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	৭০৮১	৩) ক্রস ড্যাম নির্মাণ (মতিন হাওড়)	০	০.০০	০.০০	০.০০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	৭০৪১	৪) ড্রেনেজ রেগুলেটর	১১	২৮৪.১৮	৩১২৫.৯৩	০.০৫৩২	১১৩.৫০	৩.৬৩	০.১৯৩	২২২.৫০	৭.১২	০.৩৭৯	৬৬.৪৫	২.১৩	০.১১৩	১৮.৩০	০.৫৯	০.০৩১
	৭০৪১	৫) ড্রেনেজ আউটলেট	১০	৬৩.২৭	৬৩২.৭৪	০.০১০৮	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	৭০৪১	৬) কজওয়ে	১৩	২০১.৪৩	২৬১৮.৫৪	০.০৪৪৬	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	৮৬.০০	৩.২৮	০.১৪৬
	৭০৪১	৭) ইরিগেশন ইনলেট	২২	১০.৪৩	২২৯.৪৬	০.০০৩৯	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০

	৭০৪১	৮) বিদ্যমান রেগুলেটর পুনর্বাসন	১১১	৯.৮৭	১০৯৫.০৩	০.০১৮৬	০.০০	০.০০	০.০০০	২০.০০	১.৮৩	০.০৩৪	২৬২.৪	২৩.৯৬	০.৪৪৭	২১৭.৩৭	১৯.৮৫	০.৩৭০
	৭০৪১	৯) অভ্যন্তরীণ খালের পুনঃখনন	১৫৩.৫৪০	১৫.৬৬	২৪০৪.৯৩	০.৪৬৩২	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	১৫৬.৭৩	৬.৫২	০.২৬৭	৪৭২.৯৬	১৯.৬৭	০.৮০৫
	৭০৮১	১০) সুরমা-বৌলাই নদী ব্যবস্থার ড্রেজিং	১১৬.১২৫	২৩৪.২৫	২৭২০২.৭৮	০.৪৬৩২	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	৩৫৯.৭৫	১.৩২	০.৬১৩
	৭০৮১	১১) নির্মাণের সময় পওর	১	১০০.০০	১০০.০০	০.০০১৭	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	৬.১০	৬.১০	০.০১০
উপ-মোট (খ) :					**৫৬৭৪১.১৩**	**০.৯৬৬১**	**৭২৫.০০**		**১.২৩৪**	**২২৮৭.৫০**		**৩.৮৯৫**	**২৩৮৫.৬৯**		**৪.০৬২**	**২৭৮৪.১১**		**৪.৭৪১**
(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি (লাম্প সাম):			-	-	**৩০০.০০**	**০.০০৫১**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০০**
(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি			-	-	**০.০০**	**০.০০০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০০**
সর্ব মোট (ক+খ+গ+ঘ):					**৫৮৭২৯.৬৩**	**১.০০০০**	**৭৩৫.০০**		**১.২৫১**	**২৪৯৫.০০**		**৪.২৪৮**	**২৪০০.৫৭**		**৪.০৮৭**	**২৭৯৮.৪৮**		**৪.৭৬৫**

বাজেট হেড	**আর্থিক কোড/সাব-কোড**	**উপ-কোড ভিত্তিক উপাদানের বর্ণনা**	**মোট বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্য**				**অর্থবছর: ২০১৫-২০১৬ (প্রকৃত)**			**অর্থবছর: ২০১৬-২০১৭ (প্রকৃত)**			**অর্থবছর: ২০১৭-২০১৮ (প্রকৃত)**			**অর্থবছর: ২০১৮-২০১৯ (প্রকৃত)**		
							আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ	বাস্তব	
			পরিমাণ	একক প্রতি খরচ	মোট খরচ	ওজন		আইটেম এর %	প্রজেক্টের %		আইটেম এর %	প্রজেক্টের %		আইটেম এর %	প্রজেক্টের %		আইটেম এর %	প্রজেক্টের %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
ক. রাজস্ব উপাদান:																		
	৪৮২৩	পেট্রোল এবং লুব্রিকেন্ট	১	৭০.০০	৭০.০০	০.০০১২	৩.০০	৪.২৯	০.০০৫	১.৮৭	২.৬৭	০.০০৩	৩১.০৯	৪৪.৪২	০.০৫৩	২১.৪০	৩০.৫৭	০.০৩৬
	৪৮২৭	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	১	২৯.৫০	২৯.৫০	০.০০০৫	১.০০	৩.৩৯	০.০০২	০.১২	০.৪১	০.০০০	১১.৭৬	৩৯.৮৫	০.০২০	৮.৫০	২৮.৮৩	০.০১৪
	৪৮২৮	স্টেশনারী, সীলমোহর এবং স্ট্যাম্প	১	৩০.৫০	৩০.৫০	০.০০০৫	১.০০	৩.২৮	০.০০২	৩.৬৫	১১.৯৭	০.০০৬	১৩.৪২	৪৩.৯৯	০.০২৩	৮.৯৪	২৯.৩২	০.০১৫
	৪৮৯৯	বিনোদন	১	১০.০০	১০.০০	০.০০০২	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	৬.০০	৬০.০০	০.০১০	৪.০০	৪০.০০	০.০০৭

	৪৮৮৩	মিটিং এর জন্য সম্মানী	১	১৫.০০	১৫.০০	০.০০০৩	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	৩.০০	২০.০০	০.০০৫	১২.০০	৮০.০০	০.০২০
	৪৮৮৩	মধ্য-মেয়াদী মূল্যায়নের জন্য সম্মানী	১	১৫.০০	১৫.০০	০.০০০৩	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	১৫.০০	১০০.০০	০.০২৬	০.০০	০.০০	০.০০০
	৪৮০১	ভ্রমণ ভাতা	১	১০০.০০	১০০.০০	০.০০১৭	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	৬০.০০	৬০.০০	০.১০২	৪০.০০	৪০.০০	০.০৬৮
	৪৮৪২	সেমিনার/ওয়ার্কশপ ইত্যাদি	১	৫০.০০	৫০.০০	০.০০০৯	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	৩০.০০	৬০.০০	০.০৫১	২০.০০	৪০.০০	০.০৩৪
	৪৮২৯	১৫ টি হাওরের এসআইএ সহ আইইই স্টাডি	১	৬৮.৫০	৬৮.৫০	০.০০১২	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	৪৮৮৬	বাঁধ বরাবর এবং নিষ্কাশন খালের পুনঃখননের টপোগ্রাফিক জরিপ	১	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০৮৫	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	২২৭.১০	৪৫.৪২	০.৩৮৭	১৫১.৪০	৩০.২৮	০.২৫৮
	৪৮৮৬	রিভার ড্রেজিং এর পূর্ব এবং পরবর্তী কাজের জরিপ	১	৩০০.০০	৩০০.০০	০.০০৫১	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	১৬০.৫০	৫৩.৫০	০.২৭৩	১০৭.০০	৩৫.৬৭	০.১৮২
	৪৮২৯	হাওর এলাকায় সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের উপর গাণিতিক মডেল স্টাডি	১	৩০০.০০	৩০০.০০	০.০০৫১	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	২০০.০০	৬৬.৬৭	০.৩৪১	১০০.০০	৩৩.৩৩	০.১৭০
	৪৮২৯	হাওর এলাকায় সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের উপর ভৌত মডেল স্টাডি	১	২০০.০০	২০০.০০	০.০০৩৪	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	১০০.০০	৫০.০০	০.১৭০	১০০.০০	৫০.০০	০.১৭০
উপ-মোট (ক):				**১৬৮৮.৫০**	**১৬৮৮.৫০**	**০.০২৯**	**৫.০০**		**০.০০৯**	**৫.৬৪০**		**০.০১০**	**৮৫৭.৮৭**		**১.৪৬১**	**৫৭৩.২৪**		**০.৯৭৬**

	খ. মৌলিক উপাদান																	
	৬৮০০	সম্পদ অধিগ্রহণ :																
	৬৮০৭	১) জিপ (২৩৫০ সিসি)	২	৫০.৯৭৫	১০১.৯৫	০.০০১৭	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০
	৬৮০৯	২) ইঞ্জিনসহ স্পিড বোট	২	০.০০০	০.০০	০.০০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৬৮১৪	৩) বিভিন্ন জিপিএস ডিভাইস	১	১০.০০০	১০.০০	০.০০০২	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	১০.০০	১০০.০০	০.০১৭	০.০০	০.০০	০.০০
	৬৮১৪	৪) এক্সিবিয়ান এস্কাভেটর - ৫ টি এবং লং বুম এস্কাভেটর – ৩ টি	৮	১১৪.০৭৭	১৪৮৩.০০	০.০২৫৩	৮১৬.০০	৫৫.০২	১.৩৮৯	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৬৮১৫	৫) কম্পিউটার (ব্রান্ডঃ Pentium lV) এবং লেজার প্রিন্টার	৮	১.০০০	৮.০০	০.০০০১	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০
	৬৯০১	৬) কজওয়ের জন্য জমি অধিগ্রহণ	৪৮	১২.০০০	৫৭৬.০০	০.০০৯৮	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	৩৫০.০০	৬০.৭৬	০.৫৯৬	২২৬.০০	৩৯.২৪	০.০০
	৭০০০	**নির্মাণ কাজঃ**																
	৭০৮১	১) ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ করা	১৬৭৩.৯৯৬	৯.৮৪	১৬৪৭৮.০৪	০.২৮০৬	২৫৯৭.৪৩	১৫.৭৬	৪.৪২৩	১১৪৫.৭৬০	৬.৯৫	১.৯৫১	৭৩৩১.৫৫৫	৪৪.৪৯	১২.৪৮৪	০.০০	০.০০	০.০০০
	৭০৮১	২) কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণ	২৬.৮৫৩	২৫.১৩	৬৭৪.৭৩	০.০১১৫	৭৯.৩৭	১১.৭৬	০.১৩৫	৪.০০০	০.৫৯	০.০০৭	৫৯১.৩৬	৮৭.৬৪	১.০০৭	০.০০	০.০০	০.০০০
	৭০৮১	৩) ক্রস ড্যাম নির্মাণ (মতিন হাওড়)	০	০.০০	০.০০	০.০০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	৭০৪১	৪) ড্রেনেজ রেগুলেটর	১১	২৮৪.১৮	৩১২৫.৯৩	০.০৫৩২	৫.৫২	০.১৮	০.০০৯	৩২৪.৪১০	১০.৩৮	০.৫৫২	১৩০৬.৩৯	৪১.৭৯	২.২২৪	১০৬৮.৮৬	৩৪.১৯	১.৮২০
	৭০৪১	৫) ড্রেনেজ আউটলেট	১০	৬৩.২৭	৬৩২.৭৪	০.০১০৮	০.০০	০.০০	০.০০০	৮৬.০৩০	১৩.৬০	০.১৪৬	৩০০.৬৯	৪৭.৫২	০.৫১২	২৪৬.০২	৩৮.৮৮	০.৪১৯

	৭০৪১	৬) কজওয়ে	১৩	২০১.৪৩	২৬১৮.৫৪	০.০৪৪৬	০.০০	০.০০	০.০০০	৫৬১.৪৫০	২১.৪৪	০.৯৫৬	১০৮৪.১০	৪১.৪০	১.৮৪৬	৮৮৬.৯৯	৩৩.৮৭	১.৫১০
	৭০৪১	৭) ইরিগেশন ইনলেট	২২	১০.৪৩	২২৯.৪৬	০.০০৩৯	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	১২৬.২০	৫৫.০০	০.২১৫	১০৩.২৬	৪৫.০০	০.১৭৬
	৭০৪১	৮) বিদ্যমান রেগুলেটর পুনর্বাসন	১১১	৯.৮৭	১০৯৫.০৩	০.০১৮৬	১৫৯.৭৪	১৪.৫৯	০.২৭২	১৪৩.০৭০	১৩.০৭	০.২৪৪	১৬০.৮৫	১৪.৬৯	০.২৭৪	১৩১.৬০	১২.০২	০.২২৪
	৭০৪১	৯) অভ্যন্তরীণ খালের পুনঃখনন	১৫৩.৫৪০	১৫.৬৬	২৪০৪.৯৩	০.৪৬৩২	১২৪.৮৪	৫.১৯	০.২১৩	০.০০	০.০০	০.০০০	৯০৭.৭২	৩৭.৭৪	১.৫৪৬	৭৪২.৬৮	৩০.৮৮	১.২৬৫
	৭০৮১	১০) সুরমা-বৌলাই নদী ব্যবস্থার ড্রেজিং	১১৬.১২৫	২৩৪.২৫	২৭২০২.৭৮	০.৪৬৩২	৩৭৩.২৫	১.৩৭	০.৬৩৬	০.০০	০.০০	০.০০০	১৪৫৫৮.৩৭	৫৩.৫২	২৪.৭৮৯	১১৯১১.৪১	৪৩.৭৯	২০.২৮২
	৭০৮১	১১) নির্মাণের সময় পওর	১	১০০.০০	১০০.০০	০.০০১৭	১০.০০	১০.০০	০.০১৭	৩৯.৫৪০	৩৯.৫৪	০.০৬৭	২৪.৪০	২৪.৪০	০.০৪২	১৯.৯৬	১৯.৯৬	০.০৩৪
উপ-মোট (খ) :					**৫৬৭৪১.১৩**	**০.৯৬৬১**	**৪১৬৬.১৫**		**৭.০৯৪**	**২৩০৪.২৬**		**৩.৯২৪**	**২৬৭৫১.৬৪**		**৪৫.৫৫০**	**১৫৩৩৬.৭৮**		**২৫.৭২৯**
(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি (লাম্প সাম):			-	-	**৩০০.০০**	**০.০০৫১**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০০**	**২০০.০০**	**০.০০**	**০.০০০**	**১০০.০০**	**০.০০**	**০.০০০**
(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি			-	-	**০.০০**	**০.০০০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০০**	**০.০০**	**১০০.০০**	**০.০০০**
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ):					**৫৮৭২৯.৬৩**	**১.০০০০**	**৪১৭১.১৫**		**৭.১০২**	**২৩০৯.৯০**		**৩.৯৩৩**	**২৭৮০৯.৫০**		**৪৭.০১১**	**১৬০১০.০২**		**২৬.৭০৫**

খ. উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা

(ক)	বিভাগ/মন্ত্রণালয়	:	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
(খ)	সংস্থার নাম	:	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
(গ)	প্রকিউরমেন্ট সংস্থার নাম এবং কোড	:	নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ, বাপাউবো, সুনামগঞ্জ
(ঘ)	প্রকল্পের নাম এবং কোড	:	হাওড় এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

৫৮৭২৯.৬৩	মোট
৫৮৭২৯.৬৩	GoB

পণ্য ক্রয়

অর্থ বছরঃ ২০১১-১২

প্যাকেজ নং	ডিপিপি / টিএপিপি অনুসারে সংগ্রহ প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনের কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	পাক্কলিত ব্যয় (লাখ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতার জন্য আমন্ত্রণ (যদি লাগে)	দরপত্রের জন্য আমন্ত্রণ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
G-১/২০১১-১২	৫-দরজা বিশিষ্ট জিপ ক্রয় (প্রগতি লিমিটেড থেকে) (২টি)	টি	২	DPM	DoFP	GoB	১০১.৯৫	প্রযোজ্য নয়	১৩/০৯/২০১১	২৭/১০/২০১১	৩১/১০/২০১১
G-২/২০১১-১২	লং বুম এক্সকাভেটর ক্রয় (৫টি)	টি	৫	OTM	DoFP	GoB	৬৬৭.০০	প্রযোজ্য নয়	০৮/১২/২০১১	১৩/০২/২০১২	১১/০৮/২০১২
G-৩/২০১১-১২	লেজার প্রিন্টারসহ Pentium ব্রান্ডের ৪ সেট কম্পিউটার ক্রয়	টি	৪	RFQ	DoFP	GoB	৪.০০	প্রযোজ্য নয়	৩১/০৫/২০১২	০৭/০৬/২০১২	২৩/০৬/২০১২
	পণ্য সংগ্রহের মোট মূল্য						**৭৭২.৯৫**				

অর্থ বছরঃ ২০১৫-২০১৬

প্যাকেজ নং	ডিপিপি / টিএপিপি অনুসারে সংগ্রহ প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনের কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	পাক্কলিত ব্যয় (লাখ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতার জন্য আমন্ত্রণ (যদি লাগে)	দরপত্রের জন্য আমন্ত্রণ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

G-৫/২০১৫-১৬	এক্সিবিয়ান এক্সকাভেটর ক্রয় (৩টি)	টি	৩	OTM	DoFP	GoB	৮১৬.০০	প্রযোজ্য নয়	০২/০৮/২০১৫	১৫/০৯/২০১৫	২৫/০৬/২০১৬
	পণ্য সংগ্রহের মোট মূল্য						**৮১৬.০০**				

অর্থ বছর: ২০১২-২০১৩

প্যাকেজ নং	ডিপিপি / টিএপিপি অনুসারে সংগ্রহ প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনের কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	পাক্কলিত ব্যয় (লাখ টাকায়)	নির্দেশক তারিখ			
								প্রাক-যোগ্যতার জন্য আমন্ত্রণ (যদি লাগে)	দরপত্রের জন্য আমন্ত্রণ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপ্তি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
G-৪/২০১-১৩	লেজার প্রিন্টারসহ Pentium ব্রান্ডের ৪ সেট কম্পিউটার ক্রয় ইত্যাদি	টি	৪	RFQ	DoFP	GoB	৪.০০	প্রযোজ্য নয়	২০/০৫/২০১৩	১০/০৬/২০১৩	২৮/০৬/২০১৩
	পণ্য সংগ্রহের মোট মূল্য						**৪.০০**				

গ. ToR

Annexure-1

Terms of Reference (TOR)

For

Impact Evaluation of the project

"Pre-Monsoon Flood Protection and Drainage Improvement in Haor Areas (2nd Revised)"

Monitoring and Evaluation Sector: 04

Implementation Monitoring and Evaluation Division

Ministry of Planning

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
www.imed.gov.bd

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বিবরণী ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি (ToR):

ক. প্রকল্পের বিবরণীঃ

১.	**প্রকল্পের নাম**	:	**হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)**		
২.	**উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ**	:	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়		
৩.	**বাস্তবায়নকারী সংস্থা**	:	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)		
৪.	**প্রকল্পের অবস্থান**	:	বিভাগ	জেলা	উপজেলা
			সিলেট	সিলেট	সিলেট সদর, কোম্পানীগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, কানাইঘাট ও জকিগঞ্জ।
				সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর, বিশ্বম্ভরপুর, দোয়ারাবাজার, জামালগঞ্জ, তাহিরপুর, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, ধর্মপাশা, দিরাই, শালম্না, জগন্নাথপুর, ছাতক।
				মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর, শ্রীমঙ্গল।
				হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর, বানিয়াচং, নবীগঞ্জ।
			ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম, বাজিতপুর।
			ময়মনসিংহ	নেত্রকোনা	মোহনগঞ্জ, খালিয়াজুরী, মদন, কলমাকান্দা ও ইটনা।

৫. অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় (লক্ষ টাকা) :

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়				বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদনের তারিখ	*পরিবর্তন(+/-)	
	মোট	জিওবি	প্র:সা:	অন্যান্য			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
মূল	৬৮৪৯৪.১০	-	-	-	১ জুলাই, ২০১১ থেকে ৩০ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত	১২/০৪/২০১১	-	-
ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	৬৮৪৯৪.১০	-	-	-	১ জুলাই, ২০১১ থেকে ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত	২২/০৯/২০১৫	-	১ বছর বৃদ্ধি
সংশোধিত (১ম)	৭০৪০৭.৩৬	-	-	-	১ জুলাই, ২০১১ থেকে ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত	০৯/০৫/২০১৬	১৯১৩.২৬ (২.৭২+%)	-
২য় বার ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	৭০৪০৭.৩৬	-	-	-	১ জুলাই, ২০১১ থেকে ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত	২৮/০৯/২০১৬	-	১ বছর বৃদ্ধি
সংশোধিত (২য়)	৫৮৭২৯.৬৩	-	-	-	১ জুলাই, ২০১১ থেকে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত	২৫/১০/২০১৭	-১১৬৭৭.৩৭ (-১৬.৫৮%)	২ বছর বৃদ্ধি
আন্তঃঅঙ্গ	৫৮৭২৯.৬৩	-	-	-	১ জুলাই, ২০১১ থেকে	২৬/০৬/২০১৮	-	-

ব্যয় সমন্বয়					৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত			

৬. প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- আগাম বন্যা হতে হাওরের বোরো ফসল রক্ষা করণ;
- হাওর এলাকার প্রধান নদীগুলোর নব্যতা ও নিষ্কাশন ক্ষমতা উন্নয়ন/বৃদ্ধিকরণ;
- অভ্যন্তরীণ খালগুলোর নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি করণ; এবং
- দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নদীগুলোর নাব্যতার উন্নয়ন/বৃদ্ধিকরণ;

৭. প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গঃ

প্রকল্পের আওতায় মুল কার্যক্রম	পরিমান/সংখ্যা
♦ ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/পুনঃনির্মাণ (মাটির পরিমাণ ১২.৭৮ মিলিয়ন ঘনমিটার)	১৬৭৩.৯৭১ কিঃমিঃ
♦ কম্পার্টমেন্টাল ডাইক (মাটির পরিমাণ ০.৫৫৯ মিলিয়ন ঘনমিটার);	২৬.৮৫৩ কিঃমিঃ
♦ পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (রেগুলেটর)	১১ টি
♦ ড্রেনেজ আউটলেট	১৪ টি
♦ কজওয়ে	১৩ টি
♦ ইরিগেশন ইনলেট	২২ টি
♦ পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাসন;	১১১ টি
♦ অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন (৪.৪২৪ মিলিয়ন ঘনমিটার)	১৪৬.১ কিঃমিঃ
♦ সুরমা বৌলাই রিভার সিষ্টেম ড্রেজিং (মাটির পরিমাণ ১৫.৮৫ মিলিয়ন ঘনমিটার)	১১৬.১২৫ কিঃমিঃ
♦ এম্ফিবিয়ান এস্কাভেটর-৩টি ও লং বুম এস্কাভেটর-৫টি	-
♦জমি অধিগ্রহণ	(৪৮ হেঃ)

খ. পরামর্শকের কার্যপরিধি (TOR):

৮.০ পরামর্শকের দায়িত্বঃ

(১) প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা;

(২) প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

(৩) ডিপিপি ও লগ ফ্রেমের আলোকে output, outcome ও impact পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৪) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত/চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৫) প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি (পণ্য, অবকাঠামো ও সেবা) পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৬) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফেকেশন/ BOQ/ TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৭) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় তথ্যে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বেজলাইন সার্ভের (যদি থাকে) আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৮) প্রকল্পের BCR ও IRR অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৯) প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যলোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
(১০) প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, সৃষ্ট সুবিধাদি, সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই বিষয়ক ও সৃষ্ট সুবিধাদি পরিচালনা ইত্যাদির SWOT ANALYSIS;
(১১) উল্লিখিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে সার্বিক পর্যবেক্ষণ;
(১২) প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন এবং
(১৩) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি।

৯. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতাঃ

ক্রমিক	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান		• গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩(তিন) বছরের অভিজ্ঞতা।
২)	ক) টিম লিডার-	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল/পানি সম্পদ ইঞ্জিনিয়ারিং -এ স্নাতক ডিগ্রী। এছাড়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স/উচ্চতর ডিগ্রী থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	• পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১২ (বারো) বছরের অভিজ্ঞতা; • টিম লিডার হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা; • পানি সম্পদের ষ্ট্রাকচারাল ডিজাইন বিষয়ক কারিগরি জ্ঞান; • হাওর এলাকায় কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রগাধিকার প্রদান করা হবে; • প্রকিউরমেন্ট (পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮) সংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতা; • কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং • প্রতিবেদন উপস্থাপনায় পারদর্শিতা।
	খ) মিড-লেভেল ইঞ্জিনিয়ার	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম সিভিল/পানি সম্পদ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ডিগ্রি	• পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট কাজে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতাসহ বিভিন্ন ধরণের পানি সংক্রান্ত কাঠামো নির্মাণ সম্পর্কে কারিগরি জ্ঞান ।
	গ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞান/ অর্থনীতি/ডেভলপমেন্ট স্টাডিজ/ সমাজকল্যাণ/ সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী	• আর্থ-সামাজিক গবেষণা/ প্রভাব মূল্যায়ন/ নিবিড় পরিবীক্ষণ সংশ্লিষ্ট কাজে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা।

	(ঘ) পরিসংখ্যানবিদ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান/ ফলিত পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	• তথ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণে ০৩ (তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; • প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় পারদর্শিতা; এবং • কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান।

১০. নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ

ক্র নং	প্রতিবেদনের নাম	দাখিলের সময়
১.	ইনসেপশন রিপোর্ট	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে
৪.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় ৪০ কপি ও ইংরেজিতে ২০ কপি)	চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে

১১. ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: আইএমইডি-০৫ প্রতিবেদন);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

-The End-

ঘ. প্রশ্নমালা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
"হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)"

প্রকল্পের উপকারভোগীদের মতামত প্রাপ্তির লক্ষ্যে খানা জরিপ প্রশ্নমালা

আইডি নং- ☐☐☐☐

আসসালামু আলাইকুম/আদাব

আমার নাম _____. আমি ঢাকায় অবস্থিত একটি সমীক্ষা প্রতিষ্ঠান ডিএমওয়াচের সাথে কাজ করছি। আমরা বর্তমানে আইএমইডি দ্বারা সমর্থিত "হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)" এর প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনা করছি। এই জরিপ কাজটি বাংলাদেশ সরকার এর পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের অধীনে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের আওতাভূক্ত একটি সমীক্ষা, যাতে আমি আপনাকে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি এখন সমীক্ষা সম্পর্কে আরো বলতে যাচ্ছি।

আমরা আশা করছি যে, আপনার দেওয়া তথ্য ভবিষ্যতে এই এলাকায় বসবাসরত জনগণের সামাজিক অবস্থাকে আরো উন্নত করতে বিশেষ অবদান রাখবে। আমরা আপনাকে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, আপনার দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে ও আপনার নাম বা কোন ধরণের সনাক্তকরণের তথ্য সমীক্ষার প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হবে না।

তথ্য সংগ্রহকারীর নামঃ
তথ্য সংগ্রহের তারিখঃ
তথ্য সংগ্রহকারীর প্রতি নির্দেশনাঃ
১. উত্তরদাতার অনুমতি নেয়া
২. উত্তরদাতার পরিচয় গোপন রাখা হবে এটা নিশ্চিত করা
৩. প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা

ক) উত্তরদাতার সাধারণ পরিচিতি			
ক্রম	**প্রশ্ন**	**উত্তর**	**কোড**
১.	উত্তরদাতার নাম		
২.	উত্তরদাতার জেলা	সিলেট	১
		সুনামগঞ্জ	২
		মৌলভীবাজার	৩
		হবিগঞ্জ	৪
		কিশোরগঞ্জ	৫
		নেত্রকোনা	৬

৩.	উত্তরদাতার উপজেলা	সিলেট সদর, কোম্পানীগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, কানাইঘাট, এবং জকিগঞ্জ সুনামগঞ্জ সদর, বিশ্বম্ভরপুর, দোয়ারাবাজার, জামালগঞ্জ, তাহিরপুর, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, ধর্মপাশা, দিরাই, শালশা, জগন্নাথপুর, ছাতক মৌলভীবাজার সদর, শ্রীমঙ্গল হবিগঞ্জ সদর, বানিয়াচং, নবীগঞ্জ অষ্টগ্রাম, বাজিতপুর মোহনগঞ্জ, খালিয়াজুরী, মদন, কলমাকান্দা ও ইটনা	
৪.	উত্তরদাতার ইউনিয়ন		
৫.	উত্তরদাতার ফোন নম্বর		
৬.	উত্তরদাতার বয়স		
৭.	উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা		
৮.	উত্তরদাতার লিঙ্গ	পুরুষ	১
		মহিলা	২
		অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	৩
৯.	খানা প্রধানের সাথে সম্পর্ক	পত্নী	১
		পুত্র	২
		কন্যা	৩
		মা	৪
		বাবা	৫
		ভাইবোন	৬
		পরিবারের প্রধান	৭
		অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	৮
১০.	পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা		
১১.	উপার্জনকারী সদস্যের সংখ্যা		
১২.	উত্তরদাতার ধর্ম	ইসলামধর্ম	১
		হিন্দুধর্ম	২
		খ্রিস্টধর্ম	৩
		বৌদ্ধধর্ম	৪
		অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	৫
১৩.	উত্তরদাতার GPS অবস্থান		

খ) প্রকল্প সম্পর্কিত সাধারণ তথ্যাবলী			
১.	উত্তরদাতার বসবাসের আশেপাশে অবস্থিত প্রকল্পের অঙ্গ সমূহ (বহুনির্বাচনী প্রশ্ন)	ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ	১
		কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণ	২
		পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ (রেগুলেটর)	৩
		ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ	৪
		কজওয়ে নির্মাণ	৫
		ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণ	৬
		পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাসন	৭

		অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন	৮
		সুরমা বৌলাই রিভার সিস্টেম ড্রেজিং	৯
২.	২০১১ সালে, প্রকল্প শুরুর পূর্বে আপনি বোরো ছাড়া অন্য কোন ফসল চাষাবাদ করতেন কি? (বাৎসরিক)	হ্যাঁ	১
		না	২
৩.	যদি হ্যা হয়, তাহলে কোন কোন ফসল চাষাবাদ করতেন?		
৪.	২০১৯ সালে প্রকল্প শেষ হওয়ার পর আপনি বোরো ছাড়া অন্য কোন ফসল চাষাবাদ করতে পারেন কি?	হ্যাঁ	১
		না	২
৫.	যদি হ্যা হয়, তবে কোন কোন ফসল চাষাবাদ করেন?		
৬.	মৌসুমি ফসল ব্যতীত আপনার বিকল্প আয়ের উৎস আছে কি?		
৭.	যদি হ্যা হয়, তবে কী কী?	ধান চাষ	১
		গবাদি পশু পালন	২
		মৎস্য চাষাবাদ	৩
		সবজি চাষ	৪
		কৃষি শ্রম	৫
		মজুরি শ্রম	৬
		নির্মাণকাজ	৭
		পরিবহন শ্রম	৮
		হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট এ কাজ	৯
		ব্যবসা	১০
		চাকুরি	১১
		ধর্মীয় কার্যক্রম	১২
		গ্রাম্য ডাক্তার	১৩
		ভাড়া জমি থেকে আয়	১৪
		রেমিটেন্স	১৫
		অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	১৬
৮.	প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে (২০১১) বন্যার কারণে আপনার বোরো ফসলের ক্ষতি হত কি?	হ্যাঁ	১
		না	২
৯.	যদি হ্যা হয়, তবে আনুমানিক গড় বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ কত ছিল? (টাকায়)		
১০.	প্রকল্প বাস্তবায়নের পর (২০১৯) বন্যার কারণে আপনার বোরো ফসলের ক্ষতি হয় কি?	হ্যাঁ	১
		না	২
১১.	যদি হ্যা হয়, তবে আনুমানিক গড় বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ কত? (টাকায়)		
১২.	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনার ফসলের ক্ষতির পরিমাণ কমেছে কি?	হ্যাঁ	১
		না	২
১৩.	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনার ফসলের পরিবহন খরচ কমেছে কি?	হ্যাঁ	১
		না	২
১৪.	যদি হ্যা হয়, তাহলে কত কমেছে (বাৎসরিক)		
১৫.	প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে বন্যার পানির বাৎসরিক গড় স্থায়িত্ব কত দিন ছিল?		
১৬.	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বন্যার পানির গড় স্থায়িত্ব কমেছে কি?	হ্যাঁ	১
		না	২
১৭.	যদি হ্যা হয়, প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে বন্যার পানির বাৎসরিক গড় স্থায়িত্ব কত দিন?		
১৮.	এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বাজার/প্রতিষ্ঠানে আপনার যাতায়াতের সুবিধা কি বেড়েছে ?	খুব বেড়েছে	১
		মাঝারিভাবে বেড়েছে	২

		পূর্বের মত	৩
		কমেছে	৪
		খুব কমেছে	৫
১৯.	প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে (২০১১) আকস্মিক বন্যার কারণে আপনি কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতেন?	বোরো ফসলের ক্ষতি	১
		সবজি গাছের ক্ষতি	২
		গবাদি পশুর ক্ষতি	৩
		মাছ উৎপাদনে ক্ষতি	৪
		অন্যান্য	৫
২০.	আপনি কি মনে করেন যে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কারণে আপনার ঐ সমস্যা গুলো কমেছে?	অনেক বেশী কমেছে	১
		সীমিত কমেছে	২
		আগের মতই আছে	৩
		সমস্যা বেড়েছে	৪
		অনেক বেশী বেড়েছে	৫
২১.	যদি সমস্যা বেড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে কোন সমস্যা গুলো বেড়েছে?	বোরো ফসলের ক্ষতি	১
		সবজি গাছের ক্ষতি	২
		গবাদি পশুর ক্ষতি	৩
		মাছ উৎপাদনে ক্ষতি	৪
		অন্যান্য	৫
২২.	এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে হাওড়ের প্রাকৃতিক পরিবেশের কেমন পরিবর্তন এসেছে?	পরিবেশ পূর্বের চেয়ে ভাল হয়েছে	১
		পূর্বের মতই আছে	২
		পরিবেশ পূর্বের চেয়ে খারাপ হয়েছে	৩
২৩.	এই প্রকল্পের প্রভাব ভবিষ্যতে স্থায়ী হবে বলে আপনি মনে করেন কি?	হ্যাঁ	১
		না	২
২৪.	এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পূর্বের চেয়ে বর্তমানে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে কি?	হ্যাঁ	১
		না	২
২৫.	এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এই প্রকল্পের ভূমিকা রয়েছে কি?	হ্যাঁ	১
		না	২
২৬.	এই প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে অত্র এলাকায় কী কী দুর্যোগ হত?		
২৭.	এই প্রকল্প বাস্তবায়নের পর অত্র এলাকায় দুর্যোগ কমেছে বলে আপনি মনে করেন?	হ্যাঁ	১
		না	২
২৮.	প্রকল্প সম্পর্কে আপনার মতামত প্রদান করুন		

অঙ্গের নামঃ ডুবন্ত বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ			
১.	আপনি কি ২০১১ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ডুবন্ত বাঁধের পুনর্নির্মাণ/পুনর্নির্মাণের কোনো নির্মাণ দেখেছেন?	হ্যা	১
		না	২
২.	বাঁধ নির্মাণ/মেরামত/উন্নয়নের ফলে আপনি কোন সুবিধা পাচ্ছেন কি?	হ্যা	১
		না	২
৩.	যদি হ্যা হয়, তাহলে কোন কোন সুবিধা পাচ্ছেন?	চলন্ত সুবিধা	১
		ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভ	২
		কর্মস্থলে পৌঁছানোর সুবিধা	৩
		আয় বৃদ্ধি	৪
		হাসপাতালে যেতে সুবিধা	৫
		ফসল কম নষ্ট হয়	৬
		কর্মসংস্থান বেড়েছে	৭
		প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বেড়েছে	৮

		জমির মূল্য বেড়েছে	৯
		নদী ভাঙ্গান রোধ হয়েছে	১০
		বন্যার ঘনত্ব কমেছে	১১
		অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	১২
৪.	বাঁধ নির্মাণের জন্য আপনার সামগ্রিক সন্তুষ্টির মাত্রা বর্ণনা করুন	খুব সন্তুষ্ট	১
		সন্তুষ্ট	২
		নিরপেক্ষ	৩
		অসন্তুষ্ট	৪
		অত্যন্ত অসন্তুষ্ট	৫
৫.	আপনি কি ২০১৯ সালের পরে বাঁধের কোনো মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করতে দেখেছেন?	হ্যা	১
		না	২
৬.	যদি হ্যা হয়, তাহলে বাঁধের মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ কাজে আপনার সন্তুষ্টির মাত্রা বর্ণনা করুন	খুব সন্তুষ্ট	১
		সন্তুষ্ট	২
		নিরপেক্ষ	৩
		অসন্তুষ্ট	৪
		অত্যন্ত অসন্তুষ্ট	৫

অঙ্গের নামঃ কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণ			
১	আপনি কি ২০১১ থেকে ২০১৯ এর মধ্যে কম্পার্টমেন্টাল ডাইকের কোন নির্মাণ দেখেছেন?	হ্যাঁ	১
		না	২
২	কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণের ফলে আপনি কোন সুবিধা পাচ্ছেন কি?	হ্যাঁ	১
		না	২
৩	যদি হ্যা হয়, তাহলে কোন কোন সুবিধা পাচ্ছেন?	বন্যা হ্রাস	১
		সহজ চলাচল	২
		ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা	৩
		কর্মক্ষেত্রে পৌঁছানোর সুবিধা	৪
		আয় বৃদ্ধি	৫
		সুবিধাজনক উপায়ে হাসপাতালে গমন	৬
		প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বৃদ্ধি	৭
		জমির মূল্য বৃদ্ধি	৮
		নদী ভাঙ্গান রোধ	৯
		ফসলের ক্ষতি/ক্ষতি হ্রাস	১০
		অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	১১
৪	কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণের জন্য আপনার সামগ্রিক সন্তুষ্টির মাত্রা বর্ণনা করুন	খুব সন্তুষ্ট	১
		সন্তুষ্ট	২
		নিরপেক্ষ	৩
		অসন্তুষ্ট	৪
		খুব অসন্তুষ্ট	৫
৫	আপনি কি ২০১৯ সালের পরে বাঁধের কোনো মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ দেখেছেন?	হ্যাঁ	১
		না	২
৬	যদি হ্যা হয়, তাহলে ডাইকের মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ কাজে আপনার সন্তুষ্টির মাত্রা বর্ণনা করুন	খুব সন্তুষ্ট	১
		সন্তুষ্ট	২
		নিরপেক্ষ	৩
		অসন্তুষ্ট	৪
		অত্যন্ত অসন্তুষ্ট	৫

অঙ্গের নামঃ কজওয়ে নির্মাণ			
১	আপনি কি ২০১১ থেকে ২০১৯ এর মধ্যে কোন কজওয়ে নির্মাণ দেখেছেন?	হ্যাঁ	১
		না	২
২	কজওয়ে নির্মাণের ফলে আপনি কোন সুবিধা পাচ্ছেন কি?	হ্যাঁ	১
		না	২
৩	যদি হ্যা হয়, তাহলে কোন কোন সুবিধা পাচ্ছেন?	জলাবদ্ধতা হ্রাস	১
		বন্যার ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস	২
		সহজ চলাচল	৩
		ভাল নিষ্কাশন	৪
		অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	৫
৪	কজওয়ে নির্মাণের জন্য আপনার সামগ্রিক সন্তুষ্টির স্তরটি বলুন	খুব সন্তুষ্ট	১
		সন্তুষ্ট	২
		নিরপেক্ষ	৩
		অসন্তুষ্ট	৪
		খুব অসন্তুষ্ট	৫
৫	আপনি কি ২০১৯ সালের পরে কজওয়ের কোনো মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ দেখেছেন?	হ্যাঁ	১
		না	২
৬	যদি হ্যা হয়, তাহলে কজওয়ের মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ কাজে আপনার সন্তুষ্টির মাত্রা বর্ণনা করুন	খুব সন্তুষ্ট	১
		সন্তুষ্ট	২
		নিরপেক্ষ	৩
		অসন্তুষ্ট	৪
		অত্যন্ত অসন্তুষ্ট	৫

অঙ্গের নামঃ

- **পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (রেগুলেটর)**
- **পুরাতন রেগুলেটর গুলো সচলকরণ**

১.	আপনি কি ২০১১ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ড্রেনেজ রেগুলেটরের কোনো নির্মাণ বা পুরানো রেগুলেটরের পুনর্বাসন করতে দেখেছেন?	হ্যাঁ	১
		না	২
২.	বর্তমানে রেগুলেটর গুলো কি সচল?	হ্যা	১
		না	২
৩.	রেগুলেটর নির্মাণ/পুনরায় চালুকরণের ফলে আপনি কোন সুবিধা পাচ্ছেন কি?	হ্যাঁ	১
		না	২
৪.	যদি হ্যা হয়, তাহলে কোন কোন সুবিধা পাচ্ছেন?	বন্যা হ্রাস	১
		ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস	২
		ফসলি জমির প্লাবন হ্রাস	৩
		প্রয়োজনের সময় সেচের পানি পাওয়া	৪
		ভালো সেচ	৫
		ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি	৬
		সহজ চলাচল	৭
		অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	৮

৫.	রেগুলেটর নির্মাণের জন্য আপনার সামগ্রিক সন্তুষ্টির মাত্রা বর্ণনা করুন	খুব সন্তুষ্ট	১
		সন্তুষ্ট	২
		নিরপেক্ষ	৩
		অসন্তুষ্ট	৪
		খুব অসন্তুষ্ট	৫
৬.	আপনি কি ২০১৯ সালের পর রেগুলেটরের কোনো মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ দেখেছেন?	হ্যাঁ	১
		না	২
৭.	যদি হ্যা হয়, তাহলে রেগুলেটরের মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ কাজে আপনার সন্তুষ্টির মাত্রা বর্ণনা করুন	খুব সন্তুষ্ট	১
		সন্তুষ্ট	২
		নিরপেক্ষ	৩
		অসন্তুষ্ট	৪
		অত্যন্ত অসন্তুষ্ট	৫

অঙ্গের নামঃ ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ			
১.	আপনি কি ২০১১ থেকে ২০১৯ এর মধ্যে ড্রেনেজ আউটলেটের কোন নির্মাণ কাজ দেখেছেন?	হ্যাঁ	১
		না	২
২.	বর্তমানে এগুলো কি সচল?	হ্যাঁ	১
		না	২
৩.	যদি না হয়, কেন?		
৪.	ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণের ফলে আপনি কোন সুবিধা পাচ্ছেন কি?	হ্যাঁ	১
		না	২
৫.	যদি হ্যা হয়, তাহলে কোন কোন সুবিধা পাচ্ছেন?	বন্যা হ্রাস	১
		ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস	২
		ফসলি জমির প্লাবন হ্রাস	৩
		প্রয়োজনের সময় সেচের পানি পাওয়া	৪
		ভালো সেচ	৫
		ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি	৬
		অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	৭
৬.	ড্রেনের আকার কি আপনার প্রয়োজনের জন্য পর্যাপ্ত?	হ্যাঁ	১
		না	২
৭.	ড্রেনেজ নির্মাণের জন্য আপনার সামগ্রিক সন্তুষ্টির মাত্রা বর্ণনা করুন	খুব সন্তুষ্ট	১
		সন্তুষ্ট	২
		নিরপেক্ষ	৩
		অসন্তুষ্ট	৪
		খুব অসন্তুষ্ট	৫
৮.	আপনি কি ২০১৯ সালের পর ড্রেনেজের কোনো মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ দেখেছেন?	হ্যাঁ	১
		না	২
৯.	যদি হ্যা হয়, তাহলে মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ কাজে আপনার সন্তুষ্টির মাত্রা বর্ণনা করুন	খুব সন্তুষ্ট	১
		সন্তুষ্ট	২
		নিরপেক্ষ	৩

		অসন্তুষ্ট	৪
		অত্যন্ত অসন্তুষ্ট	৫

অঙ্গের নামঃ অভ্যন্তরীন খাল পুনঃখনন			
১.	আপনি কি ২০১১ থেকে ২০১৯ এর মধ্যে কোন খাল পুনঃখনন দেখেছেন?	হ্যাঁ	১
		না	২
২.	আপনার এলাকার লোকজন কি খনন কাজে নিয়োজিত ছিল?	হ্যাঁ	১
		না	২
		আমি জানি না	৩
৩.	খাল পুনঃখনন থেকে আপনি কী কী সুযোগ পাচ্ছেন?	জলাবদ্ধতা সমস্যা হ্রাস	১
		সেচ সহজিকরন	২
		ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি	৩
		আয় বৃদ্ধি	৪
		অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	৫
		কোনো লাভ নেই	৬
৪.	প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে খাল কি প্লাবিত হত?	হ্যাঁ	১
		না	২
৫.	প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে খাল কি প্লাবিত হয়?	হ্যাঁ	১
		না	২
৬.	যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে বর্তমানে বছরের কত মাস খাল প্লাবিত থাকে?		
৭.	খাল খননের জন্য আপনার এলাকায় বন্যা হ্রাসের ক্ষেত্রে আপনি কি কোন উন্নতি দেখতে পাচ্ছেন?	হ্যাঁ	১
		না	২

অঙ্গের নামঃ সুরমা বৌলাই রিভার সিস্টেম ড্রেজিং			
১.	আপনি কি ২০১১ থেকে ২০১৯ এর মধ্যে সুরমা-বৌলাই নদী ড্রেজিং দেখেছেন?	হ্যাঁ	১
		না	২
২.	প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে (২০১১) নদী প্লাবিত হত কি?	হ্যাঁ	১
		না	২
৩.	প্রকল্প বাস্তবায়নের পর (২০১৯) নদী প্লাবিত হয় কি?	হ্যাঁ	১
		না	২
৪.	যদি হ্যাঁ, প্লাবিত হওয়ার পরিমাণ কি কমেছে?	হ্যাঁ	১
		না	২
৫.	ড্রেজিং এর কারণে আপনি কোন সুবিধা পাচ্ছেন কি?	হ্যাঁ	১
		না	২
৬.	যদি হ্যা হয়, তাহলে কোন কোন সুবিধা পাচ্ছেন?	জলাবদ্ধতা সমস্যা হ্রাস	১
		বন্যা হ্রাস	২
		ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি	৩
		আয় বৃদ্ধি	৪
		কর্মসংস্থান বৃদ্ধি	৫
		অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	৬
৭.	ড্রেজিংয়ের জন্য আপনার সামগ্রিক সন্তুষ্টির মাত্রা বর্ণনা করুন	খুব সন্তুষ্ট	১
		সন্তুষ্ট	২
		নিরপেক্ষ	৩
		অসন্তুষ্ট	৪
		খুব অসন্তুষ্ট	৫

অঙ্গের নামঃ ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণ			
১.	আপনি কি ২০১১ থেকে ২০১৯ এর মধ্যে সেচ ইনলেট নির্মাণ দেখেছেন?	হ্যাঁ	১
		না	২
২.	বর্তমানে এটা কি সচল?	হ্যাঁ	১
		না	২
৩.	যদি না হয়, সচল নয় কেন?		
৪.	প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে (২০১১) আপনার এলাকায় কি সেচের ইনলেট ছিল?	হ্যাঁ	১
		না	২
৫.	যদি হ্যাঁ হয়, আপনি সেচের ইনলেট দিয়ে বছরে কত মাস পানি পেতেন?		
৬.	প্রকল্প বাস্তবায়নের পর (২০১৯) সেচের ইনলেট দিয়ে আপনি বছরে কত মাস পানি পান?		
৭.	সেচ ইনলেট নির্মাণের জন্য আপনার সামগ্রিক সন্তুষ্টির মাত্রা বর্ণনা করুন	খুব সন্তুষ্ট	১
		সন্তুষ্ট	২
		নিরপেক্ষ	৩
		অসন্তুষ্ট	৪
		খুব অসন্তুষ্ট	৫

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ সেক্টর-৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রভাব মূল্যায়ণ সমীক্ষা
"হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)"

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার চেকলিস্ট

আইডি নং- ☐☐☐☐

তথ্যদাতার প্রাথমিক তথ্য	
নাম	
বয়স	
পেশা	
পদের নাম	
ফোন নং	
অবস্থান	
সাক্ষাৎকার গ্রহনের ভাষা	
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম	
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর পদবী	
নোট গ্রহণকারীর নাম	
তারিখ	

জাতীয় পর্যায়

১. প্রকল্প পরিচালক	
১.১	প্রকল্পটির উদ্দেশ্যসমূহ কতটুকু অর্জিত হয়েছে?
১.২	এই প্রকল্প কি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে?
১.৩	প্রকল্পের কার্যক্রম কি ২০১৯ সালের পর বোরো ফসল রক্ষা করেছে? যদি হ্যাঁ হয়, কতটা? যদি না হয়, তাহলে কেন?
১.৪	নদীগুলোর পরিবহন ক্ষমতা কি বেড়েছে? যদি হ্যাঁ, কতটা? যদি না হয়, তাহলে কেন?
১.৫	নারী, পুরুষ ও সংখ্যালঘু সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আপনি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন?
১.৬	প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় প্রধান বাধা কি কি ছিল?
১.৭	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াবিলম্বিত হয়েছিল কি? বিলম্বের কারণ কি ছিল? (অর্থায়ন, পণ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনাগত অযোগ্যতা, যার কারণে প্রকল্প ব্যয় বেড়েছে)

১.৮	আরো কার্যকরভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কি করা যেত? প্রকল্পের স্থায়িত্ব পরিকল্পনা কী কী?
১.৯	আপনি প্রকল্পের অবসান ও তার স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করতে কিভাবে পরিকল্পনা করেছেন? (Exit Plan)
১.১০	নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের পর প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা কি?
১.১১	প্রকল্পের অঙ্গগুলোর সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) কি ছিল?
১.১২	প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরু থেকে অত্র এলাকায় আর কোন কোন প্রকল্প চলমান ছিল/আছে? এই প্রকল্পের উপর সেইসব প্রকল্পের প্রভাব কি আছে বলে আপনি মনে করেন?
১.১৩	প্রকল্পের অডিট কতবার হয়েছে? অডিটের ডকুমেন্টস গুলো প্রদান করুন (অডিট চেকলিস্ট অনুসারে)
১.১৪	প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন হয়েছে কি? হলে, মূল্যায়নের সুপারিশ গুলো কী কী ছিল? সেগুলো বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি?
১.১৫	প্রকল্প সম্পর্কে আপনার সুপারিশ কী কী?

২. উপ পরিচালক, আইএমইডি	
২.১	এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনার সামগ্রিক পর্যবেক্ষন কী?
২.২	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়েছিল কি? বিলম্বের কারণ কি ছিল? (অর্থায়ন, পণ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনাগত অযোগ্যতা, যার কারণে প্রকল্প ব্যয় বেড়েছে)
২.৩	আরো কার্যকরভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কি করা যেত?
২.৪	আপনি প্রকল্পের অবসান ও তার স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করতে কিভাবে পরিকল্পনা করেছেন? (Exit Plan)
২.৫	প্রকল্পের অঙ্গগুলোর সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) কি ছিল?
২.৬	আপনার সুপারিশ কী কী?

৩. প্রতিনিধি , পরিকল্পনা কমিশনের পানি সম্পদ বিভাগ	
৩.১	প্রকল্পের অঙ্গগুলোর নির্মাণ কার্যক্রম এলাকার পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিকতার জন্য ক্ষতিকর ছিল কি? থাকলে কতটুকু
৩.২	এসডিজি লক্ষ্য পূরণের জন্য এই প্রকল্পটি কতটা কার্যকর?
৩.৩	হাওড়বাসীর চাহিদা পূরণ এবং আকস্মিক বন্যা থেকে তাদের ফসল রক্ষায় এই প্রকল্প কতটা কার্যকর?

	আরো কার্যকরভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কি করা যেত?
৩.৪	আপনি প্রকল্পের অবসান ও তার স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করতে কিভাবে পরিকল্পনা করছেন? (Exit Plan)
৩.৫	প্রকল্পের অঙ্গগুলোর সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) কি ছিল?
৩.৬	আপনার সুপারিশ কী কী?

৪. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য)	
৪.১	হাওড়বাসীর চাহিদা পূরণ এবং আকস্মিক বন্যা থেকে তাদের ফসল রক্ষায় এই প্রকল্প কতটা কার্যকর?
৪.২	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াবিলম্বিত হয়েছিল কি? বিলম্বের কারণ কি ছিল? (অর্থায়ন, পণ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনাগত অযোগ্যতা, যার কারণে প্রকল্প ব্যয় বেড়েছে)
৪.৩	আরো কার্যকরভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কি করা যেত?
৪.৪	প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় প্রধান বাধাগুলি কি কি ছিল?
৪.৫	প্রকল্পের অঙ্গগুলোর সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) কি ছিল?
৪.৬	প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরু থেকে অত্র এলাকায় আর কোন কোন প্রকল্প চলমান ছিল/আছে? এই প্রকল্পের উপর সেইসব প্রকল্পের প্রভাব কি আছে বলে আপনি মনে করেন?
৪.৭	প্রকল্পের অডিট কতবার হয়েছে? অডিটের ডকুমেন্টস গুলো প্রদান করুন (অডিট চেকলিস্ট অনুসারে)
৪.৮	আপনার সুপারিশ কী কী?

৫. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য)	
৫.১	হাওড়বাসীর চাহিদা পূরণ এবং আকস্মিক বন্যা থেকে তাদের ফসল রক্ষায় এই প্রকল্প কতটা কার্যকর?
৫.২	আরো কার্যকরভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কি কি করা যেত?
৫.৩	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াবিলম্বিত হয়েছিল কি? বিলম্বের কারণ কি ছিল? (অর্থায়ন, পণ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনাগত অযোগ্যতা, যার কারণে প্রকল্প ব্যয় বেড়েছে)
৫.৪	প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় প্রধান বাধাগুলি কি কি ছিল?
৫.৫	প্রকল্পের অঙ্গগুলোর সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) কি ছিল?

৫.৬	প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরু থেকে অত্র এলাকায় আর কোন কোন প্রকল্প চলমান ছিল/আছে? এই প্রকল্পের উপর সেইসব প্রকল্পের প্রভাব কি আছে বলে আপনি মনে করেন?
৫.৭	প্রকল্পের অডিট কতবার হয়েছে? অডিটের ডকুমেন্টস গুলো প্রদান করুন (অডিট চেকলিস্ট অনুসারে)
৫.৮	আপনার সুপারিশ কী কী?

৬. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর	
৬.১	হাওড় এলাকার মানুষের পূর্বের এবং বর্তমানের সমস্যা গুলো কী কী?
৬.২	হাওড় এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন নামক ৯ বছর মেয়াদী প্রকল্প সম্পর্কে আপনি জানেন কি?
৬.৩	হাওড়বাসীর চাহিদা পূরণ এবং আকস্মিক বন্যা থেকে তাদের ফসল রক্ষায় এই প্রকল্প কতটা কার্যকর?
৬.৪	আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি, স্বাস্থ্য, এবং পরিবেশগত পরিবর্তনে এই প্রকল্পের কী কী প্রভাব আছে বলে মনে করেন?
৬.৫	প্রকল্পের অঙ্গগুলোর সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) কি ছিল?
৬.৬	প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরু থেকে অত্র এলাকায় আর কোন কোন প্রকল্প চলমান ছিল/আছে? এই প্রকল্পের উপর সেইসব প্রকল্পের প্রভাব কি আছে বলে আপনি মনে করেন?
৬.৭	অত্র এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এই প্রকল্পের কি ভূমিকা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?
৬.৮	প্রকল্প সম্পর্কে আপনার সুপারিশ কী কী?

স্থানীয় পর্যায়

৭. উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	
৭.১	আপনার এলাকায় আগাম-বর্ষা-বন্যা সমস্যা ছিল কি? এই সঙ্কট মোকাবেলায় এই প্রকল্পটি কীভাবে সাহায্য করছে?
৭.২	আপনার এলাকায় প্রকল্পটির সামগ্রিক প্রভাব সম্পর্কে আপনার কি মনে হয়?
৭.৩	প্রকল্পটি কি আপনার এলাকার সাথে সম্পর্কিত প্রধান সমস্যাগুলি যেমন আকস্মিক বন্যার জন্য বোরো ফসলের ক্ষতি, বন্যার ক্ষতি, নদীর বাহন ক্ষমতার সমাধান করছে?
৭.৪	প্রকল্পটি আরও কার্যকর করতে কি করা যেতে পারে?
৭.৫	আপনার এলাকায় কি এই প্রকল্প বাস্তবায়িত সেবা পরিচালনা ও বজায় রাখতে সক্ষম?

৭.৬	আপনার এলাকায় নিয়োজিত পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষণ জনবলকে এই প্রকল্প প্রশিক্ষণ দিয়েছে?
৭.৭	প্রকল্পটিতে কি আপনার এলাকার সমস্যাগুলোর টেকসই সমাধান আছে?
৭.৮	প্রকল্পের অঙ্গগুলোর সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) কি ছিল?
৭.৯	অত্র এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এই প্রকল্পের কি ভূমিকা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?
৭.১০	প্রকল্প সম্পর্কে আপনার সুপারিশ কী কী?

৮. উপজেলা প্রকৌশলী	
৮.১	নির্মাণ কাজে কি নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয়েছে?
৮.২	বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুসরণ করে কিভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে আলোচনা করুন।
৮.৩	প্রকল্পে পণ্য ও সেবা কিভাবে ক্রয় করা হয়?
৮.৪	টেন্ডার সংক্রান্ত কার্যকলাপ ও জটিলতা।
৮.৫	প্রকল্পে পণ্য ও সেবা কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়?
৮.৬	যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের পর প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা কি?
৮.৭	প্রাথমিক কর্ম পরিকল্পনা ও বর্তমান বাস্তবায়ন অগ্রগতিতে অসঙ্গতি কি কি?
৮.৮	সম্পন্ন হওয়ার পর প্রকল্প অঙ্গগুলো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে কে?
৮.৯	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অভিষ্ট এলাকায় কি প্রভাব পড়েছে?
৮.১০	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াবিলম্বিত হয়েছিল কি? বিলম্বের কারণ কি ছিল (অর্থায়ন, পণ্য সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনাগত অযোগ্যতা, যার কারণে প্রকল্প ব্যয় বেড়েছে)
৮.১১	প্রকল্প বাস্তবায়ন দক্ষতা এবং অভাব নিয়ে আলোচনা করুন।
৮.১২	প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় প্রধান বাধা কি ছিল?
৮.১৩	প্রকল্পটি আরো কার্যকর করার জন্য কি করা যেতে পারত?
৮.১৪	প্রকল্পের অঙ্গগুলোর সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) কি?
৮.১৫	প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরু থেকে অত্র এলাকায় আর কোন কোন প্রকল্প চলমান ছিল/আছে? এই প্রকল্পের উপর সেইসব প্রকল্পের প্রভাব কি আছে বলে আপনি মনে করেন?

৮.১৬	আপনার সুপারিশ কী কী?

৯. উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	
৯.১	আপনি কি এই প্রকল্প সম্পর্কে অবগত আছেন?
৯.২	কিভাবে প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন?
৯.৩	বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুসরণ করে কিভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে আলোচনা করুন।
৯.৪	সমাপ্তির পরে কে প্রকল্পের উপাদানগুলি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে?
৯.৫	প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় প্রধান বাধা কি ছিল?
৯.৬	প্রকল্পটি আরো কার্যকর করার জন্য কি করা যেতে পারত?
৯.৭	প্রকল্পের অঙ্গগুলোর সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) কি?
৯.৮	প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরু থেকে অত্র এলাকায় আর কোন কোন প্রকল্প চলমান ছিল/আছে? এই প্রকল্পের উপর সেইসব প্রকল্পের প্রভাব কি আছে বলে আপনি মনে করেন?
৯.৯	আপনার সুপারিশ কী কী?

১০. সহকারী কমিশনার-ভূমি (এসিল্যান্ড)	
১০.১	আপনি কি এই প্রকল্প সম্পর্কে অবগত আছেন?
১০.২	কিভাবে প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন?
১০.৩	জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া কি ছিল?
১০.৪	জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া কি ছিল?
১০.৫	জমি অধিগ্রহণের সময় কোন বাধা ছিলো কি? যদি হ্যাঁ হয়, আপনি কিভাবে কাটিয়ে উঠলেন? অধিগ্রহনকৃত জমির জন্য ভবিষ্যতে কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কি?
১০.৬	প্রকল্পটি আরো কার্যকর করার জন্য কি করা যেতে পারত?
১০.৭	প্রকল্পের সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) কি?

১০.৮	আপনার সুপারিশ কী কী?
১১. স্থানীয় নির্মাণ সমিতি	
১১.১	আপনি কি এই প্রকল্প সম্পর্কে অবগত আছেন?
১১.২	কিভাবে প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন?
১১.৩	আপনারা কী কী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন?
১১.৪	প্রশিক্ষণ হতে প্রাপ্ত জ্ঞান কী কী কাজে প্রয়োগ করেছেন?
১১.৫	প্রকল্পে কতজন শ্রমিক কাজ করেছে?
১১.৬	নারী ও পুরুষের সংখ্যা কত ছিল?
১১.৭	আপনি কতদিন ধরে সেই প্রকল্পে কাজ করেছেন?
১১.৮	প্রকল্প বাস্তবায়নে আপনারা কী কী নির্মাণ কাজ করেছেন?
১১.৯	এই প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে এলাকায় কী কী ধরনের সমস্যা হত? এই প্রকল্পটি সমস্যা কমাতে কতটা অবদান রেখেছে?
১১.১০	আগাম-বর্ষা-আকস্মিক বন্যা সম্পর্কে আপনি কী জানেন?
১১.১১	আপনি বর্তমানে প্রকল্প বাস্তবায়ন থেকে কিভাবে উপকৃত হচ্ছেন?
১১.১২	আপনি কি মনে করেন যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ার পর থেকে আকস্মিক বন্যার ক্ষতির মাত্রা কমেছে?
১১.১৩	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনার এলাকায় কী সুবিধা হয়েছে?
১১.১৪	প্রকল্পটি থেকে আরো সুবিধা বাড়ানোর জন্য কী করা যেতে পারত?
১১.১৫	আপনার প্রকল্প সম্পর্কে কোন অভিযোগ আছে কি?
১১.১৬	সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) গুলো কি ছিল?
১১.১৭	প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরু থেকে অত্র এলাকায় আর কোন কোন প্রকল্প চলমান ছিল/আছে? এই প্রকল্পের উপর সেইসব প্রকল্পের প্রভাব কি আছে বলে আপনি মনে করেন?
১১.১৮	প্রকল্প সম্পর্কে আপনার সুপারিশ কী কী?

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

"হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)"

উপকারভোগীদের সাথে দলীয় আলোচনার চেকলিস্ট (এফজিডি)

আইডি নং- ☐☐☐☐

ক্রম.	নাম	বয়স	পেশা/ পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা	ফোন নম্বর	অংশগ্রহণকারীর স্বাক্ষর
১						
২						
৩						
৪						
৫						
৬						
৭						
৮						
৯						
১০						

১২. কমিউনিটি পর্যায়ে প্রকল্পের সরাসরি সুবিধাভোগী	
১২.১	২০১১ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত আপনার এলাকায় বাঁধ নির্মাণ, খাল খনন, কজওয়ে নির্মাণ, রেগুলেটর নির্মাণ, ড্রেজিং ইত্যাদির মতো কোনো নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে কি?
১২.২	কবে, কোথায় এবং কি কি উন্নয়ন কাজ হয়েছে?
১২.৩	এই প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে এলাকায় কি কি সমস্যা ছিল? এলাকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় এই প্রকল্পের ভূমিকা আছে কি? থাকলে, কিভাবে বর্ণনা করুন
১২.৪	প্রাক-বর্ষা বন্যা সম্পর্কে আপনি কী জানেন? এর প্রভাবগুলি কী কী? ২০১১ সালের আগে আপনি কীভাবে এই বন্যা মোকাবেলা করেছিলেন?
১২.৫	এই সমস্যা সমাধানে আপনার এলাকায় কি কি কার্যক্রম করা হয়েছে?
১২.৬	আপনি বর্তমানে প্রকল্প বাস্তবায়ন থেকে কিভাবে উপকৃত হচ্ছেন?
১২.৭	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ার পর থেকে বন্যা কমেছে বলে আপনি মনে করেন?
১২.৮	আপনার এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের সুবিধা কি কি?
১২.৯	সেই প্রকল্প থেকে সর্বাধিক সুবিধা পেতে কী করা যেতে পারে?
১২.১০	প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আপনার কি কোন অভিযোগ আছে? আপনার কোন সুপারিশ আছে?

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
"হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)"
স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আলোচনা চেকলিস্ট

প্রক্রিয়া	**কর্মশালার অবস্থান**	**সংখ্যা**	**অংশীদার**	**আলোচনার বিষয়বস্তু**
১	২	৩	৪	৫
প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা	IMED এর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে	১	▪ প্রকল্পের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অংশীদারগণ ▪ IMED প্রতিনিধি ▪ স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি ▪ ডিএম ওয়াচ এর প্রতিনিধিগণ	▪ প্রকল্পের উপকারিতা ▪ প্রকল্প পরিকল্পনা সংক্রান্ত সুপারিশ ▪ অবশিষ্ট প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সুপারিশ ▪ প্রকল্প পর্যবেক্ষণ ▪ প্রকল্পের সুযোগ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ▪ প্রকল্প দুর্বলতা ও হুমকি

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
"হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)"

সেকেন্ডারি ডকুমেন্ট চেকলিস্ট

নিম্নলিখিত নথিগুলি সংগ্রহ করা হবে এবং প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য পর্যালোচনা করা হবে।

দলিলাদি -পত্রের তালিকা	প্রকল্প দলিলাদি সংগ্রহ করা হয়েছে	পর্যালোচনা করা হয়েছে
১	২	৩
প্রকল্প সম্পর্কিত প্রতিবেদনসমূহঃ ✓ উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব/সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব ✓ অগ্রগতি প্রতিবেদন (আর্থিক, সরেজমিন) ✓ প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন (পিসিআর) ✓ প্রকল্পের তদন্ত প্রতিবেদন ✓ বাজেট প্রতিবেদন ✓ প্রকল্প অডিট প্রতিবেদন ✓ বার্ষিক ক্রয় সংক্রান্ত প্রতিবেদনসমূহ (পণ্য, পরিষেবা) ✓ বার্ষিক কাজের পরিকল্পনাসমূহ ✓ ToR, BoQ, দরপত্র মূল্যায়ন, অনুমোদন ব্যবস্থা ✓ মধ্য-মেয়াদী মূল্যায়ন প্রতিবেদন ✓ বিসিআর এবং আইআরআর প্রতিবেদন সরকারী নীতি বিষয়ক নথিসমূহঃ ✓ পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ ✓ সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ✓ মাস্টার প্ল্যান, হাওড় এলাকা ২০১২ ✓ জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ ✓ বাংলাদেশ পানি বিধিমালা ২০১৮ ✓ বাংলাদেশ ডেলটা প্ল্যান ২১০০ ✓ প্রকল্প সংক্রান্ত অন্যান্য জাতীয় নীতি অন্যান্য সহায়ক সেকেন্ডারী ডকুমেন্টসঃ ✓ সিপিটিইউ ওয়েবসাইট ✓ প্রকল্প এলাকার বন্যা সম্পর্কিত তথ্য, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র		

✓ বার্ষিক বন্যা প্রতিবেদন, মেঘালয় এবং নাগাল্যান্ড, ভারত ✓ ডিজিটাল পদ্ধতির বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ✓ বাংলাদেশ ও প্রকল্প এলাকাভিত্তিক অন্যান্য গবেষণা পত্র		

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
"হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)"

অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যের চেকলিস্ট

অডিট কর্তৃপক্ষ (এক্সটার্নাল/ইন্টারনাল, উল্লেখ করুন)	অডিটের অর্থবছর	আপত্তির সংখ্যা	অডিট আপত্তির পূর্ণ শিরোনাম ও জড়িত অর্থের পরিমাণ	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গৃহিত পদক্ষেপ (সুস্পষ্ট বর্ণনা)	আপত্তি নিষ্পত্তির অবস্থা (সুস্পষ্ট বর্ণনা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
"হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)"

পণ্য ক্রয়/সংগ্রহের চেকলিস্ট

ক্রমিক নং	পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী মালামাল বা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী			
		প্যাকেজ ১	প্যাকেজ ২	প্যাকেজ ৩
১.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ			
২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা			
৩.	প্রকল্পের নাম			
৪.	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম			
৫.	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/ আন্তর্জাতিক)			
৬.	দরপত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকার নাম			
৭.	দরপত্র দলিলাদি বিক্রয় আরম্ভের তারিখ			
৮.	দরপত্র দলিলাদি বিক্রয়ের শেষ সময় ও তারিখ			
৯.	দরপত্র দলিলাদি গ্রহণের শেষ সময় ও তারিখ			
১০.	গৃহিত দরপত্রের সংখ্যা			
১১.	দরপত্র খোলার শেষ তারিখ			
১২.	সংবাদপত্র বিজ্ঞাপনে কি পূর্ব অভিজ্ঞতার বিষয় উল্লেখ করা হয় ?			
১৩.	মূল্যায়িত দরপত্রের সংখ্যা			
১৪.	মূল্যায়ন না করা দরপত্রের সংখ্যা			
১৫.	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি সঠিকভাবে গঠিত হয়েছিল কি না ?			
১৬.	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ			
১৭.	কার্যবিবরণী অনুমোদনের তারিখ			
১৮.	সিএস তৈরির তারিখ			
১৯.	সিএস অনুমোদনের তারিখ			
২০.	সিএস প্রদানের তারিখ			
২১.	মোট চুক্তির মূল্য			
২২.	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ			
২৩.	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ			
২৪.	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ আরম্ভের তারিখ			
২৫.	সময় বৃদ্ধি থাকলে, কতদিন বৃদ্ধি ও কারণ			
২৬.	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ			
২৭.	ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারী নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছিল কি না? না হলে কেন করা হয়নি?			

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
"হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)"

কেস স্টাডি চেকলিস্ট

	ক. উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাবলী		
১	উত্তরদাতার নাম:		
২	বয়স:		
৩	উত্তরদাতার মোবাইল নং:		
৪	এনআইডি নং		
৫	লিঙ্গ	কোডঃ ১=পুরুষ, ২= মহিলা	
৬	পেশা	কোডঃ ১=কৃষি; ২=চাকরি; ৩=ব্যবসা; ৪=দিনমজুর; ৫=মৎসচাষ; ৬=জেলে; ৭=লঞ্চ/নৌকা চালক; ৮=বালু ব্যবসায়ী; ৯=বালু উত্তোলন শ্রমিক; ১০=যানচালক; ১১=কুটির শিল্পের কারিগর; ১২=ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা; ১৩=জনপ্রতিনিধি; ১৪= অন্যান্য (যদি থাকে)	

	খ. প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত
১	আপনি "হাওড় এলাকার আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)" প্রকল্প সম্পর্কে কী জানেন?
২	প্রকল্পের সার্বিক কাজের মান নিয়ে কি আপনি সন্তুষ্ট? হ্যাঁ হলে, কেন? ..... না হলে, কেন নয়? .....
৩	এই প্রকল্পের ফলে আপনি কী ধরণের উপকার পাবেন বলে আশা করেন?
৪	বোরো ফসল রক্ষা ও নদীর নাব্যতা বৃদ্ধিতে এই প্রকল্পের ভূমিকা কতটুকু?
৫	প্রকল্পের এই কাজটি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাগণ কিভাবে তদারকি করছেন?
৬	প্রকল্পটির বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের পূর্বের ও বর্তমানের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন
	গ. প্রকল্পের সফলতা ও ব্যার্থতার চ্যালেঞ্জগুলো
১	আপনার মতে, এই প্রকল্পের সবল দিকগুলো কী কী?
২	আপনার মতে এই প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলো কী কী?
৩	এই প্রকল্পের ঝুঁকি বা চ্যালেঞ্জ রয়েছে কী, থাকলে তা কী ধরনের?
৪	প্রকল্প চলাকালীন সময়ে আপনারা কী কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন? কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন? কিভাবে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করেছেন?

৫	এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনার মতামত ও সুপারিশসমূহ কী কী? দয়া করে বিস্তারিত বলুন

অংশগ্রহণের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:	স্বাক্ষর:
মোবাইল নম্বর:	তারিখ:

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা
"হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)"

সরেজমিনে প্রকল্প পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ:

অঙ্গের নামঃ ডুবন্ত বেড়িবাঁধ পুনর্নির্মাণ/ নতুন বেড়িবাঁধ নির্মাণ

চুক্তি আইডি	চুক্তির খরচ (টাকা)	আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখ	নির্দিষ্ট তারিখ সমাপ্তির
বাস্তব অগ্রগতি :	বিলম্বের কারণ (যদি হয়ে থাকে) :			

ক্রমিক	**পর্যবেক্ষণ**	**স্থিতিমাপ**	**পর্যবেক্ষণ ফলাফল (ছবি সহ নোট ডাউন)**
১	বাঁধের দৈর্ঘ্য কত?	ফুট	
২	বাঁধের প্রস্থ কত?	ফুট	
৩	বাঁধের উচ্চতা কত?	ফুট	
৪	বাঁধের চুক্তি মূল্য কত?	টাকা	
৫	পানি নিষ্কাশনের সঠিক উপায় আছে কি?	• ক্ষয়ের কোনো ঝুঁকি নেই • সঠিক ভাবে ঘাস লাগানো আছে • সঠিক ভাবে Piping এবং Seepage এর ব্যবস্থা আছে	
৬	বাঁধের বাহ্যিক অবস্থা	• **তীব্র অনিরাপদ** – তীব্র কাঠামোগত, কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি • **সীমিত অনিরাপদ**– উল্লেখযোগ্য কাঠামোগত, কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি • **স্বাভাবিক** – সীমিত মাত্রায় কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি, কোন কাঠামোগত ঘাটতি নেই	

		• **সন্তোষজনক**–ছোটখাট রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি, কোন কার্যগত বা কাঠামোগত ঘাটতি নেই • **খুবই সন্তোষজনক**– কোন ধরণের কাঠামোগত, কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি নেই	
৭	কাজের কোনো অংশ এখনো সম্পন্ন করা বাকি আছে কি?	হ্যাঁ / না	
৮	বেড়িবাঁধের সাথে সঠিক সংযোগ সড়ক আছে কি?	হ্যাঁ / না	
৯	উপকূলরেখা কি ঝুঁকিমুক্ত?	• পানি ছাপিয়ে যাচ্ছেনা • পাড় ক্ষয়ের সম্ভাবনা নেই • পাড়ে কোন cracking নেই	
১০.	নির্মাণ কার্যক্রম নকশা/specification অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে কি?	হ্যাঁ / না	

অঙ্গের নামঃ কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণ

ক্রমিক	পর্যবেক্ষণ	স্থিতিমাপ	পর্যবেক্ষণ ফলাফল (ছবি সহ নোট ডাউন)
১	ডাইক এর দৈর্ঘ্য কত?	ফুট	
২	ডাইক এর প্রস্থ কত?	ফুট	
৩	ডাইক এর উচ্চতা কত?	ফুট	
৪	ডাইক এর চুক্তি মূল্য কত?	টাকা	
৫	পানি নিষ্কাশনের সঠিক উপায় আছে কি?	• ক্ষয়ের কোনো ঝুঁকি নেই • সঠিক ভাবে ঘাস লাগানো আছে • সঠিক ভাবে Piping এবং Seepage এর ব্যবস্থা আছে	
৬	ডাইক এর বাহ্যিক অবস্থা	• **তীব্র অনিরাপদ** – তীব্র কাঠামোগত, কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি • **সীমিত অনিরাপদ**– উল্লেখযোগ্য কাঠামোগত, কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি • **স্বাভাবিক** – সীমিত মাত্রায় কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি, কোন কাঠামোগত ঘাটতি নেই • **সন্তোষজনক**–ছোটখাট রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি, কোন কার্যগত বা কাঠামোগত ঘাটতি নেই • **খুবই সন্তোষজনক**– কোন ধরণের কাঠামোগত, কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি নেই	
৭	কাজের কোনো অংশ এখনো সম্পন্ন করা বাকি আছে কি?	হ্যাঁ / না	
৮	ডাইক এর সাথে সঠিক সংযোগ সড়ক আছে কি?	হ্যাঁ / না	

৯	উপকূলরেখা কি ঝুঁকিমুক্ত?	• পানি ছাপিয়ে যাচ্ছেনা • পাড় ক্ষয়ের সম্ভাবনা নেই • পাড়ে কোন cracking নেই	
১০.	নির্মাণ কার্যক্রম নকশা/specification অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে কি?	হ্যাঁ / না	

অঙ্গের নামঃ কজওয়ে নির্মাণ

ক্রমিক	পর্যবেক্ষণ	স্থিতিমাপ	পর্যবেক্ষণ ফলাফল (ছবি সহ নোট ডাউন)
১.	কজওয়ের দৈর্ঘ্য কত?	ফুট	
২.	কজওয়ের প্রস্থ কত?	ফুট	
৩.	পানি পৃষ্ঠ থেকে কজওয়ের উচ্চতা কত?	ফুট	
৪.	কজওয়ের চুক্তি মূল্য কত?	টাকা	
৫.	কজওয়ের ধরণ	• Vented • Non-vented	
৬.	পানি নিষ্কাশনের সঠিক উপায় আছে কি?	• সঠিক ভাবে Piping এবং Seepage এর ব্যবস্থা আছে • পাইপে কোন সমস্যা নেই • Kerb ঠিক আছে • Channel Bed ঠিক আছে	
৭.	কজওয়ের বাহ্যিক অবস্থা	• **তীব্র অনিরাপদ** – তীব্র কাঠামোগত, কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি • **সীমিত অনিরাপদ**– উল্লেখযোগ্য কাঠামোগত, কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি • **স্বাভাবিক** – সীমিত মাত্রায় কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি, কোন কাঠামোগত ঘাটতি নেই • **সন্তোষজনক**–ছোটখাট রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি, কোন কার্যগত বা কাঠামোগত ঘাটতি নেই • **খুবই সন্তোষজনক**– কোন ধরণের কাঠামোগত, কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি নেই	
৮.	কাজের কোনো অংশ এখনো সম্পন্ন করা বাকি আছে কি?	হ্যাঁ / না	
৯.	কজওয়ের সাথে সঠিক সংযোগ সড়ক আছে কি?	হ্যাঁ / না	
১০.	উপকূলরেখা কি ঝুঁকিমুক্ত?	• পানি ছাপিয়ে যাচ্ছেনা • পাড় ক্ষয়ের সম্ভাবনা নেই • পাড়ে কোন cracking নেই	
১১.	নির্মাণ কার্যক্রম নকশা/specification অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে কি?	হ্যাঁ / না	

অঙ্গের নামঃ

১। পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (রেগুলেটর) নির্মাণ
২। পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাসন

ক্রমিক	পর্যবেক্ষণ	স্থিতিমাপ	পর্যবেক্ষণ ফলাফল (ছবি সহ নোট ডাউন)
১.	নবনির্মিত রেগুলেটর/ পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাসন?		
২.	রেগুলেটরের দৈর্ঘ্য কত?	ফুট	
৩.	রেগুলেটরের প্রস্থ কত?	ফুট	
৪.	পানি পৃষ্ঠ থেকে রেগুলেটরের উচ্চতা কত?	ফুট	
৫.	রেগুলেটরের চুক্তি মূল্য কত?	টাকা	
৬.	কোন ধরণের রেগুলেটর	• Cross regulator • Distributary head regulator	
৭.	রেগুলেটরের বাহ্যিক অবস্থা	• **তীব্র অনিরাপদ** – তীব্র কাঠামোগত, কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি • **সীমিত অনিরাপদ**– উল্লেখযোগ্য কাঠামোগত, কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি • **স্বাভাবিক** – সীমিত মাত্রায় কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি, কোন কাঠামোগত ঘাটতি নেই • **সন্তোষজনক**–ছোটখাট রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি, কোন কার্যগত বা কাঠামোগত ঘাটতি নেই • **খুবই সন্তোষজনক**– কোন ধরণের কাঠামোগত, কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি নেই	
৮.	কাজের কোনো অংশ এখনো সম্পন্ন করা বাকি আছে কি?	হ্যাঁ / না	
৯.	রেগুলেটরের সাথে সঠিক সংযোগ সড়ক আছে কি?	হ্যাঁ / না	
১০.	উপকূলরেখা কি ঝুঁকিমুক্ত?	• পানি ছাপিয়ে যাচ্ছেনা • পাড় ক্ষয়ের সম্ভাবনা নেই • পাড়ে কোন cracking নেই	
১১.	নির্মাণ কার্যক্রম নকশা/specification অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে কি?	হ্যাঁ / না	

ড্রেনেজ আউটলেট

ক্রমিক	পর্যবেক্ষণ	স্থিতিমাপ	পর্যবেক্ষণ ফলাফল (ছবি সহ নোট ডাউন)
১.	ড্রেনেজ আউটলেটের দৈর্ঘ্য কত?	ফুট	

২.	ড্রেনেজ আউটলেটের প্রস্থ কত?	ফুট	
৩.	ড্রেনেজ আউটলেটের উচ্চতা কত?	ফুট	
৪.	ড্রেনেজ আউটলেটের চুক্তি মূল্য কত?	টাকা	
৫.	ড্রেনেজ আউটলেটের ধরণ	• Natural depression or waterway • Excavated earthen drain inlet • Pipe structure • Rock chute • Flume or drop structure	
৬.	ড্রেনেজ আউটলেটের বাহ্যিক অবস্থা	• **তীব্র অনিরাপদ** – তীব্র কাঠামোগত, কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি • **সীমিত অনিরাপদ**– উল্লেখযোগ্য কাঠামোগত, কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি • **স্বাভাবিক** – সীমিত মাত্রায় কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি, কোন কাঠামোগত ঘাটতি নেই • **সন্তোষজনক**–ছোটখাট রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি, কোন কার্যগত বা কাঠামোগত ঘাটতি নেই • **খুবই সন্তোষজনক**– কোন ধরণের কাঠামোগত, কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি নেই	
৭.	কাজের কোনো অংশ এখনো সম্পন্ন করা বাকি আছে কি?	হ্যাঁ / না	
৮.	ড্রেনেজ আউটলেট সঠিকভাবে কৃষিক্ষেত্রের সাথে সংযুক্ত আছে কি?	হ্যাঁ / না	
৯.	ড্রেনেজ আউটলেট কি ঝুঁকিমুক্ত?	• পানি ছাপিয়ে যাচ্ছেনা • আউটলেটের কাঠামোগত কোন ত্রুটি নেই • আশেপাশের সম্পদের ক্ষতি সাধন করছেনা	
১০.	নির্মাণ কার্যক্রম নকশা/specification অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে কি?	হ্যাঁ / না	

অঙ্গের নামঃ অভ্যন্তরীন খাল পুনঃখনন

ক্রমিক	পর্যবেক্ষণ	স্থিতিমাপ	পর্যবেক্ষণ ফলাফল (ছবি সহ নোট ডাউন)
১.	খালের খননকৃত অংশের দৈর্ঘ্য কত?	ফুট	
২.	খালের খননকৃত অংশের প্রস্থ কত?	ফুট	
৩.	খননের পর খালের নতুন গভীরতা কত?	ফুট	
৪.	খাল খননের চুক্তি মূল্য কত?	টাকা	
৫.	খননকৃত খালের বাহ্যিক অবস্থা	• **তীব্র অনিরাপদ** – তীব্র কাঠামোগত, কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি	

		• **সীমিত অনিরাপদ**– উল্লেখযোগ্য কাঠামোগত, কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি • **স্বাভাবিক** – সীমিত মাত্রায় কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি, কোন কাঠামোগত ঘাটতি নেই • **সন্তোষজনক**–ছোটখাট রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি, কোন কার্যগত বা কাঠামোগত ঘাটতি নেই • **খুবই সন্তোষজনক**– কোন ধরণের কাঠামোগত, কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি নেই	
৬.	খাল খনন কাজ অবশিষ্ট রয়েছে কি?	হ্যাঁ / না	
৭.	খননকৃত খাল ঠিকঠাক ভাবে পানি ধারন করতে পারছে কি?	হ্যাঁ / না	
৮.	খননকৃত খাল টি কি ঝুঁকিমুক্ত?	• পানি ছাপিয়ে যাচ্ছেনা • পাড় ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই • আশেপাশের সম্পদের ক্ষতি সাধন করছেনা	
৯.	খাল খনন কার্যক্রম নকশা/specification অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে কি?	হ্যাঁ / না	

অঙ্গের নামঃ সুরমা বৌলাই রিভার ড্রেজিং সিস্টেম

ক্রমিক	পর্যবেক্ষণ	স্থিতিমাপ	পর্যবেক্ষণ ফলাফল (ছবি সহ নোট ডাউন)
১.	নদীর ড্রেজিংকৃত অংশের দৈর্ঘ্য কত?	ফুট	
২.	নদীর ড্রেজিংকৃত অংশের প্রস্থ কত?	ফুট	
৩.	নদী ড্রেজিং এর পর নতুন গভীরতা কত?	ফুট	
৪.	নদী ড্রেজিং এর চুক্তি মূল্য কত?	টাকা	
৫.	নদী ড্রেজিং করা অংশের বাহ্যিক অবস্থা	• **সন্তোষজনক**–অধিক পরিমাণে পানি ধারণ করতে সক্ষম, ছাপিয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, কার্যগত দিক দিয়ে কোন ঘাটতি নেই • **স্বাভাবিক**– বর্তমান সময়ের জন্য পানি ধারণ করতে সক্ষম, বন্যা হলে ছাপিয়ে যেতে পারে, কার্যগত দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি নেই • **অসন্তোষজনক**– পানি ধারণ করতে সক্ষম নয়, ছাপিয়ে যাচ্ছে, বন্যার সময় তলিয়ে যেতে পারে	
৬.	নদী ড্রেজিং এর কোন কাজ অবশিষ্ট আছে কি?	হ্যাঁ / না	
৭.	নদী টি ঠিকঠাক মত পানি ধারণ করতে পারছে কি?	হ্যাঁ / না	

৮.	নদীটি কি ঝুকিমুক্ত?	• পানি ছাপিয়ে যাচ্ছেনা • পাড় ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা নেই • পাড়ে cracking নাই • আশেপাশের সম্পদের ক্ষতি সাধন করছেনা	
৯.	ড্রেজিং কার্যক্রম নকশা/specification অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে কি?	হ্যাঁ / না	

অঙ্গের নামঃ ইরিগেশন ইনলেট নির্মাণ

ক্রমিক	পর্যবেক্ষণ	স্থিতিমাপ	পর্যবেক্ষণ ফলাফল (ছবি সহ নোট ডাউন)
১.	ইরিগেশন ইনলেট এর দৈর্ঘ্য কত?	ফুট	
২.	ইনলেট পাইপের ব্যাস কত?	ফুট	
৩.	নদী ড্রেজিং এর চুক্তি মূল্য কত?	টাকা	
৪.	ইরিগেশন ইনলেটের ধরণ	• Surface. • Sprinkler. • Drip/trickle. • Subsurface.	
৫.	নির্মাণকৃত ইনলেটের বাহ্যিক অবস্থা	• **তীব্র অনিরাপদ** – তীব্র কাঠামোগত, কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি • **সীমিত অনিরাপদ**– উল্লেখযোগ্য কাঠামোগত, কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি • **স্বাভাবিক** – সীমিত মাত্রায় কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি, কোন কাঠামোগত ঘাটতি নেই • **সন্তোষজনক**–ছোটখাট রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি, কোন কার্যগত বা কাঠামোগত ঘাটতি নেই • **খুবই সন্তোষজনক**– কোন ধরণের কাঠামোগত, কার্যগত, এবং রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি নেই	
৬.	ইরিগেশন ইনলেট কানেকশনের কোন কাজ অবশিষ্ট আছে কি?	হ্যাঁ / না	
৭.	সেচ পাইপ গুলো কি সঠিকভাবে কৃষিক্ষেত্রের সাথে যুক্ত?	হ্যাঁ / না	
৮.	ইনলেট গুলো কি ঝুঁকি মুক্ত?	• পানি ছাপিয়ে যাচ্ছেনা • ইনলেটের আশেপাশে কাদামাটি জমে নেই • কাঠামোগত কোন ত্রুটি নেই • আশেপাশের সম্পদের ক্ষতি সাধন করছেনা	
৯.	ইরিগেশন ইনলেট কানেকশন কার্যক্রম, নকশা/specification অনুযায়ী হয়েছে কি?	হ্যাঁ / না	